জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

শিক্ষক সংস্করণ

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

তৃতীয় শ্রেণি

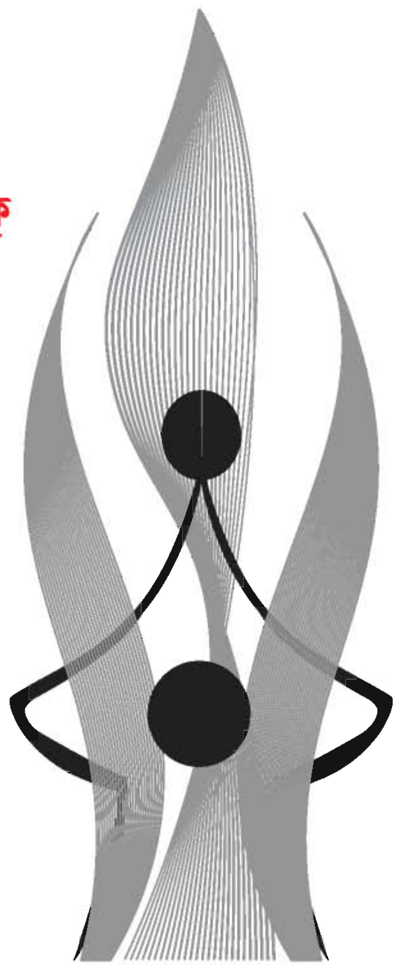

লেখক ও সম্পাদক

ড. আব্দুল মালেক
ড. সেলিনা আক্তার
খুরশীদ আকতার
সরোজ কুমার সাহা

পরিমার্জন

লানা হুমায়রা খান
মোঃ মোসলে উদ্দিন সরকার
মোঃ মোস্তফা সাইফুল আলম
মোঃ আবু সালেক খান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৬

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে: হুনান তিয়ানওয়েন জিনহুয়া প্রিন্টিং কো. লি. হুনান প্রভিন্স, চায়না

প্রসঙ্গ-কথা

প্রাথমিক স্তরের যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৯৯২ সালে প্রবর্তন করা হয়। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এই পরিপ্রেক্ষিতে ২০০২ সালে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রথম বারের মতো পরিমার্জন করা হয়। 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' প্রণীত হওয়ার পর ২০১১ সালে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম পুনরায় পরিমার্জন করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা থেকে শুরু করে বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা, শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফল নতুনভাবে নির্ধারণ করা হয়। শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশের বিষয়টিকে এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। পরিমার্জিত নতুন শিক্ষাক্রমের আলোকে ২০১৩ সালে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সারা দেশে নতুন পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়। শিখন-শেখানো কার্যক্রমের আধুনিকায়নের লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু উপস্থাপনে সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে। শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একই সঙ্গে যেসব বিষয়ের জন্য পাঠ্যপুস্তক রয়েছে সেগুলোর জন্য শিক্ষক সংস্করণ, যেসব বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো পাঠ্যপুস্তক নেই সেগুলোর জন্য শিক্ষক নির্দেশিকা এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পরিবেশ পরিচিতি সমাজ ও বিজ্ঞান (সমন্বিত) বিষয়ের জন্য শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়ন করা হয়।

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় একটি আবশ্যকীয় বিষয়। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের জন্য এ বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক রয়েছে। শিক্ষক সংস্করণে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু, প্রতিটি অধ্যায়ের জন্য অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিখনফল, পাঠ বিভাজন, পিরিয়ড সংখ্যা, শিক্ষা উপকরণ, প্রতিটি পাঠের বিষয়বস্তু, শিখন-শেখানো কার্যাবলি, ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের নির্দেশনা , নিরাময়মূলক ব্যবস্থা ,পরিকল্পিত কাজ, মূল্যায়নের নমুনা প্রশ্ন ইত্যাদি শিক্ষক সংস্করণে উপস্থাপন করা হয়েছে। শিক্ষক সংস্করণের শুরুতে রয়েছে শিক্ষকের জন্য সাধারণ নির্দেশনা। এই নির্দেশনা অনুসরণ করে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। প্রত্যেক শিক্ষকেরই নিজস্ব শিক্ষণ পদ্ধতি ও পাঠ উপস্থাপনের কৌশল রয়েছে। শিক্ষক তাঁর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে শিক্ষক সংস্করণে বর্ণিত নির্দেশনার সমন্বয় সাধন করে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন– এমনটাই প্রত্যাশা করছি।

উল্লেখ্য, 'শিক্ষক সংস্করণ'সমূহ শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপযোগী হয়েছে কি না তা যাচাই করার জন্য ২০১৩ শিক্ষাবর্ষে দেশের সাতটি বিভাগের মোট ৩২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ট্রাই আউট করা হয়।ট্রাই আউট থেকে প্রাপ্ত ফলাফল বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক ক্রিটিক্যাল রিভিউ এর ভিত্তিতে শিক্ষক সংস্করণসমূহ পরিমার্জন করা হয়। সমগ্র কার্যক্রমটি বেশ জটিল এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞগণের সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইং এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শিক্ষক সংস্করণটি প্রণীত হয়েছে। এটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন ও পরিমার্জন থেকে মুদ্রণ পর্যন্ত যাঁরা মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। যাঁদের জন্য এটি প্রণীত ও প্রকাশিত হলো, অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ শ্রেণিকক্ষে এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করলে দেশের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে এবং আমাদের এই উদ্যোগ ও প্রয়াস সফল হবে। এর ফলে দেশের প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার গুণগত মানও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। শিখন শেখানো কার্যক্রমের এই মহৎ আয়োজন বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা

পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে পরিচিতি

- বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকটি পড়ানোর আগে বইটির iv-v পৃষ্ঠা থেকে ভূমিকা অংশটি পড়ে নিন।
- পাঠ্যপুস্তকের অধ্যায়গুলো সম্পর্কে ভূমিকা অংশে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে অধ্যায়ের ভেতরের বিষয়বস্তুগুলো পাশাপাশি দুইপৃষ্ঠাজুড়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং প্রতিটি দুইপৃষ্ঠার বিষয়বস্তু পড়াতে দুইটি পাঠ/ দিন প্রয়োজন হবে।
- প্রথম দিনের পাঠে বইয়ের বাম পৃষ্ঠার বিষয়বস্তু এবং ডান পৃষ্ঠার 'এসো বলি' অংশের কাজটি আলোচনা করা হবে। দ্বিতীয় দিনের পাঠে 'এসো লিখি', 'আরও কিছু করি' এবং 'যাচাই করি' অংশের কাজ করানো হবে।

পাঠ শুরুর পূর্বে

- যে বিষয়বস্তুটি শ্রেণিতে পড়াতে যাচ্ছেন, শিক্ষক সংস্করণ থেকে সেই বিষয়বস্তুটি ভালো করে পড়ুন। প্রতিটি বিষয়বস্তুর জন্য নির্দিষ্ট শিখনফলগুলো নোট করে দিন।
- বিষয়বস্তুটি পড়াতে অতিরিক্ত যেসব উপকরণ প্রয়োজন হবে বলে মনে হবে যেমন মানচিত্র, সেগুলো হাতের কাছে গুছিয়ে রাখুন।
- প্রতিটি অংশের কাজের জন্য শিক্ষক সংস্করণে যে সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে, সেদিকে লক্ষ রাখুন।
- পাঠ্যপুস্তকের বাম পৃষ্ঠায় আলোচিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে নিজে খুব ভালো করে বুঝে নিন।
- শ্রেণিতে কোন কাজ কীভাবে করাবেন, তা ঠিক করে নিন। জোড়ায় বা দলে কাজ থাকলে শিক্ষার্থীদের কীভাবে জোড়ায় বা দলে ভাগ করে দেবেন, তাও ভেবে রাখুন।
- পাঠ্যপুস্তকের vi পৃষ্ঠা থেকে দক্ষতা ম্যাট্রিক্স অংশটি ভালো করে দেখুন। শিক্ষার্থীদের কোন দক্ষতাগুলোর উন্নয়ন করবেন, তা ঠিক করুন।
- ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ থাকলে যে বিষয়বস্তুটি পড়াবেন, তার ওপর আরও তথ্য সংগ্রহ করুন।

পাঠ পড়ানোর সময়

- কোনো বিষয়বস্তু পড়ানোর সময় পুনরায় শিক্ষক সংস্করণ দেখার প্রয়োজন নেই। কারণ, পাঠ্যপুস্তকে বিষয়গুলো বিস্তারিত আলোচনা করা আছে।
- সকল শিক্ষার্থী নিজেদের পাঠ্যবইয়ে নির্দিষ্ট পৃষ্ঠার নির্দিষ্ট অংশই পড়ছে নিশ্চিত করুন।
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে পাঠের সকল কাজের সঙ্গে যুক্ত করুন। পাঠ পড়া এবং নির্দিষ্ট কাজগুলো থেকে কোনো শিক্ষার্থী যেন বাদ না পড়ে, সেদিকে লক্ষ রাখুন।
- শিক্ষার্থীদের দক্ষতার ধারাবাহিক মূল্যায়নে সহায়ক ভূমিকা রাখার জন্য পাঠ্যপুস্তকের কাজগুলোতে অন্য শিক্ষাক্রম যেমন গণিত, নকশা ও অংকন, বিভিন্ন সহযোগিতামূলক কাজ রাখা হয়েছে।

- প্রতিটি বিষয়বস্তুর শেষে 'যাচাই করি' অংশটি বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা কী বুঝেছে, তার সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য রাখা হয়েছে।
- নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুটি সম্পর্কে নিজস্ব মূল্যায়ন বা আরও কিছু তথ্য দেওয়ার মাধ্যমে বিষয়বস্তুর পাঠ শেষ করুন।

পাঠশেষে

- শ্রেণিতে যা কিছু পড়াতে ও করাতে চেয়েছেন, তার সবটুকু করাতে পেরেছেন কি না, তা যাচাই করুন। যদি কোনো কিছু করানো না হয়, তাহলে পরবর্তী দিনের জন্য বিষয়টি নোট করে রাখুন।
- শিখনফল ও দক্ষতা ম্যাট্রিক্স অংশগুলো আবারও দেখুন। প্রত্যাশিত দক্ষতাগুলোর চর্চা ও উন্নয়ন করিয়েছেন কি না, তা যাচাই করুন।
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জনগুলো বিবেচনা করুন।কোনো শিক্ষার্থী কোনো কিছু খুব ভালো পেরেছে অথবা কোনো শিক্ষার্থী কোনো কিছু ঠিকমতো পারেনি– এমন ঘটনার পেছনের কারণগুলো অনুসন্ধান করুন।
- পরবর্তী সময়ে কী করে আরও ভালো করে পাঠ পরিচালনা করা যায়, তার পরিকল্পনা করুন।

পাঠ পড়ানোর ক্ষেত্রে বিভাজন করে দেওয়া হয়নি। শিক্ষক নিজের সুবিধামতো সময় বিভাজন করে নেবেন।

সূচিপত্র

১	প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ	১
২	মিলেমিশে থাকা	২১
৩	আমাদের অধিকার ও দায়িত্ব	৩৫
৪	সমাজের বিভিন্ন পেশা	৪৯
৫	মানুষের গুণ	৬২
৬	সামাজিক পরিবেশের উন্নয়ন	৭১
৭	পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ ও সংরক্ষণ	৮৪
৮	মহাদেশ ও মহাসাগর	৯৮
৯	আমাদের বাংলাদেশ	১১৩
১০	আমাদের জাতির পিতা	১৩০
১১	আমাদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি	১৪০
১২	বাংলাদেশের জনসংখ্যা	১৫৩

অধ্যায় ১

প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ

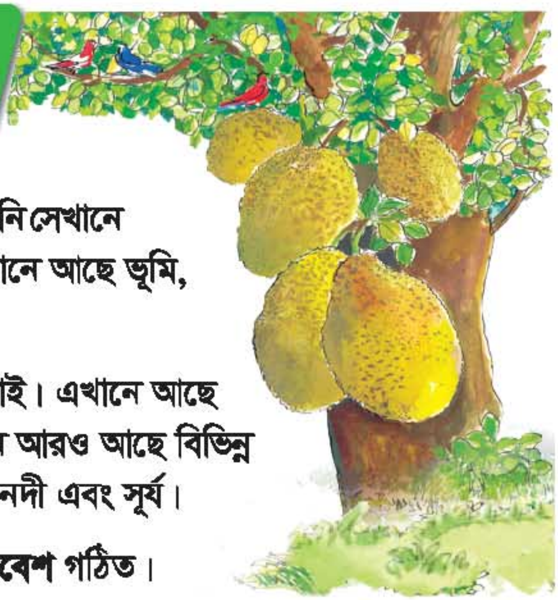

১ প্রাকৃতিক পরিবেশ

যে জায়গায় মানুষ এখনো বসবাস শুরু করে নি সেখানে চারিদিকে প্রকৃতি ছাড়া আর কিছু নেই। সেখানে আছে ভূমি, পানি, গাছপালা ও পশু-পাখি।

আমরা আমাদের চারপাশে প্রকৃতি দেখতে পাই। এখানে আছে নানা ধরনের গাছ, ফুল, লতা-পাতা। এখানে আরও আছে বিভিন্ন ধরনের প্রাণী, পাখি, মাছ। আছে মেঘ, বৃষ্টি, নদী এবং সূর্য।

এই সবকিছু নিয়েই আমাদের **প্রাকৃতিক পরিবেশ** গঠিত।

প্রাকৃতিক পরিবেশ

ক | এসো বলি

শ্রেণিকক্ষের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাও। প্রাকৃতিক পরিবেশের কী কী দেখা যাচ্ছে? সবাই মিলে একটি তালিকা তৈরি করি। (শিক্ষার্থীরা বলবে শিক্ষক বোর্ডে লিখবেন।)

খ | এসো লিখি

নিচের ছকে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদানগুলোর নাম লেখ, কাজটি জোড়ায় কর।

গাছ	প্রাণী	বাতাস ও পানি

গ | আরও কিছু করি

প্রাকৃতিক পরিবেশের একটি ছবি আঁক। গাছ বা যেকোনো প্রাণীর ছবি আঁকতে পার।

ঘ | যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১. প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান কোনটি?

ক) বাড়ি খ) গাছ গ) রাস্তা ঘ) সেতু

২. পাখি একটি

ক) উদ্ভিদ খ) প্রাণী গ) বাতাস ঘ) পানি

অধ্যায় ১: প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা :

১.১। সমাজ ও পরিবেশ সম্পর্কে জানবে।
১.২। সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান এবং এদের কাজ এবং গুরুত্ব সম্পর্কে জানবে।

শিখনফল :

১.১.১। সমাজ কী বলতে পারবে।
১.১.২। পরিবেশ কী বলতে পারবে।
১.২.১। সামাজিক পরিবেশ কাকে বলে বলতে পারবে।
১.২.২। প্রাকৃতিক পরিবেশ কাকে বলে বলতে পারবে।
১.২.৩। পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান শনাক্ত করতে পারবে।
১.২.৪। সামাজিক পরিবেশের উপাদানগুলোর গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : এ অধ্যায়কে ৮টি পাঠে বিভাজিত করা হয়েছে।

পাঠ ১ : প্রাকৃতিক পরিবেশ

পৃষ্ঠা ২-৩

শিখনফল :

১.১.২। পরিবেশ কী বলতে পারবে।
১.২.২। প্রাকৃতিক পরিবেশ কাকে বলে বলতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

পৃষ্ঠা ২-৩
বিভিন্ন এলাকার / অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশের ছবি

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- ১ম ও ২য় শ্রেণিতে শেখা বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠের বিভিন্ন মূল শব্দ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করে এই বছরের জন্য বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়টির শিখন শুরু করুন। তাদের প্রশ্ন করতে পারেন, 'পরিবেশ'-এর অর্থ কী?, 'প্রাকৃতিক পরিবেশ'-এর অর্থ কী? ইত্যাদি। এই কাজটি আপনাকে শিক্ষার্থীদের বোধগম্যতার স্তর / মাত্রা বুঝতে সাহায্য করবে।

- এরপর শিক্ষার্থীদের ভেবে বর্ণনা করতে বলুন, মানুষ বসবাসের আগে তাদের নিজ এলাকাটি কেমন ছিল।

পরিবেশের কোন উপাদানগুলো এখন বিলুপ্ত হয়ে গেছে বা পরিবেশ থেকে কোন উপাদানগুলো হারিয়ে গেছে? শিক্ষার্থীরা তাদের কল্পনা ও পর্যবেক্ষণ দক্ষতার সাহায্যে উত্তর দেবে। শিক্ষার্থীদের এই বিষয়ে চিন্তা করতে ও কথা বলতে উৎসাহিত করুন। এই কাজটি শিক্ষার্থীদের পৃথিবীতে মানুষ বসবাসের আগে এর প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা উন্নয়নে সাহায্য করবে।

- এখন শ্রেণিতে পাঠ্যবইয়ের ২ নং পৃষ্ঠা পড়ুন। শিক্ষার্থীদের ছবি দেখে প্রাকৃতিক পরিবেশের উদাহরণসমূহ তালিকা করতে বলুন। শিক্ষার্থীরা কতগুলো উদাহরণ দিতে পারছে তার দিকে লক্ষ রাখবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।

ক| এসো বলি

৩ নং পৃষ্ঠার ‘এসো বলি’ অংশের কাজটি শিক্ষার্থীদের করান। শ্রেণিকক্ষে যদি জানালা থাকে তবে শিক্ষার্থী-দের বাইরে তাকিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে বলুন ও প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানগুলোর নাম বলতে বলুন। শিক্ষার্থীদের বলা বিভিন্ন উপাদানের নাম ব্ল্যাকবোর্ডে লিখুন। খেয়াল রাখবেন যেন সব শিক্ষার্থী অংশগ্রহনের সুযোগ পায়। শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন অনুসারে সঠিক উত্তর দিতে সহযোগিতা করবেন। উপাদানগুলোর নাম শিক্ষার্থীরা বোর্ডে দেখতে পাবে এবং এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বানান শিখতে পারবে।

মূল্যায়ন :

এই পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পরিবেশ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান যাচাই করবেন ও প্রাথমিক ধারণা দেবেন। 'এসো বলি' র কাজটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রাকৃতিক পরিবেশের ধারণা পরিষ্কার হবে। তারা ভুল উত্তর দিলে শিক্ষক শুধরে দেবেন ও সঠিক উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।

পাঠ ২ : প্রাকৃতিক পরিবেশ

পৃষ্ঠা ২-৩

শিখনফল :

১.২.২। প্রাকৃতিক পরিবেশ কাকে বলে বলতে পারবে।
১.২.৩। পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান শনাক্ত করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

পৃষ্ঠা ২-৩
বিভিন্ন এলাকার / অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশের ছবি

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- আগের পাঠে শেখা বিষয়গুলো পুনরালোচনা করুন। কিছু শিক্ষার্থীকে প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের নাম বলতে বলুন।

খ| এসো লিখি

ব্ল্যাকবোর্ডে গাছ, প্রাণী, বাতাস ও পানি এই তিনটি শিরোনাম লিখুন ও শিক্ষার্থীদের নিজেদের খাতায় তা লিখতে বলুন। প্রতিটি শিরোনামের সাথে সম্পর্কিত একটি করে শব্দ জিজ্ঞাসা করুন, যেমন– ভুট্টা, কুকুর, ষাঁড়, মেঘ, ঝড়। এখন শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ খাতায় তালিকা তৈরি করতে বলুন। কাজটি করার সময় শিক্ষার্থীদের দিকে খেয়াল রাখবেন যেন দুজনেই আলোচনায় সমান অংশগ্রহণ করে। সবার কাছে গিয়ে দেখবেন শিক্ষার্থীরা সঠিক তালিকা তৈরি করতে পারছে কি না, না পারলে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবেন। "এসো লিখি" অংশটি চর্চা করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকরণ সম্পর্কে ধারণা পাবে, যা বাংলাদেশ বিশ্বপরিচয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

গ| আরও কিছু করি

কাজটি পরিচালনার জন্যে পাঠ ১ এর প্রাকৃতিক পরিবেশ নিয়ে আলোচনাটি সবাইকে মনে করিয়ে দিন যে, মানুষ বসবাসের আগে তাদের নিজ এলাকাটি কেমন ছিল। সবাইকে কল্পনা থেকে ওই এলাকার একটি ছবি আঁকতে বলুন। ছবি দেখে তাদের বিষয়ভিত্তিক বোধগম্যতা সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন। শিক্ষার্থীদের যেকোনো ধরনের পরিবেশনকে প্রশংসা করুন; কারণ তারা এর মধ্য দিয়েই এগিয়ে যাবে। "আরও কিছু করি" অংশে শিক্ষার্থীদের কল্পনাশক্তি ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। যেসব শিক্ষার্থী লিখে প্রকাশ করার চেয়ে অংকনের মাধ্যমে প্রকাশ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে, তারা এই কাজের মাধ্যমে নিজেদের প্রকাশ করতে পারবে। এ ছাড়া, এই কাজটি দিয়ে শিক্ষার্থীদের বলা ও লেখা ছাড়াও অন্য আরেকটি মাধ্যমের চর্চা হবে।

ঘ| যাচাই করি

'যাচাই করি' অংশটিতে কিছু সহজ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন আছে, যা শিক্ষার্থীদের এই বিষয়ের ওপর গাঠনিক মূল্যায়ন করতে সাহায্য করবে।

মূল্যায়ন :

শিক্ষার্থীদের মনে করিয়ে দিন যে প্রাকৃতিক পরিবেশ আমাদের অমূল্য সম্পদ। প্রাকৃতিক সম্পদ হারিয়ে গেলে আমরা তা আর ফিরে পাব না। শ্রেণিকরণ, কল্পনা থেকে ছবি এঁকে ও যাচাই করে সঠিক উত্তর চিহ্নিত করে শিক্ষার্থীরা পরিবেশ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করবে। শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়ে সঠিক উত্তর দিতে সহায়তা করবেন। পাঠ্যবইয়ের ৭৪ নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নে প্রাকৃতিক পরিবেশ নিয়ে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন দেওয়া আছে। বর্ণনামূলক প্রশ্নে শিক্ষার্থীরা কীভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ করবে তার উত্তর দেবে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন। যেমন-

- প্রাকৃতিক পরিবেশের কয়েকটি উদাহরণ দাও।
- প্রাকৃতিক পরিবেশ কোথায় বেশি দেখা যায়?

২ সমাজ ও সামাজিক পরিবেশ

আমরা একা বসবাস করতে পারি না। বিভিন্ন প্রয়োজন মেটানোর জন্য আমরা মিলেমিশে বসবাস করি। একে অন্যকে সাহায্য করি। একসাথে কাজ করি। মানুষ এবং তাদের কাজ নিয়েই আমাদের **সমাজ**।

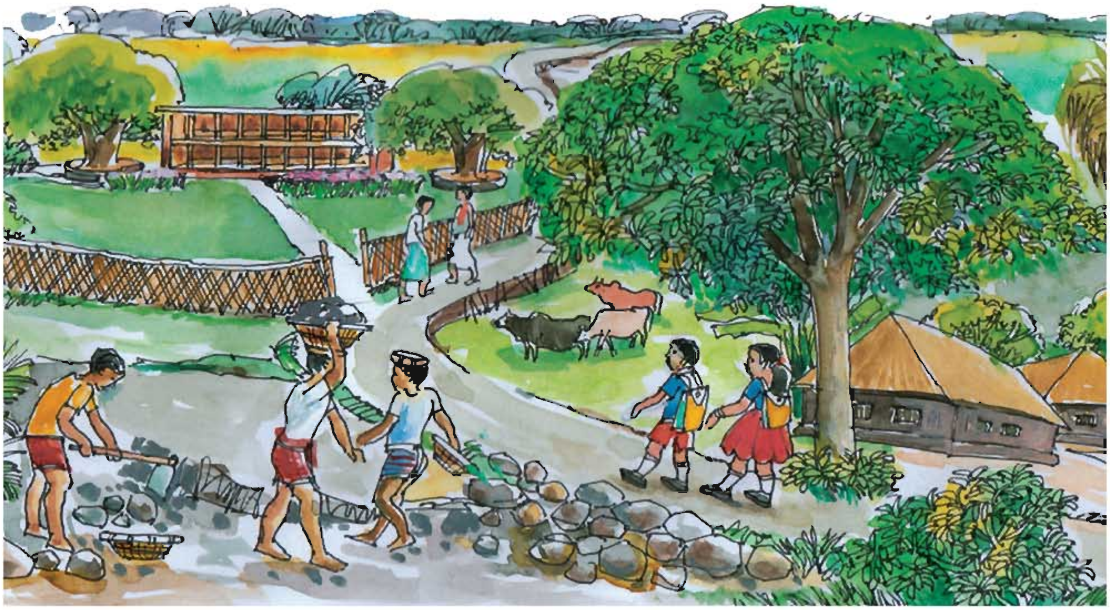

সামাজিক পরিবেশ

মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে অনেক কিছু তৈরি করে। যেমন, বাড়ি, দোকান, বিদ্যালয়, রাস্তা, খেলার মাঠ ইত্যাদি। এ সবকিছুই মানুষের সৃষ্টি। মানুষ এবং অন্যান্য সৃষ্টি নিয়েই আমাদের এই **সামাজিক পরিবেশ**।

তোমরা উপরের ছবিতে সামাজিক পরিবেশের কিছু উদাহরণ লক্ষ কর।

ক | এসো বলি

শ্রেণিকক্ষের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাও। সামাজিক পরিবেশে মানুষ সৃষ্ট কী কী জিনিস দেখা যাচ্ছে? সবাই মিলে একটি তালিকা তৈরি করি। (শিক্ষার্থীরা বলবে শিক্ষক বোর্ডে লিখবেন।)

খ | এসো লিখি

নিচের তিনটি শিরোনামে সামাজিক পরিবেশের কিছু উদাহরণ দাও, কাজটি জোড়ায় কর।

ভবন	যাতায়াত	কাজ

গ | আরও কিছু করি

পাশের পৃষ্ঠায় সামাজিক পরিবেশের ছবিটি দেখ এবং কে কী করছে তা লেখ।

শিশুরা..।

তিনজন লোক..।

দুইজন লোক...।

ঘ | যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দাও।

সামাজিক পরিবেশের উপাদান কোনটি?

ক) পাখি খ) পশু গ) বিদ্যালয় ঘ) নদী

পাঠ ৩ : সামাজিক পরিবেশ

পৃষ্ঠা ৪-৫

শিখনফল :

১.১.১। সমাজ কী বলতে পারবে।
১.২.১। সামাজিক পরিবেশ কাকে বলে বলতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

পৃষ্ঠা ২-৩
বিভিন্ন এলাকার / অঞ্চলের সামাজিক পরিবেশের অন্যান্য ছবি

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- প্রাকৃতিক পরিবেশের ধারণাটি পুনরালোচনা করুন। শ্রেণিতে ব্যাখ্যা করুন যে, পরবর্তী দুইটি পাঠ মানুষ এবং মানুষ তার পরিবেশে যা কিছু তৈরি করেছে সে সম্পর্কিত। শিক্ষার্থীদের 'সামাজিক পরিবেশ' - এর ধারণা দিন।

- 'সমাজ' এর ধারণা ব্যাখ্যা করুন। 'সমাজ' কাকে বলে, কীভাবে গঠিত হয়ে, সমাজে মানুষ কী কী করে, পরিবার, বিভিন্ন ধরনের কাজ, উৎসব ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করবেন। আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করা যাবে ও বোধগম্যতার স্তর বুঝতে পারবেন। শ্রেণিতে ৪ পৃষ্ঠার প্রথম অনুচ্ছেদটি পড়ুন।

- 'সামাজিক পরিবেশ মানুষের তৈরি' - এটি দ্বারা কী বোঝায় তা ব্যাখ্যা করুনঃ মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে প্রকৃতিতে যা যা তৈরি করেছে বা পরিবর্তন করেছে,তাই নিয়েই সামাজিক পরিবেশ গঠিত। শ্রেণিতে ৪ নং পৃষ্ঠার ২য় অনুচ্ছেদটি পড়ুন। পৃষ্ঠা ৪ নং এর ছবি দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের সামাজিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের নাম জিজ্ঞেস করুন; সামাজিক পরিবেশের উপাদানগুলো হলো বাড়ি, দালান, রাস্তা, বেড়া ইত্যাদি তবে গাছ বা পাথর এর মধ্যে পড়বে না। এই কাজটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা কতটুকু পরিষ্কার হয়েছে তা বোঝা যাবে। যে শিক্ষার্থীরা এখনো বুঝতে পারেনি তারা ভুল উত্তর দেবে এবং তাদের নানা ধরনের প্রশ্ন ও উত্তর দিয়ে বিষয়টি বুঝতে সহায়তা করবেন।

ক| এসো বলি

৫ নং পৃষ্ঠার 'এসো বলি' কাজটি করান। শ্রেণিকক্ষে যদি জানালা থাকে তবে শিক্ষার্থীদের বাইরে তাকিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে বলুন ও মানুষের তৈরি করা বিভিন্ন সামাজিক উপাদানগুলোর নাম বলতে বলুন। শিক্ষার্থীদের বলা বিভিন্ন উপাদানের নাম ব্ল্যাকবোর্ডে লিখুন। খেয়াল রাখবেন যেন সকল শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায়। শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন অনুসারে সঠিক উত্তর দিতে সহযোগিতা করবেন। উপাদানগুলোর নাম শিক্ষার্থীরা বোর্ডে দেখতে পাবে এবং এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বানান শিখতে পারবে।

মূল্যায়ন :

সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে পড়ে ও লিখে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে, শিক্ষক তা সংক্ষেপে বলবেন। 'এসো বলি' র মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সামাজিক পরিবেশ ও সামাজিক পরিবেশের উপাদান সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার হবে। তারা ভল উত্তর দিলে শিক্ষক শুধরে দেবেন ও সঠিক উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।

পাঠ ৪ : সামাজিক পরিবেশ

পৃষ্ঠা ৪-৫

শিখনফল :

১.২.৩। পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান শনাক্ত করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

পৃষ্ঠা ৪-৫
বিভিন্ন এলাকার / অঞ্চলের সামাজিক পরিবেশের ছবি

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- আগের পাঠে শেখা বিষয়গুলো পুনরালোচনা করুন। কিছু শিক্ষার্থীকে সামাজিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের নাম বলতে বলুন।

খ| এসো লিখি

ব্ল্যাকবোর্ডে ভবন, যানবাহন, কাজ এই তিনটি শিরোনাম লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের খাতায় শিরোনাম তিনটি লিখতে বলুন। প্রতিটি শিরোনামের সাথে সম্পর্কিত একটি করে শব্দ জিজ্ঞাসা করুন, যেমন– বিদ্যালয়, বাড়ি, রিকশা, সাইকেল, মাটি খনন করা, জমি চাষ করা। এখন শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ খাতায় তালিকা তৈরি করতে বলুন। কাজটি করার সময় শিক্ষার্থীদের দিকে খেয়াল রাখবেন যেন দুজনেই আলোচনায় সমান অংশগ্রহণ করে। সবার কাছে গিয়ে দেখবেন শিক্ষার্থীরা সঠিক তালিকা তৈরি করতে পারছে কি না, না পারলে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবেন। "এসো লিখি" অংশটি চর্চা করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকরণ সম্পর্কে ধারণা পাবে, যা বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

গ| আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' অংশে বাক্যের প্রথম অংশ দেওয়া আছে, ছবি দেখে শিক্ষার্থীরা সম্পূর্ণ বাক্যটি লিখবে। যেমন প্রথম অংশে দেওয়া আছে 'শিশুরা', দ্বিতীয় অংশে শিক্ষার্থীরা লিখবে 'বিদ্যালয়ে যাচ্ছে।' আবার তিনজন লোক ও দুইজন কী করছে সেটাও শিক্ষার্থীরা পূরণ করবে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ছবি দেখে সমাজের বিভিন্ন উপাদান চিহ্নিত করবে।এই কাজটি করানোর সময় শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ–দক্ষতা যাচাই করতে পারবেন।

ঘ | যাচাই করি

'যাচাই করি' অংশটিতে সহজ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন আছে, যা শিক্ষার্থীদের এই বিষয়ের ওপর গাঠনিক মূল্যায়ন করতে সাহায্য করবে।

মূল্যায়ন :

শিক্ষার্থীরা 'এসো লিখি', 'আরও কিছু করি' ও 'যাচাই করি' র মাধ্যমে সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে যা শিখেছে শিক্ষক তার সারসংক্ষেপ করবেন। পাঠ্যবইয়ের ৭৪ নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নে সমাজ নিয়ে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন দেওয়া আছে। শিক্ষার্থীরা উত্তর দেবে সমাজ' বলতে কী বোঝায়। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নের পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন। যেমন-

- সামাজিক পরিবেশ কোথায় বেশি দেখা যায়?
- সামাজিক পরিবেশের উপাদান কী কী?

৩ সামাজিক পরিবেশের গুরুত্ব

সামাজিক পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো **বাড়ি** ও **বিদ্যালয়**।

আমাদের প্রতিবেশী

আমাদের বাড়ি আমাদের সবচেয়ে বেশি পরিচিত। বাড়িতে আমরা বসবাস করি। বাড়ির আঙ্গিনায় আমরা খেলাধুলা করি। বাড়ির চারপাশের সবাই আমাদের প্রতিবেশী।

বিদ্যালয় আমাদের অনেক প্রিয়। বিদ্যালয়ে আমরা পড়ালেখা করি। খেলাধুলা করি। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ও উৎসবে অংশগ্রহণ করি।

সামাজিক পরিবেশ গঠনে বিদ্যালয়ের ভূমিকা

ক | এসো বলি

পাশের বন্ধুর কাছ থেকে সমাজ সম্পর্কে জেনে নিই

- তোমার পরিবারে কতজন সদস্য ?

সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে আরও জানি

- তুমি বিদ্যালয়ে কীভাবে আস ?

খ | এসো লিখি

সঠিক কলামে নিচের শব্দগুলো লেখ।

পাখি বিদ্যালয় পশু নদী বাড়ি রাস্তা গাছ সেতু

প্রাকৃতিক পরিবেশ	সামাজিক পরিবেশ

গ | আরও কিছু করি

একজন বন্ধুকে সাথে নিয়ে তোমার বিদ্যালয় সম্পর্কে কিছু তথ্য খুঁজে বের কর।

শিক্ষার্থী সংখ্যা ---------। শ্রেণি সংখ্যা ----------। শিক্ষক সংখ্যা --------।

ঘ | যাচাই করি

উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

১. বিদ্যালয়.........................পরিবেশের উপাদান।

২. আমরা সব সময়............................ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখব।

পাঠ ৫ : বাড়ি ও বিদ্যালয়
পৃষ্ঠা ৬-৭

শিখনফল :
১.২.৪। সামাজিক পরিবেশের উপাদানগুলোর গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :
পৃষ্ঠা ৬-৭
স্থানীয় ঘরবাড়ি ও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছবি

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- সামাজিক পরিবেশ কী তা পুনরালোচনা করুন: মানুষ যা কিছু তৈরি করেছে এবং মানুষ যা করে তাই নিয়েই সামাজিক পরিবেশ। স্থানীয় সামাজিক পরিবেশের মধ্যে বাড়ি ও বিদ্যালয় হলো শিক্ষার্থীদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক উপাদান। শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন তারা কী ধরনের বাড়িতে থাকে। তাদের প্রতিবেশী কারা? শিক্ষার্থীরা কী উত্তর দিচ্ছে লক্ষ রাখবেন, তাদের উত্তরগুলো বোধগম্যতার স্তর বুঝতে সাহায্য করবে। কোনো কোনো শিক্ষার্থী সঠিক উত্তর দিতে না পারলে সহায়তা করুন।

- শ্রেণিতে ৬ নং পৃষ্ঠা পড়ুন। বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় এ রকম কিছু উৎসব ও অনুষ্ঠানের নাম শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন। এই কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা উৎসব ও অনুষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য বা শ্রেণিকরণ করতে শিখবে। যেমন- বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বিজ্ঞান মেলা অনুষ্ঠান আবার বা বৈশাখী মেলা বা বিজয় দিবস উদযাপন উৎসব।

ক| এসো বলি

'এসো বলি' অংশের কাজটি শিক্ষার্থীদের করান, এর মাধ্যমে সমাজ, প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং সামাজিক পরিবেশের মানে শিক্ষার্থীদের পুনরায় জানা হবে। দলীয় কাজের জন্য শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করুন। তারা পালাক্রমে একে অন্যকে প্রশ্ন দুইটি জিজ্ঞাসা করবে। এই কাজটি করানোর পর যদি আরও সময় হাতে থাকে; তবে সমাজ, প্রাকৃতিক পরিবেশ, সামাজিক পরিবেশ লিখে তিনটি কার্ড তৈরি করুন। আপনি একটি কার্ড তুলুন এবং শিক্ষার্থীদের একে অপরকে কার্ডে লেখা বিষয়ের অধীনে প্রশ্ন করতে বলুন। এরপর আপনি আরেকটি কার্ড তুলুন এবং শিক্ষার্থীদের একে অপরকে ঐ কার্ডে লেখা বিষয়ের অধীনে প্রশ্ন করতে বলুন। যেমন- 'প্রাকৃতিক পরিবেশ' লেখা কার্ডটি দেখলে শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন করতে পারে 'প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান কী?' অন্য শিক্ষার্থীরা এই প্রশ্নের উত্তর দেবে। আবার 'সমাজ' লেখা কার্ডটি দেখে প্রশ্ন করতে পারে 'সমাজ কাকে বলে?' এবং একই ভাবে শিক্ষার্থীরাই নিজেদের মধ্যে উত্তর দেবে। এই খেলার সাহায্যে একটি নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর ওপর শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করার ও উত্তর দেওয়ার দক্ষতা পর্যবেক্ষণ ও যাচাই করবেন।

মূল্যায়ন :

সামাজিক পরিবেশে বাড়ি ও বিদ্যালয়ের অবদান সম্পর্কে পড়ে ও বলে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে, শিক্ষক তা সংক্ষেপে বলবেন। 'এসো বলি'র কাজটি শিক্ষার্থীদের সমাজ ও সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা দেবে। এই কাজটির সময় লক্ষ করবেন সব শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করছে কি না।

পাঠ ৬ : বাড়ি ও বিদ্যালয়

পৃষ্ঠা ৬-৭

শিখনফল :

১.২.৪। সামাজিক পরিবেশের উপাদানগুলোর গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

পৃষ্ঠা ৬-৭
স্থানীয় ঘরবাড়ি ও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছবি

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- আগের পাঠের শেখা বিষয়গুলো শিক্ষার্থীদের সাহায্যে পুনরালোচনা করুন। বিশেষভাবে পুনরালোচনা করুন সমাজ কী, প্রাকৃতিক পরিবেশ কী এবং সামাজিক পরিবেশ কী।

খ| এসো লিখি

'এসো লিখি' অংশে নির্দেশিত প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সামাজিক পরিবেশ শিরোনাম দুইটি শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখতে বলুন। শিক্ষার্থীরা উল্লিখিত বিভিন্ন উপাদানের নাম সঠিক কলামে লিখবে। সময় থাকলে শিক্ষার্থীদের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সামাজিক পরিবেশের আরও বিভিন্ন উপাদানের নাম লিখতে বলুন । এই কাজটির সাহায্যে শিক্ষার্থীদের বিশ্লেষণী দক্ষতা পর্যবেক্ষণ করবেন।

গ| আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' অংশটির জন্য শিক্ষার্থীরা কোথা থেকে তথ্য সংগ্রহ করবে তার নির্দেশনা দিন। শিক্ষার্থীরা কোথায় যাবে এবং কীভাবে তথ্য খুঁজে পাবে, তার ব্যবস্থা করে দিন। যেমনঃ আপনি তথ্যগুলো বলে না দিয়ে শিক্ষার্থীদের অফিস থেকে সংগ্রহ করতে বলুন। চাইলে শিক্ষার্থীরা আরও বিভিন্ন তথ্য খুঁজে বের করতে পারে। যেমন– বিদ্যালয়ের অন্যান্য শ্রেণির দৈর্ঘ্য, প্রস্থের পরিমাপ ইত্যাদি । শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধিৎসু মনকে উৎসাহিত করবেন ও তাদের তথ্য সংগ্রহের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন।

ঘ| যাচাই করি

'যাচাই করি' অংশটিতে কিছু সহজ শূন্যস্থান পূরণের কাজ আছে, যা শিক্ষার্থীদের এই বিষয়ের ওপর

গাঠনিক মূল্যায়ন করতে সাহায্য করবে।

মূল্যায়ন :

সামাজিক পরিবেশে বাড়ি ও বিদ্যলয়ের অবদান সম্পর্কে লিখে ও অনুসন্ধান করে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে, শিক্ষক তা সংক্ষেপে বলবেন। 'এসো লিখি' ও 'আরও কিছু করি'র কাজগুলো শিক্ষার্থীর বিশ্লেষণ-দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে এবং তাদের বোধগম্যতার স্তর বুঝতে সাহায্য করবে। পাঠ্যবইয়ের ৭৪ নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নে সামাজিক পরিবেশ নিয়ে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন দেওয়া আছে। বর্ণনামূলক প্রশ্নে শিক্ষার্থীরা সামাজিক পরিবেশে বিদ্যালয়ের গুরুত্ব বলবে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন। যেমন-

- সামাজিক পরিবেশ কেন গুরুত্বপূর্ণ?
- সামাজিক পরিবেশের উদাহরণ দাও?

৪ যানবাহন

যানবাহন সামাজিক পরিবেশের আরও একটি উপাদান। রাস্তা ও যানবাহন আমাদের অনেক উপকারে আসে।রাস্তা দিয়ে আমরা বিদ্যালয়ে যাই। হাট-বাজারে যাই। বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে যাই। দূরে যাওয়ার জন্য আমরা বাস, ট্রেন, স্টিমার ও উড়োজাহাজ ব্যবহার করি।

যাতায়াত ব্যবস্থা

ক| এসো বলি

তোমার এলাকায় কী ধরনের যানবাহন দেখা যায়?
শিক্ষকের সহায়তায় সবাই মিলে একটি তালিকা তৈরি করি। (শিক্ষার্থীরা বলবে শিক্ষক বোর্ডে লিখবেন।)

খ| এসো লিখি

নিচের তিনটি শিরোনামে যানবাহনের তালিকা তৈরি কর। কাজটি জোড়ায় কর।

স্থলপথ	জলপথ	আকাশপথ

গ| আরও কিছু করি

তোমার এলাকায় যাতায়াতের জন্য তুমি কোন ধরনের যানবাহন পছন্দ কর?
ছবি এঁকে দেখাও।

ঘ| যাচাই করি

বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর।

ক) আমরা অনেক	অনেক কিছু তৈরি করেছে।
খ) আমাদের চারপাশের সবকিছুকে নিয়ে	সামাজিক পরিবেশের উপাদান।
গ) মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে	আমাদের পরিবেশ।
ঘ) বাড়ি, রাস্তা, যানবাহন	উৎসব অনুষ্ঠান পালন করি।

পাঠ ৭ : যানবাহন

পৃষ্ঠা ৮-৯

শিখনফল :

১.২.৪ । সামাজিক পরিবেশের উপাদানগুলোর গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

পৃষ্ঠা ৮-৯
বিভিন্ন যানবাহনের ছবি

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- শিক্ষার্থীদের ৮ নং পৃষ্ঠার ছবিটি দেখতে বলুন। এ ক্ষেত্রে প্রতিটি যানবাহনের ছবি দেখিয়ে নাম বলতে বলুন এবং প্রতিটি যানবাহন সম্পর্কে তারা কী জানে তা জিজ্ঞাসা করুন। দু'টি নমুনা প্রশ্ন হতে পারে এমন, ক) কারা এই ধরনের প্রতিটি যানবাহনে ভ্রমণ করেছে? খ) সামাজিক পরিবেশে কেন মানুষ যানবাহন ব্যবহার করে? এ ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমে বিভিন্ন যানবাহন সম্পর্কিত তাদের পূর্ব ধারণা জেনে নিতে পারবেন।

- শ্রেণিতে ৮ নং পৃষ্ঠা পড়ুন, এখানে সড়ক পরিবহন (স্থলযান) সম্পর্কে আরও তথ্য দেওয়া আছে। এরপর শিক্ষার্থীদের সব ধরনের সড়ক পরিবহনের নাম জিজ্ঞাসা করুন এবং তাদের দেওয়া নামগুলো ব্ল্যাকবোর্ডে লিখতে বলুন। এ ক্ষেত্রে আপনি শিক্ষার্থীদের আরও কিছু যানবাহনের নাম বলে দিয়ে সাহায্য করতে পারেন। এরপর বিভিন্ন ধরনের সড়ক পরিবহন সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা কী জানে তা জিজ্ঞাসা করুন। প্রশ্ন করতে পারেন - কোন যানটি দ্রুত চলে এবং কোনটির গতি ধীর? সড়ক পরিবহনের চালক কারা? ইত্যাদি। এই উত্তরগুলোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিশ্লেষণ ও শ্রেণিকরণ-দক্ষতা প্রকাশ পাবে। লক্ষ রাখবেন যেন শ্রেণিতে সব শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে।

ক| এসো বলি

এই অংশে শিক্ষার্থীরা শুধু স্থানীয় এলাকায় চলাচল করা যানবাহন সম্পর্কে বলবে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের স্থানীয় এলাকায় চলাচল করা বিভিন্ন যানবাহনের নাম বলতে বলুন এবং উত্তরগুলো ব্ল্যাকবোর্ডে লিখুন। খেয়াল রাখবেন যেন সকলেই অংশগ্রহণ করে প্রয়োজনে সহায়তা করবেন। তারা যদি এই বিষয়টি সম্পর্কে আরও অনুসন্ধান করতে চায়, তবে কোথা থেকে তারা তথ্য পাবে তার দিকনির্দেশনা দিতে পারেন।

মূল্যায়ন :

সামাজিক পরিবেশে যানবাহনের অবদান সম্পর্কে বলে ও অনুসন্ধান করে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে, শিক্ষক তা সংক্ষেপে বলবেন। এই পাঠে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধরনের যান, কোথায় কোনটি চলে ও কারা চালায় ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে পারবে ও শ্রেণিকরণ করতে পারবে। 'এসো বলি'র মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের স্থানীয় এলাকায় চলাচল করা যানবাহন সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার হবে। তারা ভুল উত্তর দিলে সঠিক উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।

পাঠ ৮ : যানবাহন

পৃষ্ঠা ৮-৯

শিখনফল :

১.২.৪ । সামাজিক পরিবেশের উপাদানগুলোর গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

পৃষ্ঠা ৮-৯

বিভিন্ন যানবাহনের ছবি

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- সামাজিক পরিবেশে যানবাহনের অবদান সম্পর্কে আগের পাঠে যে আলোচনা হয়েছে তা পুনরালোচনা করুন এবং ৮ নং পৃষ্ঠায় নির্দেশিত প্রত্যেক ধরনের যানবাহন কেন মানুষের দরকার হয়, তা জিজ্ঞাসা করুন।

খ| এসো লিখি

প্রথমে শিক্ষার্থীদের খাতায় এ অংশে নির্দেশিত তিনটি শিরোনাম স্থলপথ, জলপথ ও আকাশপথ লিখতে বলুন। তারপর তাদের জানা সব ধরনের যানবাহনের নাম তিনটি শিরোনামের অধীনে লিখতে বলুন। এই কাজের সময় লক্ষ করবেন যেন সব শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবেন। "এসো লিখি" অংশটি চর্চা করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকরণ সম্পর্কে ধারণা পাবে, যা বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

গ| আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' অংশটি করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা স্থানীয় পরিবহনব্যবস্থার উন্নয়ন পরিকল্পনায় তাদের চিন্তাশক্তিকে কাজে লাগাতে পারবে। তাদের চিন্তায় যাতায়াতের নতুন কোনো ব্যবস্থার পরিকল্পনা থাকতে পারে; যেমন- সাবওয়ে, ফ্লাইওভার, ট্রামওয়ে, হাইওয়ে (মহাসড়ক)। অথবা হতে পারে তাদের কল্পনা করা কোনো নতুন অথবা পরিবর্তিত যানবাহন; যেমন: মোটর লাগানো রিকশা, হেলিকপ্টার বা উড়ন্ত নৌকার মতো কিছু। এই কাজটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে নিজস্ব কল্পনাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে ছবি এঁকে ও লিখে উপস্থাপনা করবে। মূলত শিক্ষার্থীদের উপস্থাপন-দক্ষতার বিকাশ সাধন করাই এই কাজের উদ্দেশ্য। এই কাজটি যারা পড়া ও লেখার থেকে আঁকতে ও চিন্তা করতে বেশি পছন্দ করে তাদের অধিক উৎসাহিত করবেন। শিক্ষার্থীদের এই কাজে স্বাধীনতা প্রদান করবেন যেন তারা নিজের মতো করে কাজটি করতে পারে। শিক্ষার্থীদের যেন সৃজনশীলতা ও চিন্তাশক্তি বিকশিত হয় তা লক্ষ করবেন।

ঘ| যাচাই করি

'যাচাই করি' অংশটিতে আছে কিছু সহজ মিলকরণ, যা শিক্ষার্থীদের এই বিষয়ের ওপর গাঠনিক মূল্যায়ন

করতে সাহায্য করবে।

মূল্যায়ন :

সামাজিক পরিবেশে যানবাহনের অবদান সম্পর্কে লিখে ও ছবি এঁকে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে, শিক্ষক তা সংক্ষেপে বলবেন। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক শিক্ষার্থী প্রতিটি কাজে অংশগ্রহণ করছে কি না লক্ষ রাখবেন। পাঠ্যবইয়ের ৭৪ নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নে যানবাহন ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন দেওয়া আছে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এ ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন। যে পাঠের জন্য বর্ণনামূলক বা সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের নমুনা দেওয়া নেই, সেখানে নিজে এ ধরনের প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করান। যেমন:

- যানবাহন আমাদের কী প্রয়োজনে আসে?
- আমরা জলপথে কী কী ধরনের যানবাহন ব্যবহার করি?

অধ্যায় ২

মিলেমিশে থাকা

১ সকলের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ

পরিবারে আমরা মা, বাবা, ভাই, বোন ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন নিয়ে একসঙ্গে থাকি। আমাদের প্রতিবেশীদের মধ্যে বিভিন্ন ধর্ম, পেশা, বয়স ও জাতিগোষ্ঠীর মানুষ রয়েছেন।

বিভিন্ন বয়সী ও জাতিগোষ্ঠীর মানুষের মিলেমিশে বসবাস

একই শ্রেণিতে আমরা সবাই সমবয়সী হলেও আমরা একে অপরের থেকে আলাদা। কেউ মেয়ে, কেউ ছেলে। আবার কেউ চোখে কম দেখতে পাই, কেউ কম শুনতে পাই। অনেকে যেকোনো পাঠ তাড়াতাড়ি শিখি। আবার কেউ একটু দেরিতে বুঝি। এ ছাড়াও আমাদের সমাজে কিছু বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষ বা শিশু আছে। তাদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার কারণে বিশেষ যত্নের প্রয়োজন হয়। এ জন্য আমাদের দরকার একে অন্যকে সহায়তা করা এবং সবাইকে শ্রদ্ধা করা।

ক| এসো বলি

শ্রেণিতে তোমার এলাকার মানুষের সামাজিক বৈচিত্র্য সম্পর্কে আলোচনা কর।

- সেখানে কোন কোন বয়সের মানুষ আছে?
- কোন কোন পেশার মানুষ বাস করে?
- কোন কোন ধর্মের মানুষ আছে?

খ| এসো লিখি

তোমার শ্রেণিতে যে সহপাঠীর পড়া বুঝতে একটু সময় লাগে, তাকে তুমি কীভাবে সাহায্য করবে লেখ, কাজটি জোড়ায় কর।

....

....

....

গ| আরও কিছু করি

তোমার এলাকায় যাকে সাহায্য করা প্রয়োজন এমন একজনের কথা চিন্তা কর। তাকে কীভাবে সাহায্য করা যায় তা দলে অভিনয় করে দেখাও।

ঘ| যাচাই করি

বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর।

ক) আমাদের সমাজে আমরা নারী, পুরুষ	ছোট ছোট জাতিগোষ্ঠী বাস করে।
খ) আমাদের সমাজে বাঙালি ছাড়াও	বন্ধুদের সাথে সুন্দর আনন্দে মেতে ওঠে।
গ) মিলেমিশে থাকতে হলে	আমাদের সবাইকে শ্রদ্ধা করতে হবে।
ঘ) বিভিন্ন উৎসবে শিশুরা	ধনী, দরিদ্র একসাথে বাস করি।

অধ্যায় ২: মিলেমিশে থাকি

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা :

২.১। সমাজে সবার সঙ্গে সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের গুরুত্ব অনুধাবন করবে।
২.২। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুসহ নারী-পুরুষ, শ্রেণি, জাতি-ধর্ম-বর্ণ, ছোট-বড়নির্বিশেষে সবার সঙ্গে ভালো আচরণ করবে।
২.৩। বিভিন্ন জীবনধারা ও ধর্মের অনুসারী সহপাঠীদের ধর্মীয় উৎসবের নাম জানবে, এগুলোকে শ্রদ্ধা করবে এবং প্রয়োজনে উৎসবগুলোতে অংশগ্রহণ করবে।

শিখনফল :

২.১.১। সমাজে সবার সাথে মিলেমিশে চলার গুরুত্ব বলতে পারবে।
২.২.১। বাড়ি, বিদ্যালয় ও আশপাশের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুসহ (নারী-পুরুষ, শ্রেণি, জাতি-ধর্ম-বর্ণ, ছোট- বড়নির্বিশেষে) সবার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে।
২.২.২। সব শিশুর সাথে মিলেমিশে থাকার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারে ।
২.২.৩। অটিস্টিক শিশুসহ শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুবিধাগ্রস্ত সব শিশুর প্রতি সমআচরণ করবে।
২.৩.১। সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থান নির্বিশেষে সকলের প্রতি সম্মান দেখাবে।
২.৩.২। আমাদের দেশে বসবাসকারী বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের প্রধান প্রধান ধর্মীয় উৎসবের নাম বলতে পারবে।
২.৩.৩। এসব অনুষ্ঠানে শিশুরা সহপাঠী ও বন্ধুদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করবে।

পাঠ বিভাজন : এ অধ্যায়কে ৬টি পাঠে বিভাজিত করা হয়েছে।

পাঠ ১ : সকলের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ

পৃষ্ঠা ১০-১১

শিখনফল :

২.১.১। সমাজে সবার সাথে মিলেমিশে চলার গুরুত্ব বলতে পারবে।
২.২.১। বাড়ি, বিদ্যালয় ও আশপাশের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুসহ (নারী-পুরুষ, শ্রেণি, জাতি-ধর্ম-বর্ণ, ছোট-বড়নির্বিশেষে) সবার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে।
২.২.২। সব শিশুর সাথে মিলেমিশে থাকার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা বরতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

১০-১১ নং পৃষ্ঠার পাঠ ও ছবি

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- শ্রেণিতে কী ধরনের সামাজিক বিভিন্নতা বা পার্থক্য রয়েছে তা শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করার মাধ্যমে অধ্যায়টি

শুরু করতে পারেন। যেমনঃ শ্রেণিতে মেয়ে শিক্ষার্থী ও ছেলে শিক্ষার্থী আছে (লিঙ্গ পার্থক্য), আছে জাতিগত পার্থক্য, ভৌগোলিক পার্থক্য ইত্যাদি। শিক্ষার্থীরা বুঝতে না পারলে, উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেবেন।

- বইয়ের ১০ নং পৃষ্ঠা পড়ুন এবং এরপর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন এই পড়া থেকে তারা কী কী ধরনের বিভিন্নতা বা পার্থক্য খুঁজে পেল।

ক| এসো বলি

এই পাঠে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের বৈচিত্র্য বা পার্থক্য নিয়ে পড়ানো হয়েছে। এবার 'এসো বলি' অংশে শিক্ষার্থীরা নিজেদের এলাকার সামাজিক বৈচিত্র্য নিয়ে শ্রেণিতে আলোচনা করবে। শিক্ষার্থীরা চিন্তা করে দেখবে তাদের এলাকায় কোন কোন বয়সের মানুষ বাস করে, কোন কোন পেশাজীবীরা আছে এবং কোন কোন ধর্মাবলম্বীরা থাকে। এই আলোচনার মাধ্যমে তারা পাঠে যা শিখল তার তাৎক্ষণিক চর্চা হবে। আলোচনা শেষে পুনরায় মনে করিয়ে দেবেন এগুলো আমাদের সামাজিক বৈচিত্র্যের অংশ।

মূল্যায়ন :

বিদ্যালয় এবং সামাজিক পরিবেশে যে সব সামাজিক বিভিন্নতা বা বৈচিত্র্য আছে তা সারসংক্ষেপ করে বলুন।

পাঠ ২ : সকলের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ

পৃষ্ঠা ১০-১১

শিখনফল :

২.২.৩। অটিস্টিক শিশুসহ শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুবিধাগ্রস্ত সব শিশুর প্রতি সমআচরণ করবে।

শিখন উপকরণ :

১০-১১ নং পৃষ্ঠার পাঠ ও ছবি

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- আগের পাঠে শেখা 'সামাজিক বৈচিত্র্যতা/বিভিন্নতা' পুনরালোচনা করুন।

খ| এসো লিখি

শিক্ষার্থীদের জোড়ায় জোড়ায় বসতে বলুন। শ্রেণিতে যে সহপাঠীর পড়া বুঝতে বেশি সাহায্যের প্রয়োজন হয়,তাকে কীভাবে সহায়তা করা যায় তা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে লিখতে বলুন। শিক্ষার্থীদের

আলোচনা ও লেখা তত্ত্বাবধান করুন। এই কাজটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পরস্পরের প্রতি সহযোগিতামূলক মনোভাব বৃদ্ধি পাবে।

গ| আরও কিছু করি

এই অংশে শিক্ষার্থীরা নিজেদের এলাকার কথা চিন্তা করবে এবং যে মানুষটির সাহায্য প্রয়োজন, তাকে চিহ্নিত করবে। হতে পারে সে একজন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষ বা বয়স্ক অসহায় কোনো বৃদ্ধ কিংবা এলাকার ভিক্ষুক। প্রতিটি ক্ষেত্রেই সাহায্যের ধরন ভিন্ন হবে এবং প্রতিটি দল যেন একই ধরনের মানুষ চিহ্নিত না করে সে দিকে লক্ষ রাখবেন। এর ফলে শিক্ষার্থীরা অভিনয়ের মাধ্যমে যে সমাধান দেবে তাতে বৈচিত্র্য থাকবে। কাজটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কার সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা বেশি তা চিহ্নিত করতে শিখবে।

ঘ| যাচাই করি

'যাচাই করি' অংশটিতে আছে কিছু সহজ মিলকরণ, যা শিক্ষার্থীদের এই বিষয়ের ওপর গাঠনিক মূল্যায়ন করতে সাহায্য করবে।

মূল্যায়ন :

শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে সহপাঠীকে সাহায্য করার যে উপায়গুলো লিখেছে ও সমাজে যার সাহায্য প্রয়োজন তাকে কীভাবে সহযোগিতা করা যায় তা অভিনয়ের মাধ্যমে যে সমাধান দিল তার সারসংক্ষেপ করুন। দুটি কাজের ক্ষেত্রেই লক্ষ রাখবেন সব শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করছে কি না। পাঠ্যবইয়ের ৭৪ নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর নাম ও পরস্পরকে কেন সহযোগিতা প্রয়োজন তা নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন। যেমন:

- একই শ্রেণিতে আমরা সমবয়সী হলেও কেন একে অপরের থেকে আলাদা?
- সামাজিক বৈচিত্র্যের মাঝে মিলেমিশে বসবাস করতে পরস্পরের প্রতি কী থাকা প্রয়োজন?

২ ইসলাম ধর্ম ও হিন্দুধর্মের উৎসব

আমাদের দেশে চারটি প্রধান ধর্ম আছে। প্রত্যেক ধর্মের মানুষই কিছু উৎসব পালন করেন। ভিন্ন ধর্মের হলেও আমরা একে অন্যের উৎসবে যোগ দিই।

মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসব

ঈদ মুসলমানদের সবচেয়ে বড় উৎসব। বছরে দুইটি ঈদ পালন করা হয় : ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। ঈদের দিন মুসলমানরা মসজিদ ও ঈদগাহে ঈদের নামাজ আদায় করেন। আত্মীয়স্বজন, বন্ধু সবাই মিলে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন, খাওয়া-দাওয়া করেন। শিশুরা দলবেঁধে ঘুরে বেড়ায় ও আনন্দ করে। মুসলমানদের আরও কয়েকটি ধর্মীয় উৎসব রয়েছে। যেমন : শব-ই-বরাত, শব-ই-ক্বদর ও ঈদ-ই-মিলাদুন্নবি।

ঈদ

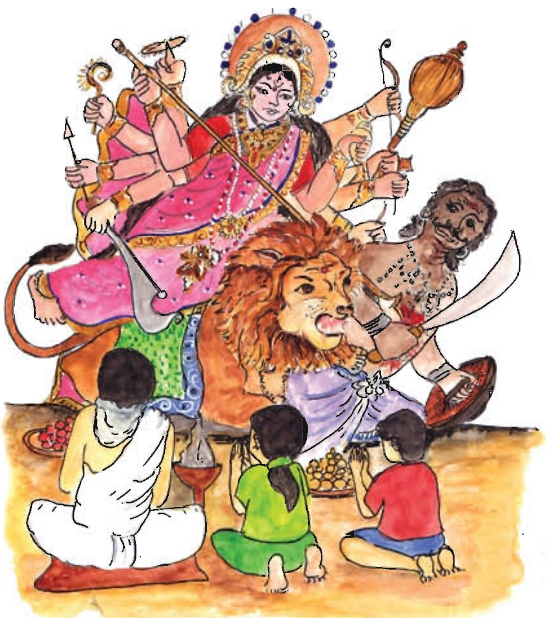

পূজা

হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসব

হিন্দু ধর্মে সারা বছর নানা পূজার আয়োজন করা হয়। এর মধ্যে প্রধান পূজাগুলো হচ্ছে দুর্গাপূজা, সরস্বতীপূজা ও লক্ষ্মীপূজা। পূজার সময় তারা মন্দিরে পূজা করেন, সবাই সবার সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

বিভিন্ন রকমের মিষ্টি, নাড়ু ও ফল খেয়ে থাকেন। শিশুরা নানা ধরনের খেলা ও আনন্দে মেতে ওঠে।

ক| এসো বলি

তোমরা গত ঈদে কী করেছ তা বর্ণনা কর।

খ| এসো লিখি

পাঠের পড়া থেকে মুসলমান ও হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসবের বিশেষ দিকগুলো লেখ, কাজটি জোড়ায় কর।

মুসলমানদের উৎসব	হিন্দুদের উৎসব

গ| আরও কিছু করি

- তোমার এলাকার হিন্দু ধর্মাবলম্বী যারা,তারা কোথায় পূজা করেন?
- মনে কর তোমার একজন অন্য ধর্মের বন্ধু আছে। সে ঈদ বা পূজা উৎসবে যোগ দিলে কী কী করবে? চিন্তা করে একটি বাক্যে লিখে প্রকাশ কর।

ঘ| যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দাও।

আমাদের দেশে প্রধান ধর্ম কয়টি?

ক) তিনটি খ) চারটি গ) পাঁচটি ঘ) ছয়টি

পাঠ ৩ : ইসলাম ধর্ম ও হিন্দুধর্ম
পৃষ্ঠা ১২-১৩

শিখনফল :
২.৩.১। সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থান-নির্বিশেষে সকলের প্রতি সম্মান দেখাবে।
২.৩.২। আমাদের দেশে বসবাসকারী বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের প্রধান প্রধান ধর্মীয় উৎসবের নাম বলতে পারবে।
২.৩.৩। এসব অনুষ্ঠানে শিশুরা সহপাঠী ও বন্ধুদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করবে।

শিখন উপকরণ :
১২-১৩ নং পৃষ্ঠার পাঠ ও ছবি

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন বাংলাদেশে প্রধান চারটি ধর্ম কী কী, তাদের নিজেদের ধর্মের প্রধান উৎসবগুলোর নাম কী, অন্য ধর্মের উৎসবে তারা কখনো যোগ দিয়েছে কি না ইত্যাদি। শিক্ষার্থীদের গত দিনের পাঠের কথা মনে করিয়ে দিন যে বিভিন্ন ধর্ম সামাজিক বৈচিত্র্যের অংশ।

- বইয়ের ১২ নং পৃষ্ঠা শিক্ষার্থীদের সাথে পড়ুন এবং যে দুইটি উৎসবের ছবি দেওয়া আছে তা নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করুন। লক্ষ রাখবেন যেন একই শিক্ষার্থী সব প্রশ্নের উত্তর না দেয় এবং সবাই যেন অংশগ্রহণের সুযোগ পায়।

ক| এসো বলি

শিক্ষার্থীরা গত ঈদে কী করেছে তা বর্ণনা করতে বলুন। এ দেশে যেহেতু বেশির ভাগ মানুষই ইসলাম ধর্মাবলম্বী তাই শ্রেণিতে সবচেয়ে বেশি শিক্ষার্থীর ধর্মীয় উৎসব হবে ঈদ। তাদের বর্ণনা থেকে মিল ও অমিল খুঁজে বের করতে বলুন। কে ঈদে কী করেছে এবং কোন কাজটি করতে সবচেয়ে ভালো লাগে তা নিয়ে বলতে বলুন। যারা অন্য ধর্মাবলম্বী তাদেরও জিজ্ঞেস করুন তারা ঈদে কী করেছে, কোথাও গিয়েছে কি না, কোনো বন্ধুর বাসায় দাওয়াত ছিল কি না, কিংবা ঈদে টেলিভিশনে বিশেষ কোনো অনুষ্ঠান দেখেছে কি না। এই সময়ে লক্ষ রাখবেন যেন সকলেই অংশগ্রহণের সুযোগ পায়।

মূল্যায়ন :
মুসলমান ও হিন্দু ধর্মের উৎসবগুলো সম্পর্কে পড়ে ও বলে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে তার সারসংক্ষেপ করুন। পাঠ্যবইয়ের ৭৪ নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর নাম ও পরস্পরকে কেন সহযোগিতা প্রয়োজন তা নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন। যেমন:

- একই শ্রেণিতে আমরা সমবয়সী হলেও কেন একে অপরের থেকে আলাদা?
- সামাজিক বৈচিত্র্যের মাঝে মিলেমিশে বসবাস করতে পরস্পরের প্রতি কী থাকা প্রয়োজন?

পাঠ ৪ : ইসলাম ধর্ম ও হিন্দুধর্ম
পৃষ্ঠা ১২-১৩

শিখনফল :

২.৩.১। সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থান-নির্বিশেষে সকলের প্রতি সম্মান দেখাবে।

২.৩.২। আমাদের দেশে বসবাসকারী বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের প্রধান প্রধান ধর্মীয় উৎসবের নাম বলতে পারবে।

২.৩.৩। এসব অনুষ্ঠানে শিশুরা সহপাঠী ও বন্ধুদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করবে।

শিখন উপকরণ :

১২-১৩ নং পৃষ্ঠার পাঠ ও ছবি

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- ইসলাম ধর্ম ও হিন্দুধর্মের উৎসবগুলো সম্পর্কে পড়ে ও বলে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে তা পুনরালোচনা করুন।

খ| এসো লিখি

এই কাজে শিক্ষার্থীরা জোড়ায় জোড়ায় ভাগ হয়ে বইয়ে যেভাবে দুই ধর্মের উৎসবের জন্য টেবিল করা হয়েছে সেই ভাবে নিজের খাতায় টেবিল বানাবে এবং বিশেষ দিকগুলো লিখবে। শিক্ষার্থীদের কাজ ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং যদি না বুঝতে পারে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন।

গ| আরও কিছু করি

এই অংশের প্রথম ভাগে শিক্ষার্থীরা খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে তাদের নিজেদের এলাকার হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা কোথায় প্রার্থনা করেন। কোনো এলাকায় নির্দিষ্ট মন্দির থাকতে পারে, আবার কোথাও হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা নিজ গৃহেও প্রার্থনা করতে পারেন। এই ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধান করতে হবে। দ্বিতীয় ভাগে তাদের কল্পনাশক্তি ব্যবহার করে উত্তর দিতে হবে। সে কল্পনা করবে অন্য ধর্মাবলম্বী কেউ যদি ঈদ বা পূজায় অংশগ্রহণ করেন তবে সে কী কী করবে বা কোন কোন অনুষ্ঠানে আসবে পারবে। শিক্ষার্থীরা যদি কাজটি বুঝতে না পারে, তাহলে বিভিন্ন প্রশ্ন করে তাদের কল্পনা করতে সাহায্য করবেন। যেমন, একজন হিন্দু বন্ধু কি মসজিদে যেতে পারবে? সে তাহলে কোন কোন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারবে? কিংবা একজন মুসলমান বন্ধু পূজায় কীভাবে আনন্দ করতে পারে? ইত্যাদি। এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনার পর শিক্ষার্থীরা নিজেরা চিন্তা করবে ও এক বাক্যে লিখে প্রকাশ করবে।

ঘ| যাচাই করি

'যাচাই করি' অংশে আছে সহজ কিছু বহুনির্বাচনি প্রশ্ন। এটি করার মাধ্যমে এই বিষয়ের ওপরে শিক্ষার্থীরা কী বুঝেছে তার গাঠনিক মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে।

মূল্যায়ন :

ইসলাম ধর্ম ও হিন্দুধর্মের উৎসবগুলো সম্পর্কে লিখে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে তার সারসংক্ষেপ করুন। পাঠ্যবইয়ের ৭৪ নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নে মুসলমান ও হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব নিয়ে সংক্ষিপ্ত কিছু প্রশ্ন করা হয়েছে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন। যেমন-

- শব-ই-বরাত কাদের উৎসব?
- হিন্দুধর্মের বন্ধুরা পূজার সময় কী কী ধরনের খাবার খায়?
- মুসলমানরা ঈদের দিনে নামাজ পড়তে কোথায় যায়?

২ বৌদ্ধধর্ম ও খ্রিষ্টধর্মের উৎসব

বৌদ্ধপূর্ণিমা

বৌদ্ধদের ধর্মীয় উৎসব

বৌদ্ধপূর্ণিমা বৌদ্ধধর্মের প্রধান উৎসব। গৌতম বুদ্ধের জন্মদিন উপলক্ষে এই উৎসব পালন করা হয়। এই সময় বৌদ্ধধর্মের অনুসারীগণ বিশেষ প্রার্থনা করেন। শিশুরাও তাতে আনন্দের সাথে অংশগ্রহণ করে। মাঘীপূর্ণিমাও বৌদ্ধধর্মের একটি উৎসব।

খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় উৎসব

খ্রিষ্টানদের প্রধান উৎসব বড়দিন। প্রতিবছর ২৫এ ডিসেম্বর যিশুখ্রিষ্টের জন্মদিন পালন করা হয়। আমাদের দেশে খ্রিষ্টধর্মের অনুসারীগণ এ দিনে গির্জায় প্রার্থনা করেন। একে অপরকে উপহার দেন। সবাই মিলে আনন্দ ও খাওয়া-দাওয়া করেন। খ্রিষ্টধর্মের মানুষ গুড ফ্রাইডে ও ইস্টার সানডে পালন করেন।

বড়দিন

এ ছাড়া বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর নিজস্ব কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠান রয়েছে।

ক | এসো বলি

তুমি কি কখনো বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় উৎসব দেখেছ বা যোগদান করেছ? বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় উৎসব সম্পর্কে যা জান তা অন্যদের কাছে বর্ণনা কর।

খ | এসো লিখি

পাঠের বিষয় থেকে বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় উৎসবের বিশেষ দিকগুলো লেখ, কাজটি জোড়ায় কর।

বৌদ্ধদের উৎসব	খ্রিষ্টানদের উৎসব

গ | আরও কিছু করি

- যেকোনো ধর্মীয় উৎসবের ছবি জোগাড় কর।
- তোমার এলাকায় উদযাপিত তোমার প্রিয় উৎসব নিয়ে একটি ছবি আঁক ও একটি বাক্য লেখ।

ঘ | যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দাও।

মাঘীপূর্ণিমা কোন ধর্মের উৎসব?

ক) ইসলাম　　খ) হিন্দুধর্ম　　গ) বৌদ্ধধর্ম　　ঘ) খ্রিষ্টধর্ম

পাঠ ৫ : বৌদ্ধধর্ম ও খ্রিষ্টান ধর্ম
পৃষ্ঠা ১৪-১৫

শিখনফল :
২.৩.১। সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থান-নির্বিশেষে সকলের প্রতি সম্মান দেখাবে।
২.৩.২। আমাদের দেশে বসবাসকারী বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের প্রধান প্রধান ধর্মীয় উৎসবের নাম বলতে পারবে।
২.৩.৩। এসব অনুষ্ঠানে শিশুরা সহপাঠী ও বন্ধুদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করবে।

শিখন উপকরণ :
- ১৪-১৫ নং পৃষ্ঠার পাঠ ও ছবি

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :
- বাংলাদেশের প্রধান চারটি ধর্মের নাম শিক্ষার্থীদের আবার জিজ্ঞাসা করুন। বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান ধর্মের ধর্মীয় উৎসব সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে যাচাই করুন। যেমন– বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টধর্মের মূল ধর্মীয় উৎসবের নাম কী, কবে পালিত হয়, শ্রেণিতে এই ধর্মাবলম্বী কেউ আছে কি না, শিক্ষার্থীরা কখনো বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টধর্মের কোনো উৎসবে অংশগ্রহণ করেছে কি না ইত্যাদি।

- বইয়ের ১৪ নং পৃষ্ঠা শিক্ষার্থীদের সাথে পড়ুন এবং পাঠে দেওয়া উৎসব দুটির ছবি দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের বর্ণনা করতে বলুন।

ক| এসো বলি

শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন তারা কখনো বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় উৎসব দেখেছে কি না, কিংবা কেউ কখনো যোগদান করেছে কি না। এই দুটি ধর্মের ধর্মীয় উৎসব সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা কী কী জানে জিজ্ঞেস করুন। শ্রেণিতে যদি এই দুটি ধর্মের শিক্ষার্থী থাকে তবে অন্যান্য শিক্ষার্থীরা যা জানে তা আগে বলতে দিন। এরপর এই ধর্মের শিক্ষার্থীদের বলতে দিন। এই কাজের সময় লক্ষ রাখবেন যেন সকলেই সমান-ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে।

মূল্যায়ন :
বৌদ্ধ বা খ্রিষ্টান ধর্মের উৎসবগুলো সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে তার সারসংক্ষেপ করুন।

পাঠ ৬ : বৌদ্ধধর্ম ও খ্রিষ্টান ধর্ম
পৃষ্ঠা ১৪-১৫

শিখনফল :
২.৩.১। সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থান-নির্বিশেষে সকলের প্রতি সম্মান দেখাবে।

২.৩.২। আমাদের দেশে বসবাসকারী বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের প্রধান প্রধান ধর্মীয় উৎসবের নাম বলতে পারবে।

২.৩.৩। এসব অনুষ্ঠানে শিশুরা সহপাঠী ও বন্ধুদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করবে।

শিখন উপকরণ :

১৪-১৫ নং পৃষ্ঠার পাঠ ও ছবি

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- বৌদ্ধ বা খ্রিষ্টান ধর্মের উৎসবগুলো সম্পর্কে পড়ে ও বলে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে তা পুনরালোচনা করুন।

খ| এসো লিখি

এই কাজে শিক্ষার্থীরা জোড়ায় জোড়ায় ভাগ হয়ে বইয়ে যেভাবে দুই ধর্মের উৎসবের জন্য টেবিল করা হয়েছে সেভাবে নিজের খাতায় টেবিল বানাবে এবং বিশেষ দিকগুলো লিখবে। শিক্ষার্থীদের কাজ ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং যদি না বুঝতে পারে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন।

গ| আরও কিছু করি

এই অংশে শিক্ষার্থীরা যেকোনো ধর্মীয় উৎসবের ছবি জোগাড় করবে। এই ছবি নিজ ধর্ম বা অন্য ধর্মের উৎসবের হতে পারে। এরপর শিক্ষার্থীরা নিজেদের এলাকায় উদযাপিত হয় এমন কোনো একটি প্রিয় ধর্মীয় উৎসবের ছবি আঁকবে ও নিচে উৎসবটি সম্পর্কে একটি বাক্য লিখবে। এই কাজের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।কোনো শিক্ষার্থী যদি ছবি জোগাড় করতে না পারে, তাকে ছবির উৎস বলে দিতে পারেন। যেমন, তারা চাইলে পত্রিকা বা ম্যাগাজিন থেকেও ছবি সংগ্রহ করতে পারে ।

ঘ| যাচাই করি

'যাচাই করি' অংশে আছে সহজ কিছু বহুনির্বাচনি প্রশ্ন, এটি করার মাধ্যমে এই বিষয়ের ওপরে শিক্ষার্থীরা কী বুঝেছে তার গাঠনিক মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে।

মূল্যায়নঃ

বৌদ্ধধর্ম ও খ্রিষ্টধর্মের বিভিন্ন উৎসবের পাশাপাশি পূর্ব পাঠের ইসলাম ধর্ম ও হিন্দুধর্মের উৎসব নিয়ে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে তার সারসংক্ষেপ করুন। পাঠ্যবইয়ের ৭৪ নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নে বিভিন্ন ধর্মের উৎসবগুলো নিয়ে সংক্ষিপ্ত ও বর্ণনামূলক কিছু প্রশ্ন করা হয়েছে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন। যেমন-

- নিজ ধর্ম ছাড়া অন্য ধর্মের উৎসবের কোন দিকটি তোমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে?
- সামনের ঈদ, পূজা, বৌদ্ধ পূর্ণিমা বা বড়দিন উৎসবে তুমি কী কী করতে চাও?
- বন্ধুদের নিয়ে যেকোনো একটি উৎসবে যোগ দেওয়ার সুযোগ হলে তুমি কীভাবে পরিকল্পনা করবে?

অধ্যায় ৩

আমাদের অধিকার ও দায়িত্ব

১ সমাজে আমাদের অধিকার

সমাজে সবার বেঁচে থাকার **অধিকার** আছে। এ জন্য কিছু অধিকার পূরণ হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। জীবনকে ভালোভাবে গড়ার জন্য দরকার খাদ্য, পোশাক, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও নিরাপত্তা। এই ৬টি আমাদের মৌলিক অধিকার।

ক| এসো বলি

আমাদের মৌলিক অধিকারগুলো আমরা কিসের মাধ্যমে পূরণ করি তা উদাহরণ দিয়ে বল।

খাদ্য : ভাত, ...

পোশাক : ....

শিক্ষা : ....

বাসস্থান : ....

নিরাপত্তা : ....

স্বাস্থ্য : ....

খ| এসো লিখি

শিক্ষা অর্জন করা কেন প্রয়োজন? এক বাক্যে লেখ।

....

গ| আরও কিছু করি

মনে কর একটি ভয়াবহ দুর্যোগে তুমি আটকা পড়েছ। এ রকম অবস্থায় এই ছয়টি অধিকারের কোনটি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হবে বলে তোমার মনে হয়? প্রয়োজন অনুসারে ছয়টি অধিকার সাজাও। কাজটি ছোট দলে কর।

১	২	৩
৪	৫	৬

ঘ| যাচাই করি

সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

১. আমাদের সমাজে...................... টি মৌলিক অধিকার আছে।

২. এ অধিকারের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো...................... ।

অধ্যায় ৩: আমাদের অধিকার ও দায়িত্ব

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা :

৩.১। শিশুদের কয়েকটি মৌলিক অধিকার সম্পর্কে জানবে।
৩.২। শিশু নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেতন হবে ও অন্যের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।
৪.১। শিশুর প্রতি পরিবারের এবং পরিবারের প্রতি শিশুর দায়িত্ব বলতে পারবে।

শিখনফল :

৩.১.১। মানুষ হিসেবে শিশুর কয়েকটি অধিকার সম্পর্কে বলতে পারবে।
৩.১.২। শিশুদের কয়েকটি মৌলিক অধিকার উল্লেখ করতে পারবে।
৩.১.৩। সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা-নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার রয়েছে তা বর্ণনা করতে পারবে।
৩.২.১। নিজের অধিকার আদায়ে শিশুর করণীয় বলতে পারবে।
৩.২.২। অন্যের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।
৪.১.১। পরিবারের কাছে শিশুর প্রাপ্য অধিকারগুলো উল্লেখ করতে পারবে।
৪.১.২। পরিবারে শিশু নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে বলতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : এ অধ্যায়কে ৬টি পাঠে বিভাজিত করা হয়েছে।

পাঠ ১ : সমাজে আমাদের অধিকার

পৃষ্ঠা ১৬-১৭

শিখনফল :

৩.১.৩। সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা-নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার রয়েছে তা বর্ণনা করতে পারবে।
৩.২.২। অন্যের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।

শিখন উপকরণ :

পৃষ্ঠা ১৬-১৭ এর পাঠ ও ছবি

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- অধিকার ও দায়িত্বের মৌলিক ধারণাগুলো উপস্থাপনের মাধ্যমে পাঠ শুরু করুন; অধিকার আমরা অর্জন করি বা আদায় করি, দায়িত্ব আমরা পালন করি বা প্রদান করি। খাবারের উদাহরণ দিয়ে বলতে পারেন যে, আমাদের খাবার গ্রহণের অধিকার আছে কিন্তু খাবার তৈরি করার দায়িত্বও আমাদের। এই ধরনের আরও উদাহরণ শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন। তাদের সঠিক উত্তর দিতে উৎসাহিত করবেন।

- পৃষ্ঠা ১৬ এর ছবিগুলো শিক্ষার্থীদের দেখতে বলুন। তারা কী দেখতে পাচ্ছে বর্ণনা করতে বলুন। এরপর প্রতিটি ছবি নিয়ে আলোচনা করুন যে এগুলো আমাদের জীবনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ। আমরা খাবার ছাড়া বেঁচে থাকতে পারি না। আমাদের থাকার জন্য ঘর দরকার। আমাদের পোশাক প্রয়োজন। অসুস্থ হলে আমাদের চিকিৎসা প্রয়োজন। আমাদের শিক্ষা দরকার। শহর কিংবা গ্রামে আমাদের নিরাপত্তা দরকার। কিন্তু এগুলোর প্রতি অধিকার বলতে কী বোঝায়? শ্রেণিতে আলোচনা করুন।

ক| এসো বলি

শিক্ষার্থীদের সাথে পৃষ্ঠা ১৬ পড়ুন। এরপর জিজ্ঞেস করুন, আমাদের মৌলিক অধিকারগুলো আমরা কিসের মাধ্যমে পূরণ করি? বইয়ে একটি উদাহরণ দেওয়া আছে, যেমন, খাদ্যের অধিকার পূরণ হয় ভাতের মাধ্যমে। তবে ভাত ছাড়াও শিক্ষার্থীরা আরও খাদ্যের উদাহরণ দিতে পারে। যেমন, ডিম, মাংস, মাছ ইত্যাদি। একইভাবে অন্যান্য মৌলিক অধিকার পূরণের ক্ষেত্রে আমাদের কী কী জিনিসের প্রয়োজন হয় জিজ্ঞেস করুন। শিক্ষার্থীদের উত্তর দিতে উৎসাহিত করুন। যদি তারা মনে করতে না পারে তবে সাহায্য করুন। যেমন, আমরা কী পরে আছি, এটি কোন মৌলিক অধিকার পূরণ করছে, ইত্যাদি।

মূল্যায়ন :

বেঁচে থাকার জন্য যে মৌলিক বিষয়গুলো দরকার তার সারসংক্ষেপ আলোচনা করুন। সেই সাথে এগুলো কীভাবে আমাদের অধিকার তা বুঝিয়ে বলুন।

পাঠ ২ : সমাজে আমাদের অধিকার

পৃষ্ঠা ১৬-১৭

শিখনফল :

৩.১.৩। সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে প্রতিটি মানুষের সমান অধিকার বর্ণনা করতে পারবে।

৩.২.২। অন্যের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকবে।

শিখন উপকরণ :

পৃষ্ঠা ১৬-১৭ এর পাঠ ও ছবি

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- পৃষ্ঠা ১৬ এর ছবি দেখিয়ে ৬টি অধিকার পুনরালোচনা করুন।

খ| এসো লিখি

শ্রেণিতে জিজ্ঞেস করুন, শিক্ষা না থাকলে আমাদের কী কী সমস্যা হতো? শিক্ষার্থীদের উত্তর দিতে উৎসাহিত করুন ও শ্রেণিতে আলোচনা করুন। এরপর শিক্ষার্থীদের চিন্তা করে এক বাক্যে খাতায় লিখতে বলুন, শিক্ষা অর্জন করা কেন প্রয়োজন। লেখার কাজের সময় শিক্ষার্থীরা সবাই কাজ করছে কি না

পর্যবেক্ষণ করুন।

গ | আরও কিছু করি

এই কাজে আলোচনার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। শিক্ষার্থীরা এখানে একটি দুর্যোগপূর্ণ অবস্থার কথা চিন্তা করবে যেখানে তাদের কোনো রকমের মৌলিক সুবিধাদি নেই। তারা এখন টিকে থাকার জন্য কী কী চাইবে? ক্রমটি হবে এ রকম : খাদ্য, বাসস্থান, বস্ত্র, চিকিৎসা, নিরাপত্তা ও শিক্ষা ; কিন্তু তারা যদি অন্য কোনো ক্রমের কথা বলে তবে তাদেরটা শুনুন এবং কেন তা জানতে চান। কোনো শিক্ষার্থী আগে নিরাপত্তার কথা বলতে পারে এবং এর পেছনে তার ভালো যুক্তি থাকতে পারে। শিক্ষার্থীদের এই জাতীয় বিশ্লেষণধর্মী চিন্তা করতে উৎসাহিত করুন।

ঘ | যাচাই করি

"যাচাই করি" তে দুটি অংশ আছে। প্রথমটি খুব সহজ, এর উত্তর ৬। পরের অংশ ক্ষেত্র বিশেষে আমাদের প্রাধান্য দিতে হতে পারে; মূলত উত্তরটা হবে খাদ্য/খাবার, কিন্তু কেউ যদি অন্য কোনো উত্তর দেয় তবে তাকে কারণ দেখাতে বলুন। এই কাজটি করানোর আগে শ্রেণিতে আলোচনা করুন।

মূল্যায়ন :

নির্দিষ্টভাবে আগের আলোচনার মূল্যবোধের সারসংক্ষেপ উল্লেখ করুন। বলা, লেখা, আরও কিছু করি ও যাচাই-এর কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মৌলিক অধিকার কী কী, কেন প্রয়োজন ও কীভাবে পূরণ হয় ইত্যাদি সম্পর্কে ভালো ধারণা অর্জন করবে। পাঠ্যবইয়ের ৭৪ নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নে প্রয়োজনীয় মৌলিক অধিকার কী কী, দায়িত্ব ও অধিকারের মধ্যকার পার্থক্য ইত্যাদি নিয়ে সংক্ষিপ্ত ও বর্ণনামূলক কিছু প্রশ্ন করা হয়েছে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন। যেমন-

- ছয়টি মৌলিক অধিকার কী কী?
- বেঁচে থাকার জন্য মৌলিক অধিকার কেন প্রয়োজনীয়?

২ শিশু হিসেবে আমাদের অধিকার

শিশু হিসেবে আমাদের কতগুলো বিশেষ অধিকার আছে। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হলো :

- জন্ম নিবন্ধনের অধিকার
- একটি নাম পাওয়ার অধিকার
- স্নেহ ও ভালোবাসা পাওয়ার অধিকার
- পুষ্টি ও চিকিৎসার অধিকার
- খেলাধুলা ও বিশ্রামের অধিকার
- শিক্ষার অধিকার
- মেয়ে ও ছেলে শিশুর সমান সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অধিকার

পৃথিবীর সব দেশের শিশুদের এ অধিকারগুলো আছে। সুস্থ ও সুন্দরভাবে বেড়ে ওঠার জন্য এসব অধিকার পূরণ হওয়া খুবই প্রয়োজন। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো শিশুদের অধিকারগুলো পূরণ করা।

প্রতিবছর অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার বিশ্বের সকল দেশে 'বিশ্ব শিশু-দিবস' পালন করা হয়।

খেলাধুলার অধিকার

ক| এসো বলি

শ্রেণিতে আলোচনা কর

- তোমার পরিবারে ছেলে ও মেয়েদের কী সমানভাবে দেখা হয়?

খ| এসো লিখি

তোমার পরিবার তোমাকে কীভাবে প্রতিটি অধিকার প্রদান করছে তা উদাহরণ দিয়ে নিচের ছকে লেখ, কাজটি জোড়ায় কর।

	পরিবারে শিশু হিসেবে আমার অধিকার
১	
২	
৩	
৪	

গ| আরও কিছু করি

বিদ্যালয়ে বিশ্ব শিশু দিবস কীভাবে পালন করা যেতে পারে তা পরিকল্পনা কর।

- বিদ্যালয়ে বিশ্ব সমাবেশে কী করতে পার?
- শ্রেণিকক্ষ কীভাবে সাজানো যেতে পারে?
- কোনো নাটক করা যায় কি না?

ঘ| যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দাও।

কোনটি শিশু-অধিকার?

ক) জন্ম নিবন্ধন খ) নিয়ম মানা গ) বড়দের শ্রদ্ধা করা ঘ) অসুখে সেবা করা

পাঠ ৩ : শিশু হিসেবে আমাদের অধিকার
পৃষ্ঠা ১৮-১৯

শিখনফল :
৩.১.১। মানুষ হিসেবে শিশুদের অধিকার বলতে পারবে।
৩.১.২। শিশুদের মৌলিক অধিকার উল্লেখ করতে পারবে।
৪.১.১। পরিবার থেকে একটি শিশুর প্রাপ্য মৌলিক অধিকারগুলো বলতে পারবে।

শিখন উপকরণ :
পৃষ্ঠা ১৮-১৯ এর পাঠ ও ছবি

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- গতদিনের পাঠের পুনরালোচনা করুন। শিক্ষার্থীদের বলুন যে সুস্থ ও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য মৌলিক অধিকারগুলো ছাড়াও আমাদের আরও কিছু অধিকার আছে। তার মধ্যে শিশুদের জন্য আছে নির্দিষ্ট কিছু শিশু অধিকার। এই পাঠে শিশুর অধিকার নিয়ে বলা হয়েছে। এটি মূলত জাতিসংঘে উল্লেখিত শিশু অধিকারের ওপর ভিত্তি করা লেখা। পৃষ্ঠা ১৮ তে যে ৭টি অধিকার আছে তা তুলে ধরুন এবং শিক্ষার্থীদের প্রতিটির জন্য উদাহরণ দিতে বলুন। কোনো অধিকারের উদাহরণ যদি শিক্ষার্থীরা না বলতে পারে তাহলে সহায়তা করুন।

- শিক্ষার্থীদের নিয়ে পৃষ্ঠা ১৮ এর বাকি অংশটুকু পড়ুন। যদি সম্ভব হয়, আন্তর্জাতিক শিশু দিবসের তথ্যগুলো দেখে রাখুন।

ক| এসো বলি

ছেলে ও মেয়ের সমান অধিকার-বিষয়ক আলোচনায় সকল শিক্ষার্থীকে অংশগ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করুন। তাদের নিজেদের পরিবার ও প্রতিবেশী থেকে উদাহরণ দিতে বলুন। শিক্ষার্থীরা অনেকেই 'মীনা কার্টুন' দেখে থাকবে, মীনা'র উদাহরণ দিয়েও আলোচনা করতে পারেন। শ্রেণিতে জিজ্ঞেস করুন, সমান অধিকার নিশ্চিত করার জন্য কী কী পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন বলে শিক্ষার্থীরা মনে করে? তাদের নানা ধরনের উত্তর দিতে উৎসাহিত করুন। লক্ষ রাখবেন যেন সবাই আলোচনায় অংশগ্রহণ করে।

মূল্যায়ন :
শেষের আলোচনাটির সারসংক্ষেপ করুন। বলার কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মেয়ে ও ছেলেশিশুর সমানাধিকার ধারণাটি স্পষ্ট হবে এবং নিজের ব্যক্তিজীবনে চর্চা করবে।

পাঠ ৪ : শিশু হিসেবে আমাদের অধিকার
পৃষ্ঠা ১৮-১৯

শিখনফল :

৩.১.১। মানুষ হিসেবে শিশুর কয়েকটি অধিকার সম্পর্কে বলতে পারবে।
৩.১.২। শিশুদের কয়েকটি মৌলিক অধিকার উল্লেখ করতে পারবে।
৪.১.১। পরিবারের কাছে শিশুর প্রাপ্য অধিকারগুলো উল্লেখ করতে পারবে।

শিখন উপকরণ:

১৮-১৯ নং পৃষ্ঠার পাঠ ও ছবি

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- শিশুর অধিকার-বিষয়ক উদাহরণগুলো পুনরালোচনা করুন।

খ| এসো লিখি

শিক্ষার্থীদের পরিবার কী কী ধরনের অধিকার প্রদান করে তা জিজ্ঞেস করুন ও শ্রেণিতে আলোচনা করুন। পৃষ্ঠা ১৮ তে যে ৭টি অধিকারের কথা বলা হয়েছে, সেখান থেকে উদাহরণ দিন; পরিবার শিশুর জন্মনিবন্ধন করে, তার নাম রাখে, ভালোবাসা দেয়, খাবার দেয়, খেলার জায়গা দেয়, স্কুলে পাঠায় এবং সমতা রক্ষার চেষ্টা করে। এরপর জোড়ায় শিক্ষার্থীদের লেখার কাজটি করতে বলুন। কাজ চলাকালীন শিক্ষার্থীরা সবাই জোড়ায় আলোচনা করছে কি না ও কাজটি সঠিকভাবে করতে পারছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করুন।

গ| আরও কিছু করি

এই অংশে তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীরা শিশু দিবস উপলক্ষে বিদ্যালয়ে কিছু করার পরিকল্পনা করবে। শিক্ষার্থীদের আলোচনা করতে দিন কোন কাজটি করা সম্ভব; তারা বিদ্যালয় সমাবেশে কিছু করতে পারে, শ্রেণিকক্ষ সাজাতে পারে কিংবা শিশু দিবসকে কেন্দ্র করে কোনো নাটক উপস্থাপন করতে পারে। এই আলোচনায় শিক্ষার্থীদের সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করুন। এরপর শিক্ষার্থীরা কীভাবে কাজটি করবে তা পরিকল্পনা করবে। লক্ষ রাখবেন যে কাজটিই করুক না কেন সব শিক্ষার্থী যেন অংশগ্রহণ করে।

ঘ| যাচাই করি

অংশে শিক্ষার্থীরা টিক চিহ্ন দেবে, এখানে সঠিক উত্তরটি ক) জন্মনিবন্ধন। প্রথম উত্তরটি ছাড়া বাকি তিনটি হলো দায়িত্ব, যা আমরা সাধারণত প্রদান করে থাকি। এভাবে অধিকার ও দায়িত্বের মধ্যে শিক্ষার্থীরা পার্থক্য করতে পারবে।

মূল্যায়ন :

শিশুর অধিকার বিষয়ে আলোচনাটি সারসংক্ষেপ করুন। লেখার কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা উপলব্ধি করবে পরিবার থেকে কীভাবে তাদের অধিকার প্রদান করা হচ্ছে, আরও কিছু কর'তে তারা নিজেরা পরিকল্পনা করবে এবং যাচাই এর কাজের মাধ্যমে অধিকার ও দায়িত্বের মধ্যকার পার্থক্য পুনরায় বুঝতে পারবে।

যেমন-

- শিশুদের অধিকার পূরণ করা কার দায়িত্ব?
- অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার কী দিবস?
- কয়েকটি শিশু অধিকারের উদাহরণ দাও।

৩ শিশু হিসেবে আমাদের দায়িত্ব

পরিবারে যেমন আমাদের অনেক অধিকার আছে তেমনি কিছু দায়িত্বও আছে। পরিবারের প্রতি আমাদের কয়েকটি দায়িত্ব হলো :

পরিবারের প্রতি আমাদের দায়িত্ব

- ✓ পরিবারের নিয়মকানুন মেনে চলা।
- ✓ মা-বাবা এবং বড়দের শ্রদ্ধা করা।
- ✓ পরিবারে কারো অসুখ হলে সেবাযত্ন করা।
- ✓ পরিবারের বিভিন্ন কাজে মা-বাবা ও অন্যদের সাহায্য করা।
- ✓ বড় ভাই-বোনকে সম্মান করা এবং ছোটদের স্নেহ ও আদর করা।

পরিবারের প্রতি আমাদের এ দায়িত্বগুলো ভালোভাবে পালন করতে হবে। তবেই আমরা আমাদের অধিকারগুলো ভোগ করতে পারব।

শিশুরা পরিবারের বিভিন্ন কাজে সাহায্য করছে

ক| এসো বলি

তুমি পরিবারে কী কী দায়িত্ব পালন করতে পার বলে মনে কর? উদাহরণ দিয়ে বল।

খ| এসো লিখি

নিচের বাক্যগুলো সঠিক ঘরে লেখ, কাজটি জোড়ায় কর।

- ছোট ভাই-বোনের দেখাশোনা করা
- প্রয়োজনীয় পোশাক থাকা
- বিদ্যালয়ে যাওয়া
- নিজের কাপড় পরিষ্কার করা

অধিকার	দায়িত্ব

গ| আরও কিছু করি

দলে 'শিশু-অধিকার' এবং 'দায়িত্ব' নিয়ে একটি পোস্টার তৈরি কর।
পোস্টারের বাম পাশে অধিকারগুলো লেখ এবং ছবি আঁক। ডান পাশে দায়িত্বের উদাহরণ দাও ও ছবি আঁক।

ঘ| যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দাও।
পরিবারের প্রতি আমাদের দায়িত্ব কোনটি?
ক) খেলাধুলা করা খ) নিয়মকানুন মেনে চলা গ) পড়ালেখা করা ঘ) জন্মনিবন্ধন করা

পাঠ ৫ : শিশু হিসেবে আমাদের দায়িত্ব
পৃষ্ঠা ২০-১২

শিখনফল :
৩.২.১। নিজের অধিকার আদায়ে শিশুর করণীয় বলতে পারবে।
৪.১.২। পরিবারে শিশু নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে বলতে পারবে।

শিখন উপকরণ :
পৃষ্ঠা ২০-২১ এর পাঠ ও ছবি

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- এই পাঠে অধিকারের বিপরীতে দায়িত্বের ধারণা দিতে হবে; অধিকার আমরা অর্জন করি আর দায়িত্ব আমরা পালন করি। শিক্ষার্থীদের পরিবারের প্রতি তাদের দায়িত্বগুলো বলতে বলুন। এ সময় বুঝতে পারবেন শিক্ষার্থীরা দায়িত্ব ও অধিকারের মধ্যকার পার্থক্য বুঝতে পেরেছে কি না। শিক্ষার্থীরা যদি অধিকারগুলো লতে থাকে তবে তাদের দায়িত্বের আরও বিভিন্ন উদাহরণ প্রদান করে বোঝান। এই আলোচনায় যেন সবাই অংশ নেয় এবং এর ফলে শিক্ষার্থীদের বোধগম্যতার স্তর বুঝতে পারবেন।
- ৫টি উদাহরণসহ পৃষ্ঠা ২০ এর পাঠটি শ্রেণিতে পড়ান।

ক| এসো বলি

এই অংশে শিক্ষার্থীরা তাদের পরিবারে কীভাবে সাহায্য করে তার তালিকা তৈরি করুন। শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন তারা পরিবারে কী কী দায়িত্ব পালন করে। এ ছাড়া আরও কী কী দায়িত্ব পালন করা যায়? শিক্ষার্থীদের উত্তরগুলো বোর্ডে তালিকা আকারে লিখুন। শিক্ষার্থীদের কথা বলতে উৎসাহিত করুন।

মূল্যায়ন:
অধিকার অর্জনের একটি উপায় হিসেবে দায়িত্ব পালনের ধারণাটির সারসংক্ষেপ তুলে ধরুন।

পাঠ ৬ : শিশু হিসেবে আমাদের দায়িত্ব
পৃষ্ঠা ২০-২১

শিখনফল :
৩.২.১। নিজের অধিকার আদায়ে শিশুর করণীয় বলতে পারবে।
৪.১.২। পরিবারে শিশু নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে বলতে পারবে।

শিখন উপকরণ :
পৃষ্ঠা ২০-২১ এর পাঠ ও ছবি

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- অধিকার অর্জনের একটি উপায় হিসেবে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের বিষয়টা পুনরালোচনা করুন।

খ | এসো লিখি

লেখার কাজে চারটি বাক্য দেওয়া আছে, যার মধ্যে ছোট ভাই-বোনের দেখাশোনা করা ও নিজের কাপড় পরিষ্কার করার দায়িত্ব এবং প্রয়োজনীয় পোশাক থাকা ও বিদ্যালয়ে যাওয়ার অধিকার। শিক্ষার্থীরা জোড়ায় কোনটি অধিকার ও কোনটি দায়িত্ব তা খাতায় লিখবে। শিক্ষার্থীদের কাজ চলাকালে ঘুরে ঘুরে দেখুন এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করুন।

গ | আরও কিছু করি

এই অংশে শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে দায়িত্ব ও অধিকার নিয়ে পোস্টার তৈরি করতে বলুন। পোস্টার পেপারে শিক্ষার্থীরা একপাশে তাদের দায়িত্ব কী কী তা লিখবে ও ছবি আঁকবে। এবং একইভাবে অধিকারগুলো লিখবে ও ছবি আঁকবে। এই কাজটির মাধ্যমে লেখা ও বলার কাজ ছাড়াও শিক্ষার্থীরা অন্য আরেকটি মাধ্যমে শিখন প্রকাশ করতে পারবে।

ঘ | যাচাই করি

যাচাই-এর এই অংশে কিছু আলোচনার সুযোগ আছে : পরিবারের নিয়ম মেনে চলা একটি দায়িত্ব, বাকিগুলো অধিকার। যদি কোনো শিক্ষার্থী বলে যে, পড়ালেখা করা হলো দায়িত্ব, তাহলে তাকে শিশুর অধিকারগুলো পড়তে বলুন।

মূল্যায়ন :

প্রতিটি দলকে তাদের পোস্টারগুলো উপস্থাপন করতে বলুন। এই পাঠে লেখার কাজ, আরও কিছু করি ও যাচাই-এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে ধারণা আরও গভীর হবে। পাঠ্যবইয়ের ৭৪ নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নে বিশ্ব শিশু দিবস কবে, কাদের প্রতি দায়িত্ব পালন করা উচিত ও অধিকার-দায়িত্বের মধ্যে পার্থক্য কী ইত্যাদি নিয়ে সংক্ষিপ্ত ও বর্ণনামূলক কিছু প্রশ্ন করা হয়েছে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন। যেমন–

- শিশু অধিকার থাকা প্রয়োজন কেন?
- আমরা যদি পরিবারে দায়িত্ব পালন না করি তবে কী হবে?
- পরিবারে অন্য যারা সদস্য আছে তাদের কার কী দায়িত্ব?

অধ্যায় ৪

সমাজের বিভিন্ন পেশা

১ যারা উৎপাদন করেন

সমাজে নানা ধরনের কাজ আছে। মানুষ যে কাজের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে তাকে **পেশা** বলে। পেশাজীবীরা বিভিন্ন উৎপাদন কাজের সাথে জড়িত, কেউ ফসল উৎপন্ন করেন আবার কেউ অন্যদের সেবা দান করেন।

বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করেন। শহরেও অনেক মানুষ বাস করেন। গ্রাম ও শহরের পেশায় আছে নানা বৈচিত্র্য। গ্রামের বেশির ভাগ পেশাজীবী উৎপাদন কাজের সাথে জড়িত।

কৃষক সবজি চাষ করছেন

কৃষক

যারা কৃষিকাজ করেন তাদের আমরা কৃষক বলি। কৃষক ধান, পাট, বেগুন, টমেটো, মুলা, গাজরসহ নানা রকম ফসল ও সবজি চাষ করেন। আমরা নানা রকম খাদ্য খাই। এর সবই কৃষক উৎপাদন করেন।

জেলে

জেলে খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়, নদী ও সাগরে জাল দিয়ে মাছ ধরেন। জেলে মাছ বাজারে বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করেন। মাছ আমাদের প্রিয় খাদ্য।

জেলে মাছ ধরছেন

ক | এসো বলি

১. পেশা বলতে কী বুঝি?
২. উৎপাদন কাজের সাথে জড়িত দুটি পেশার নাম বল।
৩. তোমরা এই পাঠে কী কী ফসলের নাম জানলে?
৪. পাঠের বাইরে আরও কোন কোন ফসলের নাম জান?
৫. কোথায় মাছ ধরা হয়?

খ | এসো লিখি

একজন কৃষক কী কী কাজ করেন?

মাটি খনন..

গ | আরও কিছু করি

নানা রকম পেশাজীবীদের ভূমিকায় দলে অভিনয় করে দেখাও। অন্যরা বলবে কোন পেশার অভিনয় করা হলো।

ঘ | যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দাও।
জেলে কী কাজ করেন?
ক) মাছ ধরেন   খ) কাপড় বুনেন   গ) হাঁড়ি তৈরি করেন   ঘ) পোশাক তৈরি করেন

অধ্যায় ৪: সমাজের বিভিন্ন পেশা

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা :

৬.১। সমাজে বিভিন্ন পেশাজীবীদের সম্পর্কে জানবে এবং তাদের কাজের গুরুত্ব বুঝবে।

শিখনফল :

৬.১.১। সমাজের বিভিন্ন ধরনের পেশার তালিকা তৈরি করতে পারবে।
৬.১.২। বিভিন্ন ধরনের পেশাজীবীর কাজের বর্ণনা দিতে পারবে।
৬.১.৩। সমাজে সব কাজ যে সমান গুরুত্বপূর্ণ তা উপলদ্ধি করবে।

পাঠ বিভাজন : এ অধ্যায়কে ৬টি পাঠে বিভাজিত করা হয়েছে।

পাঠ ১ : যারা উৎপাদন করে

পৃষ্ঠা ২২-২৩

শিখনফল :

৬.১.১। সমাজের বিভিন্ন ধরনের পেশার তালিকা তৈরি করতে পারবে।
৬.১.২। বিভিন্ন ধরনের পেশাজীবীর কাজের বর্ণনা দিতে পারবে।
৬.১.৩। সমাজে সব কাজ যে সমান গুরুত্বপূর্ণ তা উপলদ্ধি করবে।

শিখন উপকরণ :

২২-২৩ নং পৃষ্ঠার পাঠ ও ছবি

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- 'সমাজের মানুষ নানা রকম কাজ করে আয় উপার্জন করে' প্রথমে এই ধারণাটি দিন। পরিবার ও আশপাশের মানুষ কে কী কাজ করে তা শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন। কেউ কেউ চাকরি করে আয় করেন, আবার কেউ জিনিসপত্র বিক্রি করে বা সেবা দান করে আয় উপার্জন করেন। তবে যে, যে কাজই করুন না কেন সব কাজই সম্মানের। শিক্ষার্থীরা বুঝতে না পারলে, উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেবেন।

- ২২ নং পৃষ্ঠার প্রথম দুইটি অনুচ্ছেদ পড়ুন। এটি বিভিন্ন রকম কাজের ধারণা প্রদান করবে। শিক্ষার্থীদের চিন্তা করতে বলুন কোন কোন পেশার মানুষ উৎপাদন, জিনিসপত্র তৈরি এবং সেবা দানের সাথে জড়িত। বোর্ডে এর একটি তালিকা তৈরি করুন।

- এখন ২২ নং পৃষ্ঠার নিচের দুইটি অনুচ্ছেদ শিক্ষার্থীদের সাথে পড়ুন। অনুচ্ছেদ দুইটি কৃষক ও জেলেদের নিয়ে। কৃষক ও জেলে পেশা দুইটি গ্রামে বেশি পরিচিত এবং শহরে কম পরিচিত।

ক| এসো বলি

'এসো বলি' অংশ থেকে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন। এই প্রশ্ন করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝেছে এবং এলাকা সম্পর্কে তাদের জ্ঞান যাচাই করা সম্ভব হবে। এই আলোচনার মাধ্যমে তারা পাঠে যা শিখল তার তাৎক্ষণিক চর্চা হবে। আলোচনা শেষে পুনরায় মনে করিয়ে দেবেন যে বিভিন্ন পেশা আমাদের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

মূল্যায়ন :

সমাজে কাজের গুরুত্ব এবং বিশেষ করে উৎপাদনে কৃষিকাজ ও মাছ ধরার গুরুত্ব সংক্ষেপে বলুন।

পাঠ ২ : যারা উৎপাদন করে

পৃষ্ঠা ২২-২৩

শিখনফল :

৬.১.১। সমাজের বিভিন্ন ধরনের পেশার তালিকা তৈরি করতে পারবে।
৬.১.২। বিভিন্ন ধরনের পেশাজীবীর কাজের বর্ণনা দিতে পারবে।
৬.১.৩। সমাজে সব কাজ যে সমান গুরুত্বপূর্ণ তা উপলব্ধি করবে।

শিখন উপকরণ :

২২-২৩ নং পৃষ্ঠার পাঠ ও ছবি

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- 'সমাজের মানুষ নানা রকম কাজ করে আয় উপার্জন করে' এই ধারণাটি পুনরালোচনা করুন। বিশেষ করে কৃষিকাজ-বিষয়ক আলোচনাটি আবার করুন।

খ| এসো লিখি

'এসো লিখি' অংশের লেখার কাজে শহরের শিক্ষার্থীদের বিশেষভাবে সাহায্য করুন। এ কাজটি করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নানান পেশার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বাড়বে। শিক্ষার্থীদের কাজ ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং যদি না বুঝতে পারে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন।

গ| আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' অংশের কাজটিতে অভিনয় করার মাধ্যমে অনেক শিক্ষার্থীদের আনন্দ উপভোগের সুযোগ করে দেবে। এই কাজটি করার মাধ্যমে সকল পেশার প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও শ্রদ্ধাবোধ বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষার্থীদের তাদের অভিনয় প্রতিভা প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দিন এবং প্রয়োজনে সাহায্য করুন।

ঘ | যাচাই করি

'যাচাই করি' অংশে আছে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন, যার উত্তর (ক)। এই অংশটি শিক্ষার্থীদের এই বিষয়ের ওপর গাঠনিক মূল্যায়ন করতে সাহায্য করবে।

মূল্যায়ন :

কৃষিকাজ করা ও মাছ ধরা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের শেখা বিষয়গুলো সংক্ষেপে বলুন এবং যারা উৎপাদন কাজে জড়িত তাদের পেশাগুলোর তালিকা তৈরি করুন। পাঠ্যবইয়ের ৭৫ নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নে যারা উৎপাদন করে তাদের পেশার উদাহরণ জানতে চাওয়া হয়েছে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন। যেমন–

- কৃষক কী ধরনের কাজ করেন?
- জেলে আমাদের কীভাবে উপকার করে?

২ যারা তৈরি করেন

বিভিন্ন পেশায় মানুষ বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করে নানা জিনিস তৈরি করে থাকেন।

কুমার

কুমার **কাঁদামাটি** দিয়ে হাঁড়ি, পাতিল, কলস, টব ইত্যাদি তৈরি করেন। এগুলো আমরা ঘরের কাজে ব্যবহার করি।

দর্জি ও তাঁতি

তাঁতি সুতি, রেশম ও পশমের সুতা দিয়ে **তাঁতে** কাপড় বুনেন। দর্জি সুতি, সিল্ক দিয়ে নানারকম পোশাক তৈরি করেন। আমরা এসব পোশাক প্রতিদিন পরি। বিশেষ উৎসব ও অনুষ্ঠানে নতুন পোশাক পরে আনন্দ পাই।

রাজমিস্ত্রি

রাজমিস্ত্রি ইট, সিমেন্ট, বালু, লোহার রড ইত্যাদি দিয়ে ঘর-বাড়ি তৈরি করেন। গ্রাম ও শহর সব জায়গাতেই এ ধরনের ঘর-বাড়ি রয়েছে।

ক| এসো বলি

নিচের পেশাজীবীরা কী কী উপকরণ ব্যবহার করে থাকেন?

কুমার .... ব্যবহার করেন।

তাঁতি .... ব্যবহার করেন।

দর্জি .... ব্যবহার করেন।

রাজমিস্ত্রি .... ব্যবহার করেন।

খ| এসো লিখি

১. যারা তৈরি করেন এ রকম আরও কয়েকটি পেশার নাম লেখ।

....

....

২. এসব পেশা থেকে একটি পেশা বেছে নাও এবং খুব সংক্ষেপে তার কাজের বর্ণনা দাও।

....

....

গ| আরও কিছু করি

পাশের পৃষ্ঠা থেকে একটি পেশা বেছে নাও। চার্টটি খাতায় আঁক এবং পেশাজীবীর নাম, তিনি কোন কোন উপকরণ ব্যবহার করেন ও কী তৈরি করেন তা লেখ।

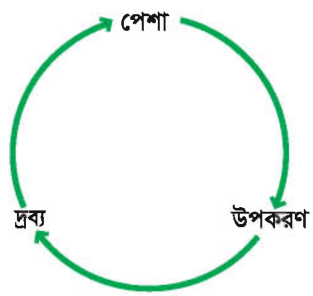

ঘ| যাচাই করি

অল্প কথায় উত্তর দাও।

সব পেশার মানুষকে আমরা সম্মান করব কেন?

পাঠ ৩ : যারা জিনিস তৈরি করে
পৃষ্ঠা ২৪-২৫

শিখনফল :

৬.১.১। সমাজের বিভিন্ন ধরনের পেশার তালিকা তৈরি করতে পারবে।
৬.১.২। বিভিন্ন ধরনের পেশাজীবীর কাজের বর্ণনা দিতে পারবে।
৬.১.৩। সমাজে সব কাজ যে সমান গুরুত্বপূর্ণ তা উপলব্ধি করবে।

শিখন উপকরণ :

২৪-২৫নং পৃষ্ঠার পাঠ ও ছবি

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- যারা জিনিস তৈরি করে তাদের পেশার সাথে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করান। যারা জিনিস তৈরি করে এমন পেশার নাম শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন।
- ২৪ নং পৃষ্ঠার পাঠটি শিক্ষার্থীদের সাথে পড়ুন। প্রতিটি অনুচ্ছেদ সম্পর্কে তারা কী বুঝেছে তা জিজ্ঞাসা করুন।

ক| এসো বলি

'এসো বলি' অংশে আছে বিভিন্ন পেশার মানুষ নানা জিনিস তৈরি করতে কী কী উপকরণ ব্যবহার করেন তার ধারণা। জিনিস তৈরি বা বিক্রি করার জন্য এই পেশারজীবীদের আগে উপকরণ কিনতে হয়। 'এসো বলি' - এর ২য় অংশে, শিক্ষার্থীরা এসব পেশাজীবীর কাজ করতে দেখেছে কি না সে সম্পর্কে বলবে। এই কাজের সময় লক্ষ রাখবেন যেন সবাই সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে।

মূল্যায়ন :

যারা জিনিস তৈরি করে তাদের পেশাগুলোকে তালিকাবদ্ধ করুন এবং বিশেষভাবে আবার বলুন যে, সমাজে সব পেশার মানুষের গুরুত্ব সমান।

পাঠ ৪ : যারা জিনিস তৈরি করে
পৃষ্ঠা ২৪-২৫

শিখনফল :

৬.১.১। সমাজের বিভিন্ন ধরনের পেশার তালিকা তৈরি করতে পারবে।
৬.১.২। বিভিন্ন ধরনের পেশাজীবীর কাজের বর্ণনা দিতে পারবে।
৬.১.৩। সমাজে সব কাজ যে সমান গুরুত্বপূর্ণ তা উপলব্ধি করবে।

শিখন উপকরণ :

২৪-২৫ নং পৃষ্ঠার পাঠ ও ছবি

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- যারা জিনিস তৈরি করে, তাদের পেশাগুলো পুনরালোচনা করুন এবং এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের এই পেশাগুলোকে তালিকাবদ্ধ করতে বলুন।

খ| এসো লিখি

'এসো লিখি' অংশের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা এই পর্যন্ত যা শিখেছে তা যাচাই করা সম্ভব হবে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পুনঃ মূল্যায়ন করার এটি একটি ভালো সুযোগ। শিক্ষার্থীদের কাজ ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং যদি না বুঝতে পারে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন।

গ| আরও কিছু করি

এই অংশে শিক্ষার্থীদের কিছু সহযোগিতা করার প্রয়োজন হতে পারে, যেহেতু এখানে কাজের চক্র আঁকতে হবে, যা আগের পাঠে 'এসো বলি' অংশে শেখানো হয়েছে। প্রত্যেক কাজের জন্যই উপকরণ দরকার হয় এবং শ্রমিক যখন কোনো জিনিস তৈরি করেন, তখন তিনি সেই জিনিস বিক্রি করে, অর্থ উপার্জন করে তার পেশা টিকিয়ে রাখেন। কাজের চক্রটি এমন হতে পারে, যেমনঃ কুমার > কাদামাটি > মাটির পাত্র, অথবা দর্জি > কাপড় > শার্ট।

ঘ| যাচাই করি

'যাচাই করি' অংশটি প্রত্যেক শিক্ষার্থীর লেখার জন্য এবং সমাজে সব পেশার মানুষকে কেন সম্মান করব তার কারণ, প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিজের ভাষায় লিখবে। এ ক্ষেত্রে তারা মতামত দিতে পারে যে, সমাজে সব মানুষ সমান অথবা সমাজের জন্য সব ধরনের কাজ দরকার হয়।

মূল্যায়ন :

যারা জিনিস তৈরি করে তাদের পেশাগুলোর তালিকা তৈরি করুন এবং উপকরণ ব্যবহার করে জিনিস তৈরি করা এবং বিক্রি করার প্রক্রিয়া শিক্ষার্থীদের পুনরায় জিজ্ঞাসা করুন। পাঠ্যবইয়ের ৭৫ নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নে যারা জিনিস তৈরি করে তাদের পেশার উদাহরণ জানতে চাওয়া হয়েছে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন। যেমন–

- কুমার কী ধরনের কাজ করেন?
- দর্জি ও তাঁতি আমাদের কীভাবে উপকার করেন?
- রাজমিস্ত্রি কীভাবে ঘর-বাড়ি বানান?

৩ যারা সেবা দেন

চালক

চালক বাস, ট্রাক, ট্যাক্সি, রিকশা প্রভৃতি চালান। যানবাহনে করে চালক আমাদের বিভিন্ন জায়গায় আনা-নেওয়া করেন। চালক যানবাহনের সাহায্যে নানা রকমের মালপত্র আনা-নেওয়া করেন।

ডাক্তার ও নার্স

অসুখ হলে মানুষ ডাক্তারের কাছে যান। অনেক সময় হাসপাতালে ভর্তিও হন। নার্স হাসপাতালে রোগীদের সেবা করেন। তারা রোগীদের ওষুধ ও পথ্য খাওয়ান। নার্স ডাক্তারের কাজে সাহায্য করেন।

শিক্ষক

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের স্কুলে পড়ালেখা শেখান। তাঁরা খেলাধুলা, নাচ-গান, ছবি আঁকা ইত্যাদি বিষয় শিখতে সাহায্য করেন।

সমাজে প্রতিটি পেশাই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

ক| এসো বলি

প্রতিদিন তোমার আশেপাশে কোন পেশাজীবীদের কাজ করতে দেখা যায়? তাদের কাজ বর্ণনা কর।

খ| এসো লিখি

১. নিচের পেশাজীবীরা আমাদের কীভাবে সাহায্য করেন?

চালক ....

ডাক্তার ....

নার্স ....

শিক্ষক ....

২. নিচের তিনটি শিরোনামে বিভিন্ন পেশার নাম লেখ।

কারা উৎপাদন করেন	কারা তৈরি করেন	কারা সাহায্য করেন

গ| আরও কিছু করি

তুমি বড় হয়ে কী হতে চাও? তোমার জীবনের লক্ষ্য নিয়ে দুটি বাক্য লেখ ও ছবি আঁক।

ঘ| যাচাই করি

বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর।

ক) মাটি দিয়ে হাঁড়ি, কলস তৈরি করেন	কৃষক।
খ) রোগীকে ওষুধ ও পথ্য খাওয়ান	কুমার।
গ) ফসল ও সবজি চাষ করেন	রাজমিস্ত্রি।
ঘ) ইট, সিমেন্ট দিয়ে বাড়ি তৈরি করেন	নার্স।

পাঠ ৫ : যারা সেবা দেয়
পৃষ্ঠা ২৬-২৭

শিখনফল :

৬.১.১। সমাজের বিভিন্ন ধরনের পেশার তালিকা তৈরি করতে পারবে।
৬.১.২। বিভিন্ন ধরনের পেশাজীবীর কাজের বর্ণনা দিতে পারবে।
৬.১.৩। সমাজে সব কাজ যে সমান গুরুত্বপূর্ণ তা উপলব্ধি করবে।

শিখন উপকরণ :

২৬-২৭ নং পৃষ্ঠার পাঠ ও ছবি

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- যারা সেবা দেয় তাদের পেশার সাথে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করান। যারা সেবা দেয় এমন পেশার নাম শিক্ষার্থীদের জানা থাকলে জিজ্ঞাসা করুন। তারা বলতে পারে, রিকশাচালক অথবা দোকানদার অথবা চিকিৎসক। এই পেশাজীবীরা মূলত বিভিন্ন সেবা দান করে এবং যারা উৎপাদন করে কিংবা জিনিস তৈরি করে তাদের পেশা থেকে আলাদা।

- ২৬ নং পৃষ্ঠার পাঠ শিক্ষার্থীদের সাথে পড়ুন। প্রতিটি অনুচ্ছেদ সম্পর্কে তারা কী বুঝেছে তা জিজ্ঞাসা করুন।

ক| এসো বলি

প্রত্যেক শিক্ষার্থী 'এসো বলি' অংশের প্রশ্নের উত্তর দেবে এবং বোর্ডে তা লিখুন।এ ক্ষেত্রে যানবাহনগুলোর নাম হতে পারে ট্রাক, রিকশা, ভ্যান, ট্যাক্সি: হাসপাতালে কাজ করেন চিকিৎসক, নার্স, ক্লিনার, রন্ধনকারী, অফিস সহকারী : বিদ্যালয়ে কাজ করেন ক্লিনার, তত্ত্বাবধায়ক, ব্যবস্থাপক। এই কাজের সময় লক্ষ রাখবেন যেন সবাই সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে।

মূল্যায়ন :

যারা সেবা দান করেন তাদের পেশা সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে তা সংক্ষেপে বলুন।

পাঠ ৬ : যারা সেবা দেয়
পৃষ্ঠা ২৬-২৭

শিখনফল :

৬.১.১। সমাজের বিভিন্ন ধরনের পেশার তালিকা তৈরি করতে পারবে।
৬.১.২। বিভিন্ন ধরনের পেশাজীবীর কাজের বর্ণনা দিতে পারবে।
৬.১.৩। সমাজে সব কাজ যে সমান গুরুত্বপূর্ণ তা উপলব্ধি করবে।

শিখন উপকরণ:

২৬-২৭ নং পৃষ্ঠার পাঠ ও ছবি

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- যারা সেবা দান করে তাদের পেশা সম্পর্কে আগের পাঠগুলোতে যা শেখা হয়েছে তা পুনরালোচনা করুন।

খ | এসো লিখি

'এসো লিখি' - এর প্রথম কাজটি আগের পাঠে শেখা বিষয় থেকে নেওয়া হয়েছে এবং এই প্রশ্নগুলোর উত্তর বইয়ের ২৬ নং পৃষ্ঠার পাঠ থেকে পাওয়া যাবে। 'এসো লিখি' - এর দ্বিতীয় কাজটি এই অধ্যায়ের আগের পাঠে শেখা বিষয়গুলোর সার্বিক পুনরালোচনা। শিক্ষার্থীদের কাজ ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং যদি না বুঝতে পারে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন।

ঘ | যাচাই করি

'যাচাই করি' অংশটিতে আছে মিলকরণ, যার মাধ্যমে এই অধ্যায়ে শেখা বিষয়গুলোর সামষ্টিক মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে।

গ | আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' অংশটি শিক্ষার্থীদের নিজেদের পেশা নির্বাচনে এবং তাদের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণে কল্পনা করার অনেক বেশি সুযোগ করে দেবে।এ ক্ষেত্রে তাদের লেখনীর দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। সকল শিক্ষার্থী যেন অংশগ্রহণ করে সেদিকে খেয়াল করুন।

মূল্যায়ন :

সার্বিকভাবে পেশা সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে এবং সমাজে সব পেশার সমান গুরুত্ব বিষয়টি পুনরালোচনা করুন। পাঠ্যবইয়ের ৭৫ নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নে যারা সেবা দান করে তাদের পেশার উদাহরণ জানতে চাওয়া হয়েছে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন। যেমন–

- চালক আমাদের কীভাবে সাহায্য করেন?
- ডাক্তার না থাকলে আমাদের কী ধরনের অসুবিধা হতো?

অধ্যায় ৫

মানুষের গুণ

১ ভালো মানুষের গুণ

প্রত্যেক মানুষের কিছু গুণ থাকে। এই গুণগুলোর জন্যই মানুষ আলাদা। এখন আমরা মানুষের এই গুণগুলো সম্পর্কে জানব। একটি গল্প দিয়ে শুরু করা যাক। আজকে রাজুর প্রিয় শিক্ষক জালাল স্যারের বিদায় অনুষ্ঠান। তাই রাজু তার মাকে স্কুলে নিয়ে এসেছে।

প্রধান শিক্ষক তাঁর বক্তব্যে বললেন, "জালাল স্যার একজন সৎ ও ভালো মানুষ। তাঁর মতো মানুষই আমাদের প্রয়োজন।" রাজু মাকে প্রশ্ন করল, "ভালো মানুষের কী কী গুণ থাকে?"

মা বললেন, "ভালো মানুষ সবার সাথে ভালো ব্যবহার করেন। কারও ক্ষতি না করে উপকার করেন। সত্যি কথা বলেন। বড়দের সম্মান করেন। ছোট-বড় সবাইকে ভালোবাসেন। নিয়ম মেনে চলেন। কোনো মানুষকে কথা দিলে তা রাখেন। ভালো মানুষকে সবাই পছন্দ করেন। যেমন তুমি তোমার জালাল স্যারকে পছন্দ কর। তুমিও যদি এই গুণগুলো অর্জন কর তাহলে অন্যরা তোমাকেও ভালো মানুষ বলবে, পছন্দ করবে।"

জালাল স্যার

ক| এসো বলি

আমাদের কার কী কী গুণ ও দোষ আছে? শিক্ষক বোর্ডে তার একটি তালিকা তৈরি করবেন।

খ| এসো লিখি

গল্পটি থেকে শিক্ষকের ভালো গুণগুলো লেখ, কাজটি জোড়ায় কর।

ভালো মানুষের গুণগুলো লেখ	
১.	
২.	
৩.	
৪.	

গ| আরও কিছু করি

তিনজনের একটি দলে ভালো ও মন্দ কাজের ভূমিকাভিনয় কর।
শ্রেণিকক্ষে একজন হঠাৎ পড়ে যাওয়ার অভিনয় করবে। তার বই-খাতা চারিদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়বে। আরেকজন সহপাঠী তা দেখে হাসবে। তখন অন্য একজন সহপাঠী তাকে উঠতে সাহায্য করবে এবং তার বই-খাতা গুছিয়ে দেবে।

এ রকম আরও কিছু ঘটনা নিয়ে চিন্তা কর।

ঘ| যাচাই করি

অল্প কথায় উত্তর দাও।
আমরা কেন ভালো মানুষ হব?

অধ্যায় ৫ঃ মানুষের গুণ

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা :

৮.১ কয়েকটি নৈতিক গুণাবলির তালিকা তৈরি করবে।
৮.২ বাড়িতে ও বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও নৈতিক গুণাবলি চর্চা করবে।

শিখনফল :

৮.১.১ কয়েকটি নৈতিক গুণাবলির তালিকা তৈরি করবে।
৮.২.১ বিভিন্ন ধরনের নৈতিক গুণাবলি অর্জন করবে।
৮.২.২ ভালোমন্দের পার্থক্য করতে পারবে।
৮.২.৩ বাস্তব জীবনে এসব গুণাবলির চর্চা করবে।

পাঠ বিভাজন : এ অধ্যায়কে ৬টি পাঠে বিভাজিত করা হয়েছে।

পাঠ ১ : ভালো গুণ

পৃষ্ঠা ২৮-২৯

শিখনফল :

৮.১.১ কয়েকটি নৈতিক গুণাবলির তালিকা তৈরি করবে।
৮.২.১ বিভিন্ন ধরনের নৈতিক গুণাবলি অর্জন করবে।

শিখন উপকরণ :

পাঠ্যবইয়ে পৃষ্ঠা নং ৩২-৩৩

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- গুণ ও আচরণ কী এবং এই দুটি বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য কী তা দিয়ে পাঠ শুরু করুন। গুণ হলো একজন মানুষের ভেতরের প্রকৃতি এবং আচরণ হলো মানুষের কাজের বহিঃপ্রকাশ ।

- পৃষ্ঠা ২৮ এর পড়াটি শ্রেণিতে পড়ান এবং শিক্ষার্থীদের অভিনয় করান। একজন শিক্ষার্থী ঘটনাটি বর্ণনা দেবে, আরেকজন হবে প্রধান শিক্ষক, অন্যজন রাজু এবং আরেকজন হবে মা। আরেকজন শিক্ষার্থী জালাল স্যার সাজতে পারে।

ক| এসো বলি

'এসো বলি' অংশে শিক্ষক বোর্ডে দাগ টেনে দুই ভাগ করুন। এক ভাগ গুণ ও অন্য ভাগটি দোষের জন্য ব্যবহার করুন। শিক্ষার্থীরা গুণ ও দোষ বলবে এবং বোর্ডের কোন অংশে কোনটি যাবে তা বলবে। যেমনঃ মা-বাবার কথা শোনা, পড়া না করা ইত্যাদি। এই আলোচনার মাধ্যমে তারা পাঠে যা শিখল তার

তাৎক্ষণিক চর্চা হবে। আলোচনা শেষে পুনরায় মনে করিয়ে দেবেন এগুলো আমাদের সামাজিক বৈচিত্র্যের অংশ।

মূল্যায়ন :

ভালো গুণ ও দোষ নিয়ে যা পড়ানো হলো তার সারসংক্ষেপ করান।

পাঠ ২ : ভালো গুণ

পৃষ্ঠা ২৮-২৯

শিখনফল :

৮.১.১ কয়েকটি নৈতিক গুণাবলির তালিকা তৈরি করবে।
৮.২.১ বিভিন্ন ধরনের নৈতিক গুণাবলি অর্জন করবে।

শিখন উপকরণ :

পাঠ্যবইয়ের ২৮-২৯ নং পৃষ্ঠা

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- পূর্বের পাঠের পুনরালোচনা করুন।

খ| এসো লিখি

শিক্ষার্থীরা জোড়ায় জোড়ায় পাঠের ওপর ভিত্তি করে ভালো গুণের তালিকা তৈরি করবে। পাঠে ছয়টি ভালো গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো ছাড়াও শিক্ষার্থীরা আরও ভালো গুণের কথা লিখতে পারে। শিক্ষার্থীদের লেখা তত্ত্বাবধান করুন।

গ| আরও কিছু করি

এই অংশে যে শিক্ষার্থীরা অভিনয়ে আগ্রহী তারা ছাড়াও অন্য শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে উৎসাহিত করুন। যে ঘটনা দেওয়া আছে সেটা ছাড়াও শিক্ষার্থীরা এই ধরনের অন্যান্য ঘটনাগুলো নিয়ে কথা বলবে ও নাটকের দৃশ্য পরিবর্তন করবে। তারা এই নাটকের পুনরাবৃত্তি করতে পারে, ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষার্থীরা অভিনয়ে অংশগ্রহণ করবে। নাটকের কোন দৃশ্যটি সবচেয়ে বাস্তবসম্মত হয়েছে তা নিয়ে আলোচনার সময় দিন।

ঘ| যাচাই করি

যাচাই-এর প্রশ্নটির মাধ্যমে এই অধ্যায়ে শিক্ষার্থীরা যা শিখল তার ওপর আলোকপাত করা হবে। পাঠে দেওয়া আছে, "তাহলে অন্যরা তোমাকেও ভালো মানুষ বলবে, পছন্দ করবে।", তবে শিক্ষার্থীরা এই চ্যাপ্টারে যা শিখেছে তার ওপর ভিত্তি করে আরও অন্য কোনো উত্তর দিতে পারে।

২০ মিনিট

মূল্যায়ন :

শিক্ষার্থীরা তাদের লেখা পরস্পরের সাথে বিনিময় করবে এবং দেখবে যাচাই এ কে কী লিখেছে। পাঠ্যবইয়ের ৭৫ নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক মুনা প্রশ্নে ভালো শিক্ষক নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন। যেমন–

- একজন ভালো শিক্ষকের কী কী গুণ থাকে?

২ ভালো কাজ করা

আমরা বড়দের সম্মান করব, অন্যদের সাহায্য করব এবং সবাইকে সমান চোখে দেখব। এগুলো ভালো কাজ। আমরা সত্য কথা বলব। সকলের সাথে ভালো ব্যবহার করব। ছোট-বড় সবাইকে ভালোবাসব। নিয়ম মেনে চলব।

পাশে একটি ভালো কাজের ছবি দেখ।

একটি ভালো কাজ

একজন ভালো মানুষ

একটি সত্যি ঘটনা

খবরের কাগজে একবার একটি খবর ছাপা হয়েছিল। একজন মানুষ ছিলেন অনেক গরিব। একদিন তিনি রাস্তায় চলতে গিয়ে টাকা-ভর্তি একটি ব্যাগ পান। সেই টাকা তিনি নিজে না নিয়ে পুলিশের কাছে জমা দেন। তার এই ভালো কাজের কথা সবাই জানতে পারে। অনেকে তাকে পুরস্কৃত করেন আর সকলে তাঁকে প্রশংসা করেন।

ক | এসো বলি

একজন বন্ধুর সাথে আলোচনা কর :

তুমি কেন ভালো কাজ কর ?

তুমি কেন খারাপ কাজ কর না ?

খ | এসো লিখি

চিন্তা কর তুমি এই সপ্তাহে কী কী কাজ করেছ। এরপর নিচের ছকে লেখ।

ভালো কাজ	মন্দ কাজ

গ | আরও কিছু করি

এখন একটি ভূমিকাভিনয় কর। এখানে তুমি সেই লোকটির সাক্ষাৎকার নেবে যিনি ব্যাগটি পুলিশকে দিয়েছেন। কাজটি জোড়ায় কর এবং নিচের প্রশ্নগুলোর মতো কিছু প্রশ্ন করতে পার :

- কেন লোকটি পুলিশকে ব্যাগটি দিয়েছেন ?
- তিনি এখন কেমন অনুভব করছেন ?
- তিনি উপহারের এত টাকা দিয়ে কী করবেন ?

ঘ | যাচাই করি

উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

১. ভালো মানুষকে সমাজের সকলেই.........................করে।

২. আমরা সবসময় বড়দের...................করব।

৩. প্রয়োজনে অন্যকে.................. করার চেষ্টা করব।

পাঠ ৩ : ভালো কাজ করা
পৃষ্ঠা ৩০-৩১

শিখনফল :
৮.২.২ ভালোমন্দের পার্থক্য করতে পারবে।
৮.২.৩ বাস্তবজীবনে এসব গুণের চর্চা করবে।

শিখন উপকরণ :
পাঠ্যবইয়ের ৩০-৩১ পৃষ্ঠা এবং এই বিষয়ের ওপর যদি কোনো ঘটনা জানা থাকে তা ব্যবহার করতে পারেন।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- ভালো গুণ ও আচরণ বিষয়ে যা পড়ানো হয়েছে তা পুনরালোচনা করুন। এই অধ্যায়ের তৃতীয় পাঠে ভালো কাজের উদাহরণ সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা জানবে।
- পাঠের প্রথম অনুচ্ছেদ পড়ান। শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন, কতগুলো ভালো কাজের কথা এখানে বলা হয়েছে? কতগুলো খারাপ কাজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে? শিক্ষার্থীদের আরও উদাহরণ দিতে বলুন।
- এবার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদটি পড়ুন। এটি একটি সত্য ঘটনা যা সংবাদপত্রে ছাপানো হয়েছিল এবং এখনো ইন্টারনেটে আছে। শিক্ষার্থীদের এই ঘটনা পড়ে কী মনে হচ্ছে? ছবিতে দেখা মানুষটিকে দেখে কী মনে হয়? তারা যদি এই পরিস্থিতিতে পড়ত তাহলে কী করত?

ক| এসো বলি

শিক্ষার্থীদের জোড়ায় কথা বলতে দিন। এতে করে সে মন খুলে কথা বলতে পারবে। তাদের ভালো বা মন্দ কাজের পেছনের কারণ খুঁজতে উৎসাহিত করুন। এই সময়ে লক্ষ রাখবেন যেন সবাই অংশগ্রহণের সুযোগ পায়।

মূল্যায়ন :
শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন যে সহপাঠীর কাছে তাদের কাজ নিয়ে কথা বলা সহজ ছিল কি না।

পাঠ ৪ : ভালো কাজ করা
পৃষ্ঠা ৩০-৩১

শিখনফল :
৮.২.২ ভালোমন্দের পার্থক্য করতে পারবে।
৮.২.৩ বাস্তবজীবনে এসব গুণের চর্চা করবে।

শিখন উপকরণ:

পাঠ্যবইয়ের ৩০-৩১ পৃষ্ঠা

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- পূর্বের পাঠ থেকে ভালো ও মন্দ কাজ নিয়ে পুনরালোচনা করুন।

খ| এসো লিখি

এই অংশটি শিক্ষার্থীদের নিজেদের কাজ নিয়ে ভাবতে সাহায্য করবে এবং কাজটি ভালো না খারাপ কাজ ছিল তা বিবেচনা করবে। শিক্ষার্থীদের কাজ ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং যদি না বুঝতে পারে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন।

গ| আরও কিছু করি

পাঠে উল্লেখিত ঘটনায় ফিরে যান এবং শিক্ষার্থীদের ভূমিকাভিনয় করতে দিন। শিক্ষার্থীরা এর মাধ্যমে কিছুটা হলেও ভালো লোকটির কাজ উপলব্ধি করতে পারবে। তারা এই ঘটনার ভিন্নরূপও দিতে পারে। এই ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধান করতে হবে। কাজটিতে তাদের সাহায্য করুন এবং তাদের যেকোনো ধরনের সৃজনশীলতায় প্রশংসা করুন।

ঘ| যাচাই করি

যাচাই-এর প্রশ্নটি শিক্ষার্থীদের এই অধ্যায়ের ওপর আলোকপাত করতে সহায়তা করবে। প্রশ্ন ১ পৃষ্ঠা ২৮, প্রশ্ন ২ ও ৩ পৃষ্ঠা ৩০ এর পাঠ থেকে নেওয়া।

মূল্যায়ন :

পুরো অধ্যায়টি নিয়ে সারসংক্ষেপ করুন এবং ভালো গুণ ও কাজের মধ্যে পার্থক্য কী তা বলুন। জিজ্ঞেস করুন, আমরা কোনটি পরিবর্তন করতে পারি—গুণ নাকি কাজ? যারা ভালো গুণের অধিকারী তাদের কেন মানুষ পছন্দ করে? শিক্ষার্থীরা যখন ভালো কাজ করে তখন তাদের কেমন বোধ হয়? পাঠ্যবইয়ের ৭৫ নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নে ভালো কাজ নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন। যেমন,

- ভালো মানুষ কী ধরনের কাজ করে থাকে?
- ভালো মানুষের কী কী গুণ থাকে?

অধ্যায় ৬

সামাজিক পরিবেশের উন্নয়ন

১ পরিবারকে সাহায্য করা

আমরা পরিবারে বাস করি। পরিবারে মা, বাবা, ভাই, বোন থাকেন। কোনো কোনো পরিবারে দাদা, দাদি, চাচা, চাচি বা অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন থাকেন।

পরিবারে আমরা সকলে একে অপরকে ভালোবাসি, স্নেহ ও শ্রদ্ধা করি। পরিবারে নানা ধরনের কাজে আমরা সাহায্য করতে পারি। আমাদের বই, খাতা, কলম এবং ব্যাগ নিজেরা গুছিয়ে রাখব। নিজেদের পোশাক সুন্দর করে সাজিয়ে রাখব। আমাদের ছোট ভাই-বোনদের জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখব। মা-বাবার বিভিন্ন কাজে সাহায্য করব।

পরিবারের কাজে সাহায্য করা

ক | এসো বলি

পরিবারে কীভাবে একে অপরকে সহযোগিতা কর তা ছোট দলে আলোচনা কর।
পরিবারে কার কী দায়িত্ব? শ্রেণিতে আলোচনা কর।

খ | এসো লিখি

পরিবারের প্রতিদিনের কাজে কীভাবে আরেকজন সদস্যকে সাহায্য করা যায় তা লেখ।

....

....

....

....

গ | আরও কিছু করি

এসো লিখি-তে যা লিখেছ তা আলোচনা কর এবং তুমি বাড়িতে করতে চাও এমন যে কোনো একটি কাজ ঠিক কর। কাজটি নিয়ে পরিবারে সবার সাথে আলোচনা কর।

ঘ | যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দাও।

আমরা সবাই পরিবারে কী করব?

ক) পরস্পরের কাজে সাহায্য করব   খ) নিজের ইচ্ছেমতো কাজ করব
গ) আনন্দে ঘুরে বেড়াব   ঘ) সকলে যার যার মতো থাকব

অধ্যায় ৬: পরিবেশের উন্নয়ন

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা :

৯.১ পরিবার ও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড চিহ্নিত করতে পারবে এবং এগুলোতে অংশগ্রহণ করবে।

শিখনফল :

৯.১.১ পরিবারের দৈনন্দিন কাজ পর্যবেক্ষণ করে তালিকা তৈরি করবে।
৯.১.২ পরিবারের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় কাজ শনাক্ত করতে পারবে।
৯.১.৩ বিদ্যালয়ের উন্নয়নে সহায়ক কাজ চিহ্নিত করতে পারবে।
৯.১.৪ পরিবার ও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করবে।

পাঠ বিভাজন : এ অধ্যায়কে ৬টি পাঠে বিভাজিত করা হয়েছে।

পাঠ ১ : পরিবারকে সাহায্য করা

পৃষ্ঠা ৩২-৩৩

শিখনফল :

৯.১.১ পরিবারের দৈনন্দিন কাজ পর্যবেক্ষণ করে তালিকা তৈরি করবে।
৯.১.২ পরিবারের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় কাজ শনাক্ত করতে পারবে।

শিখণ উপকরণ :

পাঠ্যবইয়ে পৃষ্ঠা নং ৩২-৩৩

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- এই অধ্যায়ে শিক্ষার্থীরা পরিবার, বিদ্যালয় ও বাড়িতে সাহায্য করার বিষয়ে জানবে। অধ্যায় ৫-এর বিষয় ও কাজের সাথে এই অধ্যায়ের প্রথম বিষয়বস্তু 'পরিবারকে সাহায্য করা' সম্পর্কিত। আবার চ্যাপ্টার ২ ও ৩ স্থানীয় পরিবেশের উন্নয়নের ওপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করতে পারেন তারা চারপাশের পরিবেশের উন্নয়নে কীভাবে সাহায্য করে।

- শ্রেণিতে সবার সাথে পৃষ্ঠা নং ৩২ এর পাঠটি পড়ুন। শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন, পরিবারে কোন কোন ভালো কাজ করা যায়? পরিবারের সদস্যরা অন্যান্য কী কী কাজ করে? কাজের দিক থেকে একটি পরিবার কি অন্য পরিবার থেকে আলাদা?

ক| এসো বলি

শিক্ষার্থীদের ছোট দলে নিজেদের পরিবার নিয়ে কথা বলতে দিন। পরিবারে কে সবচেয়ে বেশি কাজ করে?

যাদের ভাই-বোন আছে তারা কী পরিবারের কাজে সাহায্য করে? আলোচনার পরে শ্রেণিতে সবাইকে এই বিষয় নিয়ে কথা বলতে দিন। এই আলোচনার মাধ্যমে তারা পাঠে যা শিখল তার তাৎক্ষণিক চর্চা হবে। আলোচনা শেষে পুনরায় মনে করিয়ে দেবেন এগুলো আমাদের সামাজিক বৈচিত্র্যের অংশ।

মূল্যায়ন :

সারসংক্ষেপে বলুন ৫ম অধ্যায়ে শেখা ভালো কাজগুলো কীভাবে পরিবারেও করা যায়।

পাঠ ২ : বাড়িতে সাহায্য করা

পৃষ্ঠা ৩২-৩৩

শিখনফল :

৯.১.১ পরিবারের দৈনন্দিন কাজ পর্যবেক্ষণ করে তালিকা তৈরি করবে।
৯.১.২ পরিবারের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় কাজ শনাক্ত করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

পাঠ্যবইয়ের ৩২-৩৩ পৃষ্ঠা

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- পরিবারে কীভাবে সাহায্য করা যায় পুনরালোচনা করুন।

খ| এসো লিখি

এই অংশে শিক্ষার্থীরা এই পাঠ থেকে যা শিখেছে লিখবে। পরিবারে কীভাবে সাহায্য করা যায় সেই বিষয়ে পাঠ্যাংশ থেকে শিক্ষার্থীরা ধারণা নিতে পারবে। ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের লেখা পর্যবেক্ষণ করুন।

গ| আরও কিছু করি

এই অংশে, শিক্ষার্থী 'এসো লিখি' অংশে যা লিখবে তা পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে আলোচনা করতে বলা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী শ্রেণিতে যা শিখল তা পরিবারে আলোচনা করার সুযোগ পাবে এবং যে কাজের সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা পরিবার করার সুযোগ পাবে। শিক্ষার্থীদের মনে কাজটির জন্য উৎসাহ সৃষ্টি করতে পারেন।

ঘ| যাচাই করি

'যাচাই করি' অংশটি খুব সহজ। উত্তর (ক) পরস্পরকে কাজে সাহায্য করব।

মূল্যায়ন :

শিক্ষার্থীরা কীভাবে ভালো কাজের মাধ্যমে পরিবারকে সাহায্য করতে পারে তা সারসংক্ষেপ করুন।

পাঠ্যবইয়ের ৭৫ নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নে বাড়ির কাজ নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে।পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন। যেমন–

- বাড়িতে কেন একে অপরকে সাহায্য করব?
- পরিবারে আমার কী কী কাজ?

২ বাড়িতে সাহায্য করা

আমরা বাড়িতে অনেক কাজ করতে পারি। আমরা ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখব। খাবার ও পানি এনে খাবার টেবিলে রাখব। অপরিচ্ছন্ন স্থান পরিষ্কার করার কাজে সাহায্য করব। আঙিনায় গাছ লাগাব ও পানি দেব। আমরা সবাই পরিবারের কাজে পরস্পরকে সাহায্য করব। সুখী পরিবার গড়ে তুলব।

পরিবারের কাজে সাহায্য করা

ক| এসো বলি

বাড়িতে কোন কোন কাজে তোমরা সাহায্য কর? সবাই মিলে বল।
কাজগুলো শিক্ষক বোর্ডে তালিকা আকারে লিখবেন।

খ| এসো লিখি

নিচের ছকের কাজগুলো দেখ, তুমি কোন কোন কাজে সাহায্য কর তা উদাহরণ দিয়ে ছকটি পূরণ কর।

গুছিয়ে রাখা	কিছু এনে সাহায্য করা	পরিষ্কার করা

গ| আরও কিছু করি

পরিবারের সদস্যদের সাথে মিলে সপ্তাহের প্রতিদিন কী কী কাজ করবে তার তালিকা তৈরি কর।

রবিবার	সোমবার
১.	১.
২.	২.
৩.	৩.

ঘ| যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দাও।
পরিবারের কাজে সাহায্য করা হলো-
ক) শখ খ) আনন্দ গ) কষ্ট ঘ) কর্তব্য

পাঠ ৩ : বাড়িতে সাহায্য করা

পৃষ্ঠা ৩৪-৩৫

শিখনফল :

৯.১.১ পরিবারের দৈনন্দিন কাজ পর্যবেক্ষণ করে তালিকা তৈরি করবে।

৯.১.২ পরিবারের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় কাজ শনাক্ত করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

পাঠ্যবইয়ের ৩৪-৩৫ পৃষ্ঠা

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- বিষয়বস্তু ২ এর পাঠে পরিবারকে সাহায্য করতে ঘরের ভেতরের কাজের পাশাপাশি বাইরের কাজের গুরুত্বের কথা বলা হয়েছে।
- শ্রেণিতে ৩৪ পৃষ্ঠার পাঠটি পড়ান। শিক্ষার্থীদের পাঠের ছবিটি দেখান এবং প্রশ্ন করুন ছবিতে যে মেয়ে ও ছেলেটিকে দেখা যাচ্ছে, তাদের নাম কী?
  - ছেলেটি কেন গাছ লাগাচ্ছে?
  - গাছের চারা সে কোথায় পেয়েছে?
  - মেয়েটি কেন মুরগিগুলোকে খাওয়াচ্ছে?
  - এগুলো কাদের মুরগি?
  - এই ছেলে ও মেয়েটি ফুল দিয়ে কী করবে?
  - বাড়ির ভেতরে কি তাদের দাদা-দাদি আছেন?
  - ছেলে ও মেয়েটির কাজ দেখে কী তারা খুশি হবেন? কেন?

ক| এসো বলি

শিক্ষার্থীরা বাড়িতে কী কী কাজে সাহায্য করে জিজ্ঞেস করুন এবং বোর্ডে তালিকা আকারে লিখুন। এই সময়ে লক্ষ রাখবেন যেন সবাই অংশগ্রহণের সুযোগ পায়।

মূল্যায়ন :

বাড়িতে ও পরিবারে কাজের সাহায্য নিয়ে সারসংক্ষেপ করান।

পাঠ ৪ : বাড়িতে সাহায্য করা

পৃষ্ঠা ৩২-৩৩

শিখনফল :

৯.১.১ পরিবারের দৈনন্দিন কাজ পর্যবেক্ষণ করে তালিকা তৈরি করবে।

৯.১.২ পরিবারের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় কাজ শনাক্ত করতে পারবে।

শিখন উপকরণ:

পাঠ্যবইয়ের ৩২-৩৩ পৃষ্ঠা

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- শিক্ষার্থীরা বাড়িতে কীভাবে সাহায্য করতে পারে তা পুনরালোচনা করুন। এই পাঠের মাধ্যমে বাস্তবজীবনে শিক্ষার্থীরা যা করবে তার ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে।

খ | এসো লিখি

এই অংশটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন কাজের পরিকল্পনা ও শ্রেণিকরণ করবে।

গ | আরও কিছু করি

এই অংশের কাজটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পরিকল্পিত কাজগুলো পরিবারের সদস্যদের সাথে দৈনিক কার্যপরিকল্পনায় পরিণত করবে। এই কাজটি শিক্ষার্থীদের আরও গভীরভাবে চিন্তা করতে সাহায্য করবে। এ ক্ষেত্রে আপনি শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে তাদের ইচ্ছা ও পরিকল্পনা করার মানসিকতা সম্পর্কে জানতে পারেন।

ঘ | যাচাই করি

উত্তর হবে খ) আনন্দ, তবে যদি শিক্ষার্থীরা অন্য উত্তরও দিতে পারে।

মূল্যায়ন :

বাড়ির কাজে সাহায্যের ওপর এটিই শেষ পাঠ, শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন তারা পরিবারে ও বাড়িতে সাহায্য করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার কোনো প্রভাব আছে কি না।পাঠ্যবইয়ের ৭৫ নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নে বাড়ির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিয়ে সংক্ষিপ্ত কিছু প্রশ্ন করা হয়েছে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন। যেমন–

- বাড়ি পরিষ্কার রাখার জন্য আমাদের কী কী করা উচিত?

৩ বিদ্যালয়ে সাহায্য করা

শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার করা

আমরা বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করি। খেলাধুলা করি। পরিবারের মতো বিদ্যালয়ের উন্নয়নেও আমরা অনেক কাজ করতে পারি। আমরা শ্রেণিকক্ষের চেয়ার-টেবিল সাজিয়ে রাখব। বোর্ড পরিষ্কার রাখব। শ্রেণিকক্ষে যেখানে সেখানে ময়লা ফেলব না।

আর শ্রেণিকক্ষের বাইরে, বিদ্যালয়ের মাঠ পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করব। বাগানে ফুলের গাছ লাগাব ও যত্ন নেব।

আমরা শ্রেণিতে মনোযোগী হব এবং শিক্ষককে সহযোগিতা করব। আমরা শ্রেণিকক্ষে গন্ডগোল করব না। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শৃঙ্খলার সাথে অংশগ্রহণ করব।

বিদ্যালয়ের মাঠ পরিষ্কার করা

ক| এসো বলি

বিদ্যালয়ে উন্নয়নমূলক কাজে অংশ নেওয়ার অনেক উপায় আছে। শিক্ষকের সাহায্যে নিচের তিনটি শিরোনামে তালিকা তৈরি করে বল।

শ্রেণিকক্ষের ভিতরে	শ্রেণিকক্ষের বাইরে	পাঠ চলাকালীন সময়ে

আরও কোনো উন্নয়নমূলক কাজের কথা কী তোমার মনে আসছে?

খ| এসো লিখি

বিদ্যালয়ের জন্য প্রয়োজন এমন চারটি উন্নয়নমূলক কাজের তালিকা তৈরি কর, কাজটি জোড়ায় কর।

গ| আরও কিছু করি

সপ্তাহের প্রতিদিন বিদ্যালয়ে কী ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ করা যায়? ছোট দলে ৫ দিনের একটি পরিকল্পনা কর।

রবিবার................................ সোমবার.............................

মঙ্গলবার............................. বুধবার..............................

বৃহস্পতিবার..........................

প্রতিটি দলের সাথে পরিকল্পনা বিনিময় কর এবং শ্রেণিকক্ষের জন্য সবাই মিলে একটি পরিকল্পনা বানাও।

ঘ| যাচাই করি

অল্প কথায় উত্তর দাও।

বিদ্যালয়ে আবর্জনা ফেলা থেকে কীভাবে আমরা সবাইকে বিরত রাখতে পারি?

পাঠ ৫ : বিদ্যালয়ে সাহায্য করা

পৃষ্ঠা ৩৬-৩৭

শিখনফল :

৯.১.৩ বিদ্যালয়ের উন্নয়নে সহায়ক কাজ চিহ্নিত করতে পারবে।
৯.১.৪ পরিবার ও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করবে।

শিখন উপকরণ :

পাঠ্যবইয়ের ৩৬-৩৭ পৃষ্ঠা

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- বিদ্যালয়ের পরিবেশ উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করুন। শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন বিদ্যালয়ের পরিবেশের কোন বিষয়টি তাদের ভালো লাগে এবং কোনটি ভালো লাগে না? বোর্ডে দুটি তালিকা তৈরি করুন।
- পৃষ্ঠা নং৩৬-এর পাঠটি পড়ান। বিদ্যালয়ের পরিবেশ উন্নয়নে সহায়তা করাকে শিক্ষার্থীরা কি তাদের দায়িত্ব মনে করে? এর থেকে কী উপকার হবে?

ক| এসো বলি

এ কাজটি সম্মিলিত কাজের পরিকল্পনার প্রথম ধাপ। য কাজগুলো করা প্রয়োজন শিক্ষার্থীরা যে কাজগুলো প্রথমে শ্রেণিকরণ করবে। শিক্ষার্থীদের প্রথমে উপলব্ধি করতে হবে কী পরিবর্তন করা প্রয়োজন। তাহলেই তারা নতুন কিছু করার জন্য উদ্দীপ্ত হবে। এই সময়ে লক্ষ রাখবেন যেন সবাই অংশগ্রহণের সুযোগ পায়।

মূল্যায়ন :

এই পাঠটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারবে কোনটি ভালো, কোনটি খারাপ, কী পরিবর্তন করা প্রয়োজন ও কে এই কাজগুলো করবে। শিক্ষার্থীরা যেন পরিকল্পনাটি নিজেদের হিসেবে বিবেচনা করে। এই বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।

পাঠ ৬ : বিদ্যালয়ে সাহায্য করা

পৃষ্ঠা ৩৬-৩৭

শিখনফল :

৯.১.৩ বিদ্যালয়ের উন্নয়নে সহায়ক কাজ চিহ্নিত করতে পারবে।
৯.১.৪ পরিবার ও বিদ্যালয়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করবে।

শিখন উপকরণ :

পাঠ্যবইয়ের ৩৬-৩৭ পৃষ্ঠা

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- বিদ্যালয়ের পরিবেশ উন্নয়নে কী করা প্রয়োজন তা পুনরালোচনা করুন। অধ্যায় ৭-এর শেষে শিক্ষার্থীরা আরও বিস্তারিত পরিকল্পনা তৈরি করবে।

খ| এসো লিখি

'এসো লিখি'র মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা আগের পাঠে যেসব ধারণা পেয়েছে সেগুলো নিয়ে আরও গভীরভাবে চিন্তা করার সুযোগ পাবে। শিক্ষার্থীদের কাজ ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং যদি না বুঝতে পারে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন।

গ| আরও কিছু করি

শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে সাপ্তাহিক কাজ বিভাজন করবে। শিক্ষক দলীয় পরিকল্পনা তৈরি করতে সাহায্য করবেন। শিক্ষার্থীরা যদি কাজটি বুঝতে না পারে, তাহলে বিভিন্ন প্রশ্ন করে তাদের কল্পনা করতে সাহায্য করবেন।

ঘ| যাচাই করি

যাচাই-এর প্রশ্নটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়ে চিন্তা করার সুযোগ পাবে। এই বিষয়ে তারা ৭ম অধ্যায়ে আরও ব্যাপক ধারণা লাভ করবে। তারা বিদ্যালয় পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য আবর্জনা ফেলা থেকে কীভাবে বিরত রাখা যায় তা নিয়ে কাজ করবে এবং পরবর্তী অধ্যায়ে জাতীয় পরিবেশ উন্নয়নে কী ধরনের সচেতনতা প্রয়োজন সে সম্পর্কে জানবে।

মূল্যায়ন :

পাঠের সারসংক্ষেপ করুন এবং উল্লেখ করুন কীভাবে যেকোনো কাজ ছোট থেকে শুরু হয়ে পরবর্তী সময়ে বড় একটি কাজে রূপান্তরিত হয়। এটি ৭ম অধ্যায়ের জন্য তাদের প্রস্তুত করবে। পাঠ্যবইয়ের ৭৫ নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নে বিদ্যালয়ের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিয়ে সংক্ষিপ্ত কিছু প্রশ্ন করা হয়েছে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন। যেমন-

- বিদ্যালয় পরিষ্কার রাখার জন্য আমাদের কী কী করা উচিত?
- বিদ্যালয়ের সবাই মিলে কোন কাজটি করা যায়?

অধ্যায় ৭

পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ ও সংরক্ষণ

১ পরিবেশ দূষণের কারণ

মানুষ কীভাবে পরিবেশ দূষণ করছে তা নিচের ছবির মাধ্যমে দেখানো হলো।

- বায়ুদূষণ
- মাটিদূষণ
- বর্জ্যদূষণ
- পানিদূষণ
- শব্দদূষণ
- মানুষসৃষ্ট দূষণ

ক | এসো বলি

১. পাশের কোন ছবিতে কী দূষণ হচ্ছে বল।
২. বিভিন্ন ধরনের দূষণ নিয়ে দলে আলোচনা কর।

খ | এসো লিখি

ছবিতে কোনটি কোন ধরনের দূষণ তা দেখ এবং নিচের বাক্যগুলো লিখে সম্পূর্ণ কর।

বায়ুতে যে দূষণ....................................... ।
পানিতে যে দূষণ...................................... ।
মাটিতে যে দূষণ...................................... ।
রাস্তায় শব্দের ফলে যে দূষণ........................... ।
রাস্তায় আবর্জনার ফলে যে দূষণ....................... ।
মানুষের দ্বারা সৃষ্ট যে দূষণ.............................. ।

গ | আরও কিছু করি

নিচে ছকে ৬ ধরনের দূষণ লেখ ও উদাহরণ দাও।

প্রাকৃতিক পরিবেশের দূষণ	সামাজিক পরিবেশের দূষণ

ঘ | যাচাই করি

অল্প কথায় উত্তর দাও।

রাস্তায় ময়লা-আবর্জনা ফেলা থেকে কীভাবে আমরা সবাইকে বিরত রাখতে পারি?

অধ্যায় ৭: পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ ও সংরক্ষণ ও সংরক্ষণ

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা :

১১.১। পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখার গুরুত্ব বুঝবে।
১১.২। পরিবেশদূষণজনিত কয়েকটি সামাজিক সমস্যা চিহ্নিত করতে পারবে।
১১.৩। পরিবেশের উন্নয়ন ও সংরক্ষণে অংশগ্রহণ করবে।

শিখনফল :

১১.১.১। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর জীবনে সুন্দর ও সুস্থ পরিবেশের গুরুত্ব বলতে পারবে।
১১.২.১। আমাদের দেশে পরিবেশ দূষণজনিত কয়েকটি সমস্যা (বর্জ্য, অপরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাট, পানিদূষণ, বায়ুদূষণ ইত্যাদি) সম্পর্কে বলতে পারবে।
১১.২.২। সামাজিক, পরিবেশগত এবং কৃষি উৎপাদনজনিত সমস্যা বলতে পারবে।
১১.২.৩। পরিবেশদূষণ যে দেশের একটি বড় সমস্যা তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
১১.৩.১। পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে অংশগ্রহণ করবে।

পাঠ বিভাজন : এ অধ্যায়কে ৬টি পাঠে বিভাজিত করা হয়েছে।

পাঠ ১ : দূষণের কারণসমূহ

পৃষ্ঠা ৩৮-৩৯

শিখনফল :

১১.১.১। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর জীবনে সুন্দর ও সুস্থ পরিবেশের গুরুত্ব বলতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

৩৮ নং পৃষ্ঠার ছবি
দেশীয় ও বৈশ্বিক পরিবেশদূষণ নিয়ে লেখা সংবাদ ও খবরের কাগজ

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- শিক্ষার্থীদের শব্দভান্ডারের জ্ঞান পরীক্ষা করুন: পরিবেশদূষণ, আবর্জনা, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন। এই কাজটি আপনাকে শিক্ষার্থীদের বোধগম্যতার স্তর / মাত্রা বুঝতে সাহায্য করবে।

- পরিবেশদূষণ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের কী ধারণা আছে তা তাদের জিজ্ঞাসা করুন। তোমরা রাস্তায় কে কে আবর্জনা দেখেছ? আবর্জনা থাকলে চারপাশে কেমন গন্ধ ছড়ায়? এর ফলে কী ধরনের ক্ষতি করতে পারে। দূষণ যে জাতীয় সমস্যা তা কে কে শুনেছ? বাংলাদেশের বড় শহরগুলোতে দূষণজনিত কী কী সমস্যা রয়েছে? দূষণের বৈশ্বিক সমস্যা সম্পর্কে কে কে শুনেছ? বৈশ্বিক উষ্ণায়ন কী? একটি দেশের দূষণ কীভাবে অন্য দেশের পরিবেশের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে? শিক্ষার্থীরা তাদের কল্পনা ও পর্যবেক্ষণ দক্ষতার সাহায্যে উত্তর দেবে। শিক্ষার্থীদের এই বিষয়ে চিন্তা করতে ও কথা বলতে উৎসাহিত করুন। এই প্রশ্নগুলো করার মাধ্যমে শিক্ষক বুঝতে পারবেন শিক্ষার্থীদের দূষণ সম্পর্কে ধারণা কতটুকু।

- এখন শ্রেণিতে পাঠ্যবইয়ের ৩৮ নং পৃষ্ঠার ছবিগুলো দেখাবেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বর্ণনা করতে বলুন প্রতিটি ছবিতে তারা কী দেখতে পাচ্ছে। প্রতিটি ছবিতে দূষণের উৎসগুলো কী কী? শিক্ষার্থীরা কতগুলো উৎসের নাম বলতে পারছে তার দিকে লক্ষ রাখবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।

ক| এসো বলি

পারগ ও দুর্বল শিক্ষার্থীদের নিয়ে শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ৬টি দলে ভাগ করুন। 'এসো লিখি' অংশে ছয়টি ছবির সাথে ছয়টি শিরোনাম মিল করতে বলুন। ছয়টি দূষণ কীভাবে সম্পূর্ণ পরিবেশদূষিত করছে তা আলোচনা করুন: আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য বায়ু, চারপাশের শব্দ, যে পানি আমরা পান ক র, যে খাদ্য আমরা গ্রহণ করি, রাস্তার আবর্জনা এবং আমাদের চারপাশের মানুষের আচরণ। প্রতিটি দলকে এক করে ছবি দিন এবং ঐ ছবি সম্পর্কিত দূষণের কারণগুলো বিস্তারিতভাবে শিক্ষার্থীদের আলোচনা করতে বলুন। শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন অনুসারে সঠিক উত্তর দিতে সহযোগিতা করবেন। প্রতিটি দলকে দূষণ সম্পর্কে তাদের বিস্তারিত আলোচনা শ্রেণিতে উপস্থাপন করতে বলুন। প্রতিটি দলের উপস্থাপিত বিষয় সম্পর্কে অন্যান্য দলকে প্রশ্ন করতে বলুন। খেয়াল রাখবেন যেন সব শিক্ষার্থী অংশগ্রহন করার সুযোগ পায়।

মূল্যায়ন :

এই পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নানা ধরনের দূষণ সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান যাচাই করবেন ও প্রাথমিক ধারণা দিবেন। 'এসো বলি'র মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দূষণের কারণ সম্পর্কিত ধারণা পরিষ্কার হবে। তারা ভুল উত্তর দিলে শিক্ষক শুধরে দেবেন ও সঠিক উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।

পাঠ ২ : দূষণের কারণসমূহ

পৃষ্ঠা ৩৮-৩৯

শিখনফল :

১১.২.২। সামাজিক, পরিবেশগত এবং কৃষি উৎপাদনজনিত সমস্যা বলতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

৩৮ নং পৃষ্ঠার ছবি

দেশীয় ও বৈশ্বিক পরিবেশদূষণ নিয়ে লেখা সংবাদ ও খবরের কাগজ

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- আগের পাঠে শেখা বিষয়গুলো পুনরালোচনা করুন। ছয়জন শিক্ষার্থীকে দূষণের ছয়টি প্রধান উপায় চিহ্নিত করতে ও বর্ণনা করতে বলুন এবং ঐ দূষণের কারণ কী কী তা বলতে বলুন।

খ| এসো লিখি

শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ খাতায় দূষণের প্রতিটি উপায়ের কারণগুলো লিখতে বলুন। কাজটি করার সময়

শিক্ষার্থীদের দিকে খেয়াল রাখবেন যেন সবাই অংশগ্রহণ করে। শিক্ষার্থীদের লিখিত বিষয়ের ওপর নম্বর দেওয়ার জন্য শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের কাজ ঘুরে ঘুরে দেখুন।

গ| আরও কিছু করি

কাজটি পরিচালনার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সামাজিক পরিবেশের মধ্যে পার্থক্য মনে করিয়ে দিন। ৬ উপায়ে দূষণ সম্পর্কে কলাম আকারে শিক্ষার্থীদের লিখতে বলুন।
উত্তর হতে পারে ঃ

প্রাকৃতিক পরিবেশের দূষণ	সামাজিক পরিবেশের দূষণ
১. বায়ুদূষণ ২. শব্দদূষণ ৩. মাটিদূষণ ৪. পানিদূষণ	১. বর্জ্যদূষণ ২. মানুষ দ্বারা দূষণ

উত্তর লেখার কোনো ভিন্নতা থাকলে তা আলোচনা করুন এবং সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের যুক্তি উপস্থাপন করতে বলুন। মেধাবী শিক্ষার্থীরা প্রতি কলামে আরও উদাহরণ যোগ করতে পারবে। শিক্ষার্থীদের ভিন্নধর্মী আলোচনা কিংবা যুক্তির প্রশংসা করুন এতে তারা তাদের কল্পনাশক্তি ব্যবহারে আরও উদ্বুদ্ধ হবে।

ঘ| যাচাই করি

'যাচাই করি' অংশটিতে আছে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর, যা ঐ বিষয়ের ওপর শিক্ষার্থীদের গাঠনিক মূল্যায়নে সাহায্য করবে।

মূল্যায়ন :

শিক্ষার্থীদের শ্রেণিতে শেখা প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সামাজিক পরিবেশদূষণের কারণগুলো সারসংক্ষেপ করে বলবেন। পার্থক্যকরণ ও যাচাই এ সঠিক উত্তর চিহ্নিত করে শিক্ষার্থীরা দূষণ সম্পর্কিত সঠিক ধারণা লাভ করবে। শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়ে সঠিক উত্তর দিতে সহায়তা করবেন। পাঠ্যবইয়ের ৭৬ নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নে প্রাকৃতিক পরিবেশ নিয়ে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও বর্ণনামূলক প্রশ্ন দেওয়া আছে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন। যেমন–

- ছয়টি পরিবেশ দূষণের নাম লেখ?
- কোন দূষণ কীভাবে হয়?

২ পরিবেশ দূষণের ফলাফল

আমরা এর আগে পরিবেশদূষণের কারণ জেনেছি, এসো এখন দেখি এই দূষণের ফলাফল কী।

বায়ুদূষণ → দূষিত বাতাস আমাদের ফুসফুসে প্রবেশ করে। ফলে আমাদের রোগ হয়।

ধুলাবালি ও ধোঁয়ার ফলে বাতাস গন্ধযুক্ত ও দূষিত হয়ে যায়।

পানিদূষণ → দূষিত পানিতে মাছ মারা যায়। ডায়রিয়া ও জন্ডিসের মতো রোগ হয়। অপরিষ্কার পানিতে মশা-মাছি জন্মায় ও রোগ-জীবাণু ছড়ায়।

ময়লা-আবর্জনা খাল, বিল, পুকুর বা নদীতে মিশে পানিকে দূষিত করে।

মাটিদূষণ → জমিতে ফসল কম হয়। গাছপালা মারা যায়। মানুষ ও পশু-পাখির ক্ষতি হয়।

অতিরিক্ত রাসায়নিক দ্রব্য ও কীটনাশক ব্যবহার করলে মাটিদূষণ হয়।

শব্দদূষণ → আমাদের শোনার সমস্যা হয়। মাথা ব্যথা করে।

রাস্তাঘাটে বা যেকোনো জায়গায় জোরে শব্দ আমাদের ক্লান্ত করে ও বিরক্তির সৃষ্টি করে।

বর্জ্যদূষণ → আমাদের চারপাশের পরিবেশ নষ্ট করে।

যেখানে সেখানে ময়লা-আবর্জনা ফেললে দুর্গন্ধ ছড়ায় এবং রোগ-জীবাণুর সৃষ্টি হয়। ফলে পরিবেশ দূষিত হয়।

মানুষসৃষ্ট দূষণ → রাস্তাঘাট নোংরা হয় এবং নানা রোগ ছড়ায়।

মানুষের সচেতনতার অভাবে পরিবেশ দূষিত হয়।

ক | এসো বলি

১. পরিবেশ দূষণের ফলে পশু-পাখির কী ক্ষতি হয়?
২. পরিবেশ দূষণের ফলে উদ্ভিদের কী ক্ষতি হয়?
৩. পরিবেশ দূষণের ফলে কী ধরনের রোগ হতে পারে?
৪. মানুষের কোন কোন অভ্যাসের ফলে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে?

খ | এসো লিখি

পরিবেশ দূষণের ফলাফল লেখ।

পানি	মাটি	বায়ু	শব্দ

গ | আরও কিছু করি

দুটি মাকড়শার জাল আঁক। পরিবেশের ভালো ও ক্ষতিকর প্রভাবগুলো লেখ।

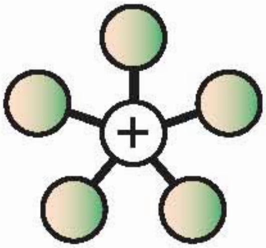

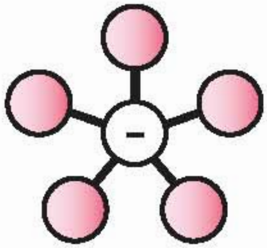

ঘ | যাচাই করি

অল্প কথায় উত্তর দাও।

আমরা পরিবেশের ময়লা-আবর্জনা কীভাবে পরিষ্কার করতে পারি?

পাঠ ৩ : দূষণের ফলাফলসমূহ

পৃষ্ঠা ৪০-৪১

শিখনফল :

১১.২.১। আমাদের দেশে পরিবেশদূষণজনিত কয়েকটি সমস্যা (বর্জ্য, অপরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাট, পানিদূষণ, বায়ুদূষণ ইত্যাদি) সম্পর্কে বলতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

৪০ নং পৃষ্ঠার ছবি
দেশীয় ও বৈশ্বিক পরিবেশদূষণ নিয়ে লেখা সংবাদ ও খবরের কাগজ

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- আগের পাঠে শেখা বিষয়গুলো পুনরালোচনা করুন। ব্ল্যাকবোর্ডের মাঝের কলামে ছয়টি দূষণ নিচে নিচে লিখুন। শিক্ষার্থীদের প্রতিটি ধরনের দূষণের কারণগুলো জিজ্ঞাসা করুন এবং প্রতিটি শিরোনামের বামে তা লিখুন।

- পাঠ্যবই থেকে প্রতিটি বক্সে লিখিত দূষণের ফলাফলগুলো শিক্ষার্থীদের পড়তে বলুন। ব্ল্যাকবোর্ডে প্রত্যেক শিরোনামের ডানে এই লেখাগুলো লিখুন। যেমন :

কারণসমূহ	দূষণ	প্রভাবসমূহ
ধোঁয়া →	বায়ু	→ রোগ
রাসায়নিক পদার্থসমূহ, পয়ঃ(মল) →	পানি	→ মশা
	মাটি	
	শব্দ	
	বর্জ্য	
	মনুষ্যসৃষ্ট	

প্রতিটি শিরোনামের জন্য দূষণের আরো ফলাফল শিক্ষার্থীদের চিন্তা করতে বলুন এবং সেগুলো ব্ল্যাকবোর্ডে লিখুন। আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করা যাবে ও বোধগম্যতার স্তর বুঝতে পারবেন।

ক| এসো বলি

৪১ নং পৃষ্ঠার প্রশ্নগুলো জিজ্ঞাসা করুন। এর সম্ভাব্য উত্তরগুলো নিম্নরূপ : রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা মাটিদূষণ ও পানিদূষণের ফলে পশু-পাখিরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা মাটিদূষণ ও পানিদূষণের ফলে গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দূষিত বায়ু ও দূষিত পানির মধ্যের দূষিত পদার্থ থেকে নানা রোগের সৃষ্টি হয়। মানুষের বিভিন্ন বদঅভ্যাস যেমন : রাস্তায় যেখানে সেখানে থু থু ফেলা এবং মল-মূত্র ত্যাগ করা।এ ছাড়াও

সকল রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা বাতাস, মাটি, পানি, শব্দ এবং বর্জ্যদূষণের জন্য মানুষ দায়ী। খেয়াল রাখবেন যেন সকল শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায়। যে শিক্ষার্থীরা এখনো বুঝতে পারেনি তারা ভুল উত্তর দেবে এবং তাদের নানা ধরনের প্রশ্ন ও উত্তর দিয়ে বিষয়টি বুঝতে সহায়তা করবেন।

মূল্যায়ন :

শিক্ষক মানুষ দ্বারা সৃষ্ট দূষণের ক্ষতিকর প্রভাবগুলো শিক্ষক সংক্ষেপে বলবেন। 'এসো বলি'র মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দূষণের ফলাফল সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার হবে। তারা ভুল উত্তর দিলে শিক্ষক শুধরে দেবেন ও সঠিক উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।

পাঠ ৪ : দূষণের ফলাফলসমূহ

পৃষ্ঠা ৪০-৪১

শিখনফল :

১১.২.৩। পরিবেশদূষণ যে দেশের একটি বড় সমস্যা তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

৪০-৪১ নং পৃষ্ঠা

দেশীয় ও বৈশ্বিক পরিবেশদূষণ নিয়ে লেখা সংবাদ ও খবরের কাগজ

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- তিনটি কলামে দূষণের উপাদানগুলো শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করে আগের পাঠে শেখা বিষয়গুলো পুনরালোচনা করতে পারেন।

খ| এসো লিখি

চার উপায়ে প্রাকৃতিক পরিবেশদূষণের ফলাফল শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখতে বলুন, যা তারা পাঠ্যবইয়ের ৪০ নং পৃষ্ঠার অনুকরণে নিজের ধারণা অনুযায়ী লিখবে। যেমন : পানি দূষিত হলে মাছ মারা যায়, রোগ-জীবাণু ছড়ায়, মশা বংশ বিস্তার করে, মানুষ সাঁতার কাটতে পারে না। কাজটি করার সময় শিক্ষার্থীদের দিকে খেয়াল রাখবেন যেন সবাই অংশগ্রহণ করে।

গ| আরও কিছু করি

৪১ নং পৃষ্ঠার ছবি দেখিয়ে, ইতিবাচক ও নেতিবাচক পরিবেশের ধারণা দেন। ইতিবাচক পরিবেশ পরিষ্কার ও আনন্দদায়ক হয় এবং নেতিবাচক পরিবেশ দূষিত ও নোংরা হয়। শিক্ষার্থীদের স্পাইডার চিত্রটির অনুলিপি (কপি) তৈরি করতে বলুন এবং প্রতিটি বৃত্তাকার প্রান্তে উদাহরণ লিখতে বলুন। ইতিবাচক প্রভাব হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হতে পারে: নিরাপদ জীবনযাপন, রোগমুক্ত জীবন, বিশুদ্ধ বায়ুতে শ্বাস গ্রহণ, পরিষ্কার পানিতে সাঁতার কাটা। নেতিবাচক প্রভাব হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হতে পারে : নোংরা পানির প্রবাহ, রাস্তায় ময়লা

আবর্জনা, দূষিত বায়ু। এই কাজটি করানোর সময় শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ-দক্ষতা যাচাই করতে পারবেন।

ঘ | যাচাই করি

'যাচাই করি' অংশটিতে আছে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর যা ঐ বিষয়ের ওপর শিক্ষার্থীদের গাঠনিক মূল্যায়নে সাহায্য করবে।

মূল্যায়ন :

শিক্ষার্থীরা পরিবেশের দূষণের ফলে সৃষ্ট ইতিবাচক ও নেতিবাচক পরিবেশ সম্পর্কে শ্রেণিতে যা লিখেছে শিক্ষক সারসংক্ষেপ করে বলবেন। 'এসো লিখি' ও 'আরও কিছু করি'র কাজগুলো শিক্ষার্থীর বিশ্লেষণ দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে এবং তাদের বোধগম্যতার স্তর বুঝতে সাহায্য করবে। পাঠ্যবইয়ের ৭৬ নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নে প্রাকৃতিক পরিবেশ নিয়ে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও বর্ণনামূলক প্রশ্ন দেওয়া আছে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন। যেমন–

- প্রতিটি দূষণের ফলাফল লেখ।

৩ দূষণরোধ ও পরিবেশ সংরক্ষণ

পরিবেশ দূষণের কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে আমরা জানলাম। আমাদের এই দূষণ রোধে কাজ করা উচিত।

যেখানে-সেখানে থুথু, কফ ফেলা এবং মলমূত্র ত্যাগ করা উচিত নয়।

সবাই মিলে বাড়ি, রাস্তাঘাট ও খেলার মাঠ পরিষ্কার রাখা উচিত।

ময়লা-আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলা

পুকুর, নদী, খাল বা অন্যান্য জায়গায় ময়লা-আবর্জনা ফেলা উচিত নয়।
সব সময় নির্দিষ্ট জায়গায় আবর্জনা ফেলা উচিত।

বিদ্যালয়ের মাঠ পরিষ্কার করা

ক| এসো বলি

শিক্ষকের সাথে আলোচনা কর, নিচের পরিবেশগুলোর দূষণ রোধ করতে হলে আমরা কী কী করতে পারি :

- বিদ্যালয়ে
- নিজ এলাকায়
- বাড়িতে

খ| এসো লিখি

ছোট দলে ভাগ হয়ে বিদ্যালয়কে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার কিছু নিয়ম লেখ। তোমার লেখাটি নানান ছবি এঁকে সাজাও।

গ| আরও কিছু করি

তোমার বিদ্যালয় ও তার আশপাশের পরিবেশকে পরিষ্কার করার জন্য একটি দিন বেছে নাও। কী কী করা দরকার তার একটি পরিকল্পনা কর। পরিষ্কার করার জন্য আলাদা পোশাক পরে নাও এবং একটি বোর্ডে লিখে দিতে পার যে **শিক্ষার্থীরা কাজ করছে,** এতে অন্যরা সচেতন হবে। ছবি তুলে রাখ যেন পরে তা রেকর্ড হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

ঘ| যাচাই করি

বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলোর মিল কর।

সুস্থ পরিবেশ	নদী, পুকুর বা জলাশয়ে পড়ে।
কৃষিজমির কীটনাশক বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে	আবর্জনা ফেলব না।
বাড়ি বা বিদ্যালয়ের আশপাশে আবর্জনা বা অপরিষ্কার ডোবা থাকলে	মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর জীবন সুন্দর করে।
পুকুর, নদী, খাল বা অন্যান্য জায়গায় ময়লা	মশা-মাছি হয়।

পাঠ ৫ : পরিবেশদূষণরোধে ব্যবস্থা

পৃষ্ঠা নং ৪২-৪৩

শিখনফল :

১১.৩.১। পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে অংশগ্রহণ করবে।

শিখন উপকরণ :

৪২-৪৩ নং পৃষ্ঠা
বিদ্যালয় পরিষ্কারের বিভিন্ন উপকরণের তালিকা

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

শিক্ষার্থীদের ৪২ নং পৃষ্ঠা পড়ে শোনান। জিজ্ঞাসা করুন 'কে দূষণ ঘটায়?' উত্তর হবে মানুষ, তাই আমাদের সবাইকে ভাবতে হবে, এই অবস্থার উন্নয়নে আমরা কী করতে পারি।

ঘ| যাচাই করি

এই অংশটিতে আছে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর, যা ঐ বিষয়ের ওপর শিক্ষার্থীদের গাঠনিক মূল্যায়নে সাহায্য করবে।

মূল্যায়ন :

বিদ্যালয় পরিষ্কার রাখার সবচেয়ে ভালো ধারণাগুলোর সারসংক্ষেপ তৈরি করুন এবং পাঠ ৬ এর জন্য পরিকল্পনা ঘোষণা করুন। প্রত্যেক শিশু নিজেদের পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য বহির্বাস (অ্যাপ্রোন) নিয়ে আসবে। পাঠ্যবইয়ের ৭৬ নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নে প্রাকৃতিক পরিবেশ নিয়ে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও বর্ণনামূলক প্রশ্ন দেওয়া আছে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন।

পাঠ ৬ : পরিবেশ দূষণরোধে ব্যবস্থা

শিখনফল :

১১.৩.১। পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে অংশগ্রহণ করবে।

শিক্ষণ উপকরণ :

পরিষ্কারের সরঞ্জাম/ উপকরণ
বহির্বাস (অ্যাপ্রোন)

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

শিক্ষার্থীদের বলুন তারা প্রত্যেকে পরিষ্কারের জন্য কোন কাজটি করবে। এটি আগের পাঠে শিক্ষার্থীদের প্রথম লেখার কাজের জন্য প্রস্তুতকৃত তালিকা থেকে নিন। উপকরণের ব্যবহার এবং কীভাবে ভালোভাবে পরিষ্কার করা যায় সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের বলুন। শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে সাহায্য করার কাজে অংশগ্রহণ করবে। আপনার বলার ভঙ্গিতে যেন প্রফুল্লতা ও সহযোগিতা প্রকাশ পায়, যাতে শিক্ষার্থীদের কাছে এটি ছোট কাজ বলে মনে না হয়। ইতিবাচক ফলাফলের ওপর গুরুত্ব দিন।

মূল্যায়ন :

সম্পূর্ণ অধ্যায়ের কাজের ওপর একটি সিদ্ধান্তে আসুন : শিক্ষার্থীরা কী শিখেছে? এই বিষয়টিকে তারা কতটা গুরুত্ব দিয়ে ভেবেছে? এই বিষয়ে ভবিষ্যতে ভিন্নভাবে তারা কী করবে? পাঠ্যবইয়ের ৭৬ নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নে প্রাকৃতিক পরিবেশ নিয়ে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও বর্ণনামূলক প্রশ্ন দেওয়া আছে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন। যেমন–

- পরিবেশ দূষণরোধে আমাদের কী করা উচিত?
- আমরা ময়লা-আবর্জনা কোথায় ফেলব?

অধ্যায় ৮

মহাদেশ ও মহাসাগর

১ মহাদেশ

আমরা পৃথিবীতে বাস করি। পৃথিবী সূর্যের একটি গ্রহ। এটি দেখতে গোলাকার, তবে উপরে ও নিচে কিছুটা চাপা। পৃথিবীর উপরিভাগে আছে স্থলভাগ ও জলভাগ। স্থলভাগ সমভূমি, পাহাড়, পর্বত, মরুভূমি ইত্যাদি নিয়ে গঠিত। জলভাগ নদী, সাগর ও মহাসাগর নিয়ে গঠিত। পৃথিবীর চার ভাগের এক ভাগ হলো স্থলভাগ। বাকি তিন ভাগ পানি।

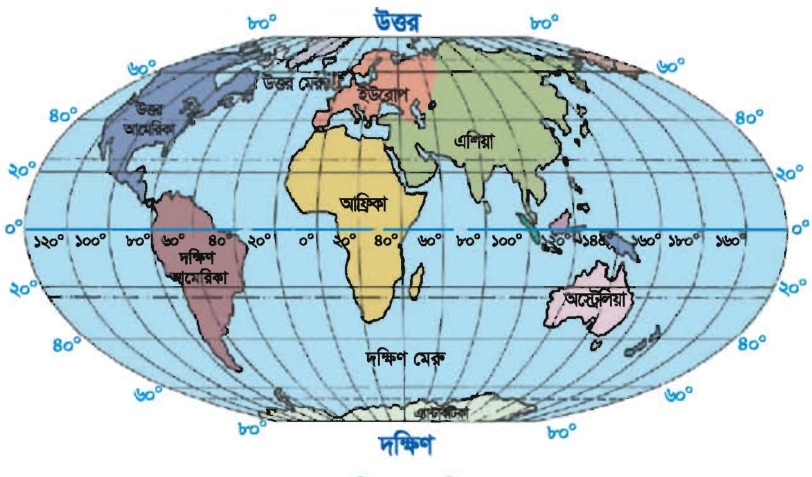

বিশ্ব মানচিত্র

পৃথিবীর স্থলভাগকে সাতটি বড় ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এক একটি ভাগকে বলে মহাদেশ। পৃথিবীতে সাতটি মহাদেশ আছে। নিচে মহাদেশের নামগুলো পড় ও মানচিত্রে খুঁজে বের কর। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মহাদেশ হলো এশিয়া। সবচেয়ে ছোট মহাদেশ হলো অস্ট্রেলিয়া।

প্রতিটি মহাদেশকে আবার বিভিন্ন দেশে বিভক্ত করা হয়েছে।

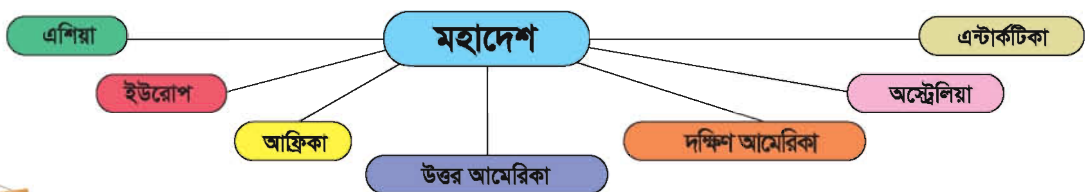

ক| এসো বলি

পৃথিবীর অন্য কোন কোন দেশ ও প্রাণী সম্পর্কে তুমি জান? শ্রেণিতে সবার সাথে আলোচনা কর।

খ| এসো লিখি

মহাদেশের নামগুলো অক্ষরের ক্রম অনুসারে সাজিয়ে লেখ।

গ| আরও কিছু করি

কোন প্রাণী কোন মহাদেশে বাস করে? ছবি দেখে মহাদেশের সাথে মিলাও।

ক্যাঙ্গারু

পেঙ্গুইন

পান্ডা

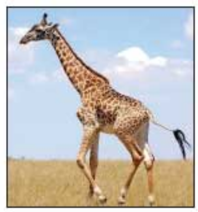

জিরাফ

এশিয়া	এন্টার্কটিকা	আফ্রিকা	অস্ট্রেলিয়া

ঘ| যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দাও।

পৃথিবীর কত ভাগ পানি?

ক) চার ভাগের এক ভাগ
খ) চার ভাগের তিন ভাগ
গ) পাঁচ ভাগের তিন ভাগ
ঘ) পাঁচ ভাগের এক ভাগ

অধ্যায় ৮: মহাদেশ ও মহাসাগর

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা :

১৩.১। মহাদেশ ও মহাসাগরগুলোর নাম বলতে ও মানচিত্রে এগুলোর অবস্থান দেখাতে পারবে।
১৩.২। বাংলাদেশ কোন মহাদেশে অবস্থিত বলতে পারবে।
১৫.২। জাতীয় পতাকার রং ও নকশার সঠিক অনুপাত এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর ব্যবহার জানবে।

শিখনফল :

১৩.১.১। পৃথিবীর মহাদেশগুলোর নাম বলতে পারবে।
১৩.১.২। মহাসাগরগুলোর নাম উল্লেখ করতে পারবে।
১৩.১.৩। মানচিত্রে মহাদেশ ও মহাসাগরগুলোর অবস্থান দেখাতে পারবে।
১৩.২.১। বাংলাদেশ কোন মহাদেশে অবস্থিত বলতে পারবে।
১৫.১.১। জাতীয় পতাকার সঠিক রং, পরিমাপ ও অনুপাত বলতে পারবে।
১৫.২.১। সঠিক রং ও নকশায় জাতীয় পতাকা আঁকতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : এ অধ্যায়কে ৬টি পাঠে ভাগ করা হয়েছে।

পাঠ ১ : মহাদেশ

পৃষ্ঠা ৪৪-৪৫

শিখনফল :

১৩.১.১। পৃথিবীর মহাদেশগুলোর নাম বলতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

একটি গ্লোব
পৃথিবীর বিভিন্ন পশুর ছবি

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- সম্ভব হলে শ্রেণিতে গ্লোব দেখান অথবা গোলাকার যেকোনো কিছু দেখিয়ে গোলাকার পৃথিবীর ধারণা দিন। যেমন: ফুটবল। শিক্ষার্থীদের দেখিয়ে বলুন যে গ্লোবের ওপরের দিক উত্তর এবং নিচের দিক দক্ষিণ। এ কাজের উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীদের পৃথিবীর আকার এবং দিক সম্পর্কে ধারণা দেওয়া।

- ক্লাসে ৪৪ নং পৃষ্ঠার প্রথম অনুচ্ছেদটি পড়ুন। পৃথিবীতে যে পানির পরিমাণ বেশি তা গ্লোব দেখিয়ে ভালোভাবে বুঝিয়ে দিন এবং গ্লোবে যে হালকা নীল বা আকাশি রং দিয়ে জলভাগ নির্দেশ করছে তা বলুন। এ ক্ষেত্রে গ্লোব দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করতে পারেন, তারা অনুমান করে বলতে পারে কি না পৃথিবীর

কত ভাগ জল হতে পারে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা জলভাগ ও স্থলভাগ চিহ্নিত করতে পারছে কি না, তা আপনি যাচাই করতে পারবেন।

- ক্লাসে ৪৪ নং পৃষ্ঠার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদটি পড়ুন। বইয়ে বিশ্বের মানচিত্র থেকে সবগুলো মহাদেশ খুঁজে বের করুন অথবা বিদ্যালয়ে গ্লোব থাকলে তা থেকে সবগুলো মহাদেশ খুঁজে বের করুন। সব শিক্ষার্থী মানচিত্র বা গ্লোব থেকে মহাদেশগুলো খুঁজে বের করতে পারছে কি না তা লক্ষ করুন, না পারলে তাদের সহায়তা করুন। শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন তারা কোনো মহাদেশ সম্পর্কে কিছু জানে কি না?

ক| এসো বলি

'এসো বলি' অংশে শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চান তারা বিভিন্ন দেশ সম্পর্কে কী জানে এবং যারা জানে তাদের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করুন তারা ঐ দেশ সম্পর্কে কীভাবে জেনেছে। বিভিন্ন পশু সম্পর্কে বলে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দেশ সম্পর্কে ধারণা দিতে পারেন। কারো আত্মীয় অন্য কোনো দেশে থাকে কি না তা শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

মূল্যায়ন :

মহাদেশ ও দেশ সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে তা সারসংক্ষেপে বলুন। এ পাঠের মাধ্যমে পৃথিবীর জলভাগ ও স্থলভাগ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা স্পষ্ট হবে এবং শিক্ষার্থীরা মানচিত্র বা গ্লোব থেকে বিভিন্ন মহাদেশ খুঁজে বের করতে পারবে।'এসো বলি'র কাজটি শিক্ষার্থীদের মহাদেশ ও দেশ সম্পর্কে ধারণা দেবে। এই কাজটির সময় লক্ষ করবেন সব শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করছে কি না।

পাঠ ২ : মহাদেশ

পৃষ্ঠা ৪৪-৪৫

শিখনফল :

১৩.১.১। পৃথিবীর মহাদেশগুলোর নাম বলতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

একটি গ্লোব
পৃথিবীর বিভিন্ন পশুর ছবি

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- ক্লাসে পৃথিবীর সাতটি মহাদেশের নাম পুনরালোচনা করুন। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের একটি বা দুইটি করে মহাদেশের নাম বলতে বলুন। যেমন: 'এ' দিয়ে দুটি মহাদেশের নাম আছে, 'আ' দিয়ে একটি মহাদেশের নাম আছে, নামগুলো বলতে পারবে?

খ| এসো লিখি

‘এসো লিখি’ অংশে শিক্ষার্থীরা তাদের খাতায় মহাদেশগুলোর নাম লেখার চর্চা করবে। অক্ষরের ক্রমানুযায়ী সাজিয়ে লিখলে শিক্ষার্থীরা সহজেই মহাদেশগুলোর নামের বানান শিখতে পারবে। এ ক্ষেত্রে খেয়াল করবেন সব শিক্ষার্থী নিজ নিজ খাতায় লিখতে পারছে কি না, না পারলে তাদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করুন। মহাদেশগুলোর নাম সঠিক বানানে লিখতে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করুন।

গ| আরও কিছু করি

‘আরও কিছু করি’ অংশে বিভিন্ন মহাদেশে বসবাসকারী পশুদের সম্পর্কে জানার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন মহাদেশ সম্পর্কে জানতে পারবে। উত্তরগুলো হবে- অস্ট্রেলিয়াতে ক্যাঙ্গারু, এন্টার্কটিকাতে পেঙ্গুইন, এশিয়াতে পান্ডা এবং আফ্রিকাতে জিরাফ।

ঘ| যাচাই করি

‘যাচাই করি’ অংশটি খুব সহজ। উত্তর (খ) চার ভাগের তিন ভাগ হলো পানি। এটি একটি জ্ঞানমূলক প্রশ্ন, যার উত্তর শিক্ষার্থীরা জানা তথ্যের ভিত্তিতে দিতে পারবে।

মূল্যায়ন :

'এসো লিখি', 'আরও কিছু করি' ও 'যাচাই করি'র মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা দেশ ও মহাদেশ এবং এখানে বাস করে এমন পশু সম্পর্কে যা জেনেছে তার সারসংক্ষেপ করুন। পাঠ্যবইয়ের ৭৬ নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নে মহাদেশের নাম এবং বিভিন্ন মহাদেশে বসবাসকারী প্রাণীর নাম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন। যেমন–

- সবচেয়ে বড় মহাদেশের নাম কী?
- বলতে পারো পেঙ্গুইন কেন এন্টার্কটিতাতে বাস করে?

২ মহাসাগর

সাগরের চেয়ে বড় জলরাশিকে মহাসাগর বলে। পৃথিবীতে মোট পাঁচটি মহাসাগর আছে। এগুলো হলো :

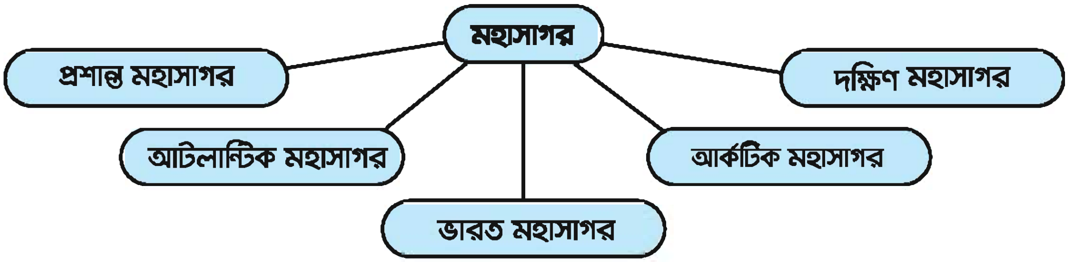

প্রশান্ত মহাসাগর সবচেয়ে বড় ও আর্কটিক সবচেয়ে ছোট মহাসাগর।
মানচিত্রে মহাদেশ ও মহাসাগর দেখানো হলো। মানচিত্রে চারটি দিক লক্ষ কর- উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম।

মহাদেশের মানচিত্র

ক | এসো বলি

জোড়ায় উত্তরগুলো দাও।

- এশিয়ার উত্তরে যে মহাসাগর
- এশিয়ার দক্ষিণে যে মহাসাগর
- এশিয়ার পার্শ্ববর্তী মহাদেশ
- বিশাল জলরাশিকে বলা হয়
- দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিমে যে মহাসাগর

খ | এসো লিখি

নিচে দেওয়া তালিকা থেকে মহাদেশ ও মহাসাগরের নামের দুটি পৃথক তালিকা তৈরি কর।

এন্টার্কটিকা   প্রশান্ত   অস্ট্রেলিয়া   ভারত   আটলান্টিক

গ | আরও কিছু করি

তোমরা কি শ্বেত ভালুকের নাম শুনেছ? শ্বেত ভালুক উত্তর মেরুর আর্কটিক মহাসাগরীয় অঞ্চলে বাস করে। বরফের চাইয়ের উপর বসে থাকা একটি শ্বেত ভালুকের ছবি আঁক।

ঘ | যাচাই করি

ক. পৃথিবীর চার ভাগের এক ভাগ	দেশে
খ. সবচেয়ে ছোট মহাদেশ	স্থলভাগ
গ. মহাদেশের সংখ্যা	মহাসাগর
ঘ. বিশাল জলরাশিকে বলা হয়	সাত
ঙ. মহাদেশকে ভাগ করা হয়েছে	অস্ট্রেলিয়া

পাঠ ৩ : মহাসাগর

পৃষ্ঠা ৪৬-৪৭

শিখনফল :

১৩.১.২। মহাসাগরগুলোর নাম উল্লেখ করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

একটি গ্লোব
পৃথিবীর বিভিন্ন পশুর ছবি

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- মহাসাগর বিষয়ে ধারণা দেওয়ার শুরুতে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন, পৃথিবীতে কত ভাগ পানি আছে তা মনে আছে কি না। উত্তরটি হলো পৃথিবীর চার ভাগের তিন ভাগ পানি। কতজন শিক্ষার্থী সাগর দেখেছে? সাগর দেখতে কেমন? কিংবা নাম শুনে কি বোঝা যায় যে মহাসাগর সাগরের থেকে বড়? পাঠের শুরুতে এ ধরনের প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের মহাসাগর সম্পর্কে জানতে আগ্রহী করে তুলুন।

- ক্লাসে ৪৬ নং পৃষ্ঠার প্রথম অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং নিচের মানচিত্র থেকে সবগুলো মহাসাগর খুঁজে বের করতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করুন।এ ক্ষেত্রে লক্ষ রাখুন সব শিক্ষার্থী মানচিত্র থেকে মহাসাগরগুলো খুঁজতে চেষ্টা করছে কি না।

- ক্লাসে ৪৬ নং পৃষ্ঠার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং শিক্ষার্থীদের মানচিত্রের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ধারণা দিন। যদি একটি বিমান এশিয়ার পশ্চিম দিক থেকে উড়ে আবার এশিয়াতে ফিরে আসে, তবে তা কোন কোন মহাদেশ ও মহাসাগর পার হয়েছে? আবার একইভাবে প্রশ্ন করে উত্তর দিন বিমানটি যদি পূর্ব দিক থেকে উড়ত তবে তা কোন কোন মহাদেশ ও মহাসাগর পার হতো?

ক| এসো বলি

'এসো বলি' অংশের কাজে শিক্ষার্থীদের জোড়ায় জোড়ায় ভাগ করে দিন, যাতে তারা বইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলো নিয়ে কথা বলতে পারে। শিক্ষার্থীদের মানচিত্র দেখে উত্তরগুলো খুঁজতে বলুন। জোড়ার দুইজন শিক্ষার্থীই কথা বলছে কি না তা খেয়াল করুন, সব শিক্ষার্থীকে কথা বলতে উৎসাহিত করুন। শিক্ষার্থীদের উত্তরগুলো আগে শুনুন এবং উত্তর ঠিক হলে প্রশংসা করুন আর ভুল হলে শুধরে দিন। উত্তরগুলো হলো আর্কটিক মহাসাগর, ভারত মহাসাগর, ইউরোপ, মহাদেশ, প্রশান্ত মহাসাগর।

মূল্যায়ন :

মানচিত্রের বিভিন্ন দিক এবং মহাসাগরগুলোর নাম বলুন। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে পাঠে শেখা বিষয়গুলো পুনরালোচনা করতে চেষ্টা করুন। 'এসো বলি'র কাজটি মানচিত্রের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ধারণা দেবে। এই কাজটির সময় লক্ষ করবেন সব শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করছে কি না।

পাঠ ৪ : মহাসাগর

পৃষ্ঠা ৪৬-৪৭

শিখনফল :

১৩.১.২। মহাসাগরগুলোর নাম উল্লেখ করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

একটি গ্লোব
পৃথিবীর বিভিন্ন পশুর ছবি

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- মানচিত্রের বিভিন্ন দিক এবং মহাসাগরগুলোর নাম পুনরালোচনা করুন। মানচিত্র দেখিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করে আগের পাঠের পুনরালোচনা করতে পারেন। আফ্রিকা এবং উত্তর আমেরিকার মাঝে কোন মহাসাগর অবস্থিত? এশিয়ার উত্তরে কোন মহাসাগর?

খ| এসো লিখি

'এসো লিখি' অংশটি মহাদেশ ও মহাসাগর উভয় বিষয়ে শিক্ষার্থীদের শিখনকে যাচাই করবে। শিক্ষার্থীরা খাতায় শিরোনাম লিখে, সঠিক কলামে সঠিক নামটি লিখবে। উত্তরটি হবে:

মহাদেশ	মহাসাগর
এন্টার্কটিকা	প্রশান্ত
অস্ট্রেলিয়া	ভারত
	আটলান্টিক

প্রত্যেক শিক্ষার্থী লেখার কাজে অংশগ্রহণ করছে কি না তা লক্ষ করুন। শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ খাতায় লেখার কাজের অনুশীলন করবে। লেখার সময় শিক্ষার্থীদের বানানের বিষয়ে সতর্ক করে দেবেন এবং সঠিক বানান শিখতে তাদের সহায়তা প্রদান করবেন।

গ| আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' অংশটি পূর্বের পাঠে উল্লেখিত বিভিন্ন প্রাণী বিষয়ে, যা অধ্যায় সাত-এ উল্লেখিত বিশ্বব্যাপী সমস্যার মতো কিছু কাজ। শিক্ষার্থীরা প্রাণীর ছবি আঁকবে, এতে করে তারা বিপন্ন প্রজাতির প্রাণী সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হবে। সব শিক্ষার্থীকে আঁকতে বলুন এবং তাদের যেকোনো ধরনের আঁকার জন্য প্রশংসা করুন। এভাবে তারা আঁকতে উৎসাহিত হ এবং আঁকা থেকে অর্জিত জ্ঞান দীর্ঘস্থায়ী হবে।

ঘ | যাচাই করি

যাচাই করি অংশটিতে আছে সহজ মিলকরণ; যা ক) স্থলভাগ খ) অস্ট্রেলিয়া গ) সাত ঘ) মহাসাগর ঙ) দেশে। এটি এককভবে বা জোড়ায়ও করাতে পারেন। যে পদ্ধতিতেই হোক না কেন খেয়াল রাখবেন সব শিক্ষার্থী যাচাই অংশটি করতে পারছে কি না।

মূল্যায়ন :

'এসো লিখি', 'আরও কিছু করি' ও 'যাচাই করি'র মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা মহাসাগর, মহাদেশ এবং মানচিত্রের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে যে কাজ করেছে তা পুনরালোচনা করুন। পাঠ্যবইয়ের ৭৬ নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নে ছোট বড় মহাসাগরের নাম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন। যেমন-

- একটি দেশের নাম দিয়ে একটি মহাসাগরের নাম আছে, এটি কোন মহাসাগর?

৩ বাংলাদেশ কোথায়?

মানচিত্রে এশিয়া মহাদেশের নিচের দিকে আমরা সবুজ রঙের একটি ছোট দেশ দেখতে পাচ্ছি। দেশটি হলো আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ।

আমাদের দেশটিকে আমরা সবুজ রঙ করেছি। আমাদের দেশ সবুজ শ্যামল। আমাদের জাতীয় পতাকা লাল-সবুজ রঙের।

আমাদের জাতীয় পতাকা আয়তাকার। এর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ১০:৬।

লাল বৃত্তটির ব্যাসার্ধ পতাকার দৈর্ঘ্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগ।

লাল বৃত্তটি পতাকার খানিকটা বাম পাশে।

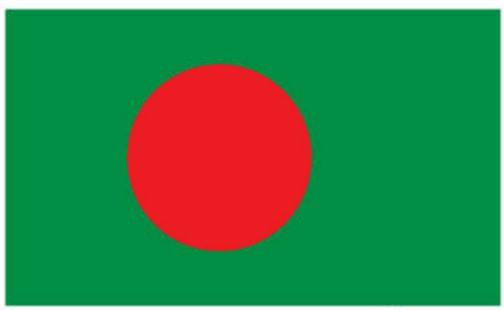

বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা

ক| এসো বলি

১. বাংলাদেশ কোন মহাদেশে অবস্থিত?
২. ৪৬ নম্বর পৃষ্ঠার মানচিত্রটি লক্ষ কর ও বল, পৃথিবীর পশ্চিম দিকে কোন দুটি মহাদেশ অবস্থিত?
৩. পৃথিবীর দক্ষিণে কোন দুটি মহাদেশ অবস্থিত?
৪. পূর্বে কোন দুটি মহাদেশ অবস্থিত?
৫. বাংলাদেশের দক্ষিণে কোন মহাসাগর অবস্থিত?

খ| এসো লিখি

মানচিত্রে মহাদেশ ও মহাসাগরের নাম লেখ।

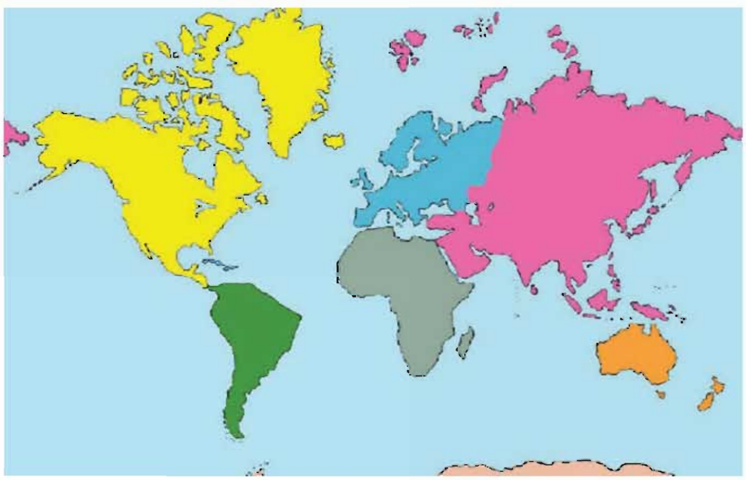

গ| আরও কিছু করি

পাঠে দেওয়া পরিমাপ অনুযায়ী আমাদের জাতীয় পতাকা আঁক।

ঘ| যাচাই করি

অল্প কথায় উত্তর দাও।
বাংলাদেশ কোন মহাদেশের কোন দিকে অবস্থিত?

পাঠ ৫ : বাংলাদেশের অবস্থান কোথায়?

পৃষ্ঠা ৪৮-৪৯

শিখনফল :

১৩.১.৩। মানচিত্রে মহাদেশ ও মহাসাগরগুলোর অবস্থান দেখাতে পারবে।
১৩.২.১। বাংলদেশ কোন মহাদেশে অবস্থিত বলতে পারবে।
১৫.১.১। জাতীয় পতাকার সঠিক রং, পরিমাপ ও অনুপাত বলতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

একটি গ্লোব
বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের সাথে বইয়ের ৪৪ নং ও ৪৬ নং পৃষ্ঠার মানচিত্রে বা গ্লোব থেকে এশিয়া মহাদেশ খুঁজে বের করুন। তারপর এশিয়া মহাদেশ থেকে বাংলাদেশের অবস্থান খুঁজে বের করুন। শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন তারা এশিয়া মহাদেশের আর কোনো দেশের নাম জানে কি না? তারা হয়তো রাশিয়া. চীন, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তানের নাম বলতে পারে। কেউ যদি কোনো নাম বলতে পারে তবে প্রশংসা করুন।

- বইয়ের ৪৮ নং পৃষ্ঠার প্রথম অনুচ্ছেদটি শ্রেণিতে পড়ুন এবং এশিয়া মহাদেশের মানচিত্রের দিকে লক্ষ করুন। বাংলাদেশ ও তার আশপাশের দেশগুলোর একটি মোটামুটি অবস্থান নির্দেশ করুন।

- এখন ঐ পৃষ্ঠায় জাতীয় পতাকা সম্পর্কে লেখা নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন। আপনি বা শিক্ষার্থীরা যদি সম্পূর্ণ মানচিত্রটি দেখতে পায়, তবে তারা মানচিত্রের আকার সম্পর্কে বলতে পারবে।

ক | এসো বলি

'এসো বলি' অংশের কাজটি শ্রেণির সব শিক্ষার্থী করবে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা ৪৬ নং পৃষ্ঠার মানচিত্রের সাহায্য নেবে। সব শিক্ষার্থীই কথা বলছে কি না তা খেয়াল করুন, সব শিক্ষার্থীকে কথা বলতে উৎসাহিত করুন। শিক্ষার্থীদের উত্তরগুলো আগে শুনুন এবং উত্তর ঠিক হলে প্রশংসা করুন আর ভুল হলে শুধরে দিন। উত্তরগুলো হলো: ১. এশিয়া, ২. ইউরোপ ও আফ্রিকা, ৩. অস্ট্রেলিয়া ও এন্টার্কটিকা, ৪. উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, ৫. ভারত মহাসাগর

মূল্যায়ন :

এশিয়া মহাদেশে বাংলাদেশের অবস্থান সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে তা সংক্ষেপে বলুন। 'এসো বলি'র কাজটি বাংলাদেশের আশপাশের বিভিন্ন মহাদেশ এবং মহাসাগর সম্পর্কে ধারণা দেবে। এই কাজটির সময় লক্ষ করবেন সব শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করছে কি না।

পাঠ ৬ : বাংলাদেশের অবস্থান কোথায়?

পৃষ্ঠা ৪৮-৪৯

শিখনফল :

১৩.১.৩। মানচিত্রে মহাদেশ ও মহাসাগরগুলোর অবস্থান দেখাতে পারবে।
১৩.২.১। বাংলদেশ কোন মহাদেশে অবস্থিত বলতে পারবে।
১৫.২.১। সঠিক রং ও নকশায় জাতীয় পতাকা আঁকতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

একটি গ্লোব
বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- আগের পাঠে বাংলাদেশের অবস্থান সম্পর্কে যা শেখানো হয়েছে তা পুনরালোচনা করুন। কিছু প্রশ্ন করে বা মানচিত্র দেখিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান নির্ণয় করার মাধ্যমেও এই পুনরালোচনার কাজটি করতে পারেন।

খ | এসো লিখি

'এসো লিখি' অংশে শিক্ষার্থীরা বইতে লিখবে অথবা শিক্ষক মানচিত্রের একটি কপি করে দেবেন, শিক্ষার্থীরা তাতে লিখবে। শিখনফলে উল্লেখ আছে যে, 'অবস্থান দেখাতে পারবে' অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা সঠিক অবস্থান দেখাতে পারলেই শিখনফল অর্জিত হবে, কিন্তু আরো ভালো হবে যদি তারা সঠিক স্থানে নাম লেখা চর্চা করে।

গ | আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' অংশের কাজে শিক্ষার্থীদের কিছু বেশি সময় লাগবে, কিন্তু যারা গণিত ভালো বোঝে তারা সহজেই এই কাজটি করতে পারবে। পাঠ্যবইয়ে জাতীয় পতাকার বিভিন্ন মাপ সম্পর্কে যে তথ্য আছে তা আগে শিক্ষার্থীদের ভালোভাবে পড়তে বলুন এবং তারপর সেই অনুসারে মাপ নিয়ে আঁকতে বলুন। নমুনা হিসেবে আপনি একটি এঁকে দেখাতে পারেন এবং জাতীয় পতাকা আঁকতে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন মাপ নিতে সাহায্য করুন।

ঘ | যাচাই করি

'যাচাই করি' এর উত্তর হবে দক্ষিণ এশিয়া। শিক্ষার্থীরা মানচিত্র দেখে সহজেই এই উত্তর দিতে পারবে। যারা উত্তর দিতে পারছে না, তাদের উত্তরটি বুঝতে সাহায্য করুন।

মূল্যায়ন :

'এসো লিখি', 'আরও কিছু করি' ও 'যাচাই করি'র মাধ্যমে সম্পূর্ণ অধ্যায়ের বিভিন্ন বিষয় যেমনঃ মহাদেশ ও মহাসাগর, মানচিত্রের বিভিন্ন দিক এবং জাতীয় পতাকা সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে তা সারসংক্ষেপ করে বলুন। পাঠ্যবইয়ের ৭৬ নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নে জাতীয় পতাকা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন। যেমন-

- বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার রং কী?
- এশিয়া মহাদেশের কোন দিকে বাংলাদেশের অবস্থান?

অধ্যায় ৯

আমাদের বাংলাদেশ

১ বাংলাদেশের রাজনৈতিক মানচিত্র

আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশ। এটি এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত। চলো আমরা পাশের মানচিত্রে দেখি বাংলাদেশের সীমানা ও প্রতিবেশী দেশগুলো।

এ ধরনের মানচিত্রকে **রাজনৈতিক** মানচিত্র বলে।

প্রশাসনিক কাজ পরিচালনার সুবিধার জন্য বাংলাদেশকে ৮টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এক একটি ভাগকে বিভাগ বলে। মানচিত্রে বিভাগগুলোর নাম পড়। এগুলোর প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন রং দিয়ে দেখানো হয়েছে। আয়তনে সবচেয়ে বড় চট্টগ্রাম বিভাগ এবং সবচেয়ে ছোট সিলেট বিভাগ।

প্রতিটি বিভাগে একটি করে বিভাগীয় শহর আছে।

ঢাকা একইসাথে রাজধানী ও বিভাগীয় শহর। এটি দেশের মাঝখানে অবস্থিত। এটি একটি পুরাতন শহর। প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্বে ঢাকা শহর গড়ে ওঠে।

ক | এসো বলি

- তুমি কোন বিভাগে থাক? শিক্ষকের সহায়তায় সবাই মিলে মানচিত্রে তোমাদের বিদ্যালয়ের অবস্থান খুঁজে বের কর এবং চিহ্নিত কর।
- তোমার বিভাগের সীমানার সাথে আর কোন কোন বিভাগ আছে?

খ | এসো লিখি

নিচের ছকে বাংলাদেশের আশপাশের দেশের নাম ও সমুদ্রের নাম লেখ।

দিক	দেশ/সমুদ্র
পূর্ব	
পশ্চিম	
উত্তর	
দক্ষিণ	

গ | আরও কিছু করি

ছাপ দিয়ে বাংলাদেশের মানচিত্র আঁক-

- একটি পাতলা কাগজ বাংলাদেশের মানচিত্রের উপর রাখ। চারপাশ আলপিন বা ক্লিপ দিয়ে আটকে দাও।
- কাগজের নিচে মানচিত্রের রেখাগুলো লক্ষ কর। এবার পেনসিল দিয়ে মানচিত্রের চারদিকের রেখা আঁক।
- আলপিন/ক্লিপ খুলে কাগজটি তুলে ফেল এবং মানচিত্রে বিভাগগুলোর নাম লেখ।

ঘ | যাচাই করি

অল্প কথায় উত্তর দাও।

বাংলাদেশের বিভাগীয় শহরের সংখ্যা কয়টি ও কী কী?

অধ্যায় ৯: আমাদের বাংলাদেশ

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা :

১৫.৫। বাংলাদেশের সীমারেখা ও আয়তন জানবে।
১৫.৬। ছাপ দিয়ে বাংলাদেশের মানচিত্র আঁকতে পারবে।
১৫.৭। বাংলাদেশের মানচিত্র দেখে এর সীমানা নির্দেশ করতে পারবে।
১৫.৮। মানচিত্রে বাংলাদেশের রাজধানী, বিভাগীয় শহর এবং প্রধান প্রধান নদী দেখাতে পারবে।

শিখনফল :

১৫.৫.১। বাংলাদেশের পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণে অবস্থিত দেশ ও সাগরের নাম বলতে পারবে।
১৫.৬.১। ছাপ দিয়ে বাংলাদেশের মানচিত্র আঁকবে।
১৫.৮.১। বাংলাদেশের প্রধান নদীগুলোর নাম বলতে পারবে।
১৫.৮.২। বাংলাদেশের রাজধানী ও বিভাগীয় শহরগুলোর নাম বলতে পারবে।
১৫.৮.৩। মানচিত্রে প্রধান নদী, রাজধানী ও বিভাগীয় শহরগুলো দেখাতে পারবে।
১৫.৮.৪। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থার বিবরণ দিতে পারবে।
১৫.৮.৫। বাংলাদেশের সম্পদ (কৃষিজ, বনজ, খনিজ ও পানি) সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : এ অধ্যায়কে ৮টি পাঠে ভাগ করা হয়েছে।

পাঠ ১ : বাংলাদেশের রাজনৈতিক মানচিত্র

পৃষ্ঠা ৫০-৫১

শিখনফল :

১৫.৮.৪। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থার বিবরণ দিতে পারবে।
১৫.৫.১। বাংলাদেশের পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণে অবস্থিত দেশ ও সাগরের নাম বলতে পারবে।
১৫.৮.২। বাংলাদেশের রাজধানী ও বিভাগীয় শহরগুলোর নাম বলতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

- বাংলাদেশের রাজনৈতিক মানচিত্র

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- আগের অধ্যায়ে এশিয়া মহাদেশের মানচিত্রে বাংলাদেশের অবস্থান কোথায় তা দেখিয়ে দিন। এই অধ্যায়ে আছে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান। আমরা প্রথমে বাংলাদেশের রাজনৈতিক মানচিত্র, এর সীমানা এবং বিভাগগুলো সম্পর্কে জানব। ৫০ নং পৃষ্ঠার মানচিত্রটি দেখান এবং মানচিত্রের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আবার ধারণা দিন। বাংলাদেশের উত্তরে, পূর্বে ও পশ্চিমে কোন দেশ অবস্থিত? বাংলাদেশের দক্ষিণে কোন সাগর অবস্থিত?

- ক্লাসে ৫০ নং পৃষ্ঠার প্রথম অনুচ্ছেদটি পড়ুন। শিক্ষার্থীদের ব্যাখ্যা করুন যে, দেশ পরিচালনার জন্য দেশের সীমারেখা ও বিভাগগুলো নির্দেশ করে রাজনৈতিক মানচিত্র তৈরি হয়।

- ক্লাসে ৫০ নং পৃষ্ঠার বাকি অংশটুকু পড়ুন, যেখানে বাংলাদেশের বিভাগ ও বিভাগীয় শহরগুলো সম্পর্কে বলা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের প্রতিটি বিভাগ চিহ্নিত করে, বিভাগগুলোর নাম বলতে বলুন। তাদের কেউ কি রাজধানী শহরে ঘুরতে এসেছিল?

ক| এসো বলি

এসো বলি অংশে, শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন তাদের বিদ্যালয় কোন বিভাগে অবস্থিত। তারপর, রাজধানী শহর থেকে তাদের বিভাগটি কোন দিকে অবস্থিত তা চিহ্নিত করতে বলুন। সবশেষে, শিক্ষার্থীদের বিভাগীয় সীমানায় যেসব বিভাগ আছে তা জিজ্ঞাসা করুন। এই আলোচনার মাধ্যমে তারা পাঠে যা শিখল তার তাৎক্ষণিক চর্চা হবে।

মূল্যায়ন :

শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের সীমারেখা, বিভিন্ন বিভাগ এবং রাজধানী সম্পর্কে যা শিখেছে তা সংক্ষেপে বলুন।

পাঠ ২ : বাংলাদেশের রাজনৈতিক মানচিত্র

পৃষ্ঠা ৫০-৫১

শিখনফল :

১৫.৮.৪। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থার বিবরণ দিতে পারবে।
১৫.৫.১। বাংলাদেশের পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণে অবস্থিত দেশ ও সাগরের নাম বলতে পারবে।
১৫.৮.২। বাংলাদেশের রাজধানী ও বিভাগীয় শহরগুলোর নাম বলতে পারবে।
১৫.৬.১। ছাপ দিয়ে বাংলাদেশের মানচিত্র আঁকবে।

শিখন উপকরণ :

- বাংলাদেশের রাজনৈতিক মানচিত্র

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- আগের পাঠে বাংলাদেশের রাজনৈতিক মানচিত্র, সীমানা, বিভাগ এবং রাজধানী সম্পর্কে যা শেখানো হয়েছে, তা পুনরালোচনা করুন।

খ| এসো লিখি

এসো লিখি অংশে শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের আশপাশের দেশ ও সমুদ্রের নাম লিখবে, যা তারা আগের পাঠে শিখেছে। এসো লিখি অংশের উত্তর হবেঃ পূর্ব - ভারত, পশ্চিম - ভারত, উত্তর - ভারত, দক্ষিণ -

মায়ানমার এবং বঙ্গোপসাগর। শিক্ষার্থীদের লেখা তত্ত্বাবধান করুন।

গ | আরও কিছু করি

আরও কিছু করি অংশের কাজটি ভূগোল পাঠের একটি অপরিহার্য কাজ : পাঠ্যবইয়ে যে মানচিত্র আঁকা আছে তার ওপর ছাপ দিয়ে একটি মানচিত্র আঁকতে হবে। আপনি আগে থেকেই মানচিত্র আঁকার জন্য পাতলা কাগজ ও পেপারক্লিপ সংগ্রহ করে রাখুন এবং লক্ষ রাখুন শিক্ষার্থীরা ঠিকভাবে কাজটি করতে পারছে কি না। শিক্ষার্থীরা মানচিত্রে বানান লেখার পর, তা যাচাই করুন; এতে বানান সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা সতর্ক হবে। শিক্ষার্থীদের কাজগুলো ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করুন এবং প্রয়োজনে সাহায্য করুন।

ঘ | যাচাই করি

যাচাই করি অংশটি করতে শিক্ষার্থীদের বেশি সময় লাগবে না, তারা আবার বিভাগগুলোর নাম লিখবে।

মূল্যায়ন :

শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের মানচিত্র এঁকে, বিভাগ ও বিভাগীয় শহরগুলোর নাম লিখে যা শিখেছে তা সংক্ষেপে বলুন। লক্ষ রাখবেন সব শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করছে কি না। পাঠ্যবইয়ের ৭৬ নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নে বাংলাদেশের সীমারেখা নিয়ে নানা প্রশ্ন করা হয়েছে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন। যেমন-

- বাংলাদেশের সবচেয়ে ছোট বিভাগ কোনটি?
- বিভাগীয় শহর বলতে কী বোঝ?

২ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক মানচিত্র

যে মানচিত্রে পাহাড় এবং নদ-নদী দেখানো হয় তাকে **প্রাকৃতিক মানচিত্র** বলে।

বাংলাদেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার। এর অধিকাংশ স্থান সমতল।

সমতল ভূমি গাঢ় সবুজ রং দিয়ে দেখানো হয়েছে। পাহাড়ি এলাকাগুলো নানা রং দিয়ে দেখানো হয়েছে। হালকা সবুজ দিয়ে নিচু পাহাড়ি এলাকা এবং কমলা রং দিয়ে উঁচু পাহাড়ি এলাকা বোঝানো হয়েছে।

পাশের মানচিত্র থেকে নিচু পাহাড়ি এলাকাগুলোর নাম পড়।

খনিজ সম্পদ

আমাদের দেশ খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। এদের মধ্যে প্রধান খনিজ সম্পদ প্রাকৃতিক গ্যাস। এই গ্যাস জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। আরও নানা ধরনের খনিজ সম্পদ আছে যা মাটির নিচ থেকে পাওয়া যায়। এগুলো হলো কয়লা, চুনাপাথর, চিনামাটি, সিলিকা বালি, খনিজ বালি, কঠিন শিলা ইত্যাদি।

ক | এসো বলি

৫০ ও ৫২ নম্বর পৃষ্ঠায় বাংলাদেশের দুটি মানচিত্র আছে। মানচিত্র দুটি তুলনা কর এবং শ্রেণিতে আলোচনা কর :

- পাশের মানচিত্রে কমলা রং দিয়ে পাহাড়ি অঞ্চল বোঝানো হয়েছে। কোন বিভাগে সবচেয়ে বেশি পাহাড় আছে?
- মানচিত্রে হালকা সবুজ রং দিয়ে নিচু পাহাড়ি এলাকা বোঝানো হয়েছে। কোন বিভাগে নিচু পাহাড় বেশি?
- মানচিত্রে গাঢ় সবুজ রং দিয়ে সমতল ভূমি বোঝানো হয়েছে। কোন বিভাগে কোনো পাহাড় বা নিচু পাহাড় নেই?

খ | এসো লিখি

নিচের টেবিলে বাংলাদেশের নিচু পাহাড়ি এলাকাগুলো কোন কোন বিভাগে অবস্থিত লেখ।

নিচু পাহাড়ি এলাকা	বিভাগ
বরেন্দ্রভূমি	
মধুপুর গড়	
লালমাই	

গ | আরও কিছু করি

পাশের চিত্রটি দেখ। তোমরা কি রাস্তায় কখনো এ ধরনের যান দেখেছ? এটি প্রাকৃতিক গ্যাসের সাহায্যে চলে। পাশের ছবিটি দেখে খাতায় আঁক ও নাম লেখ।

ঘ | যাচাই করি

অল্প কথায় উত্তর দাও।

আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ কোনটি?

পাঠ ৩ : বাংলাদেশের প্রাকৃতিক মানচিত্র

পৃষ্ঠা ৫২-৫৩

শিখনফল :

১৫.৮.৪। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক অবস্থার বিবরণ দিতে পারবে।

১৫.৮.৫। বাংলাদেশের সম্পদ (কৃষিজ, বনজ, খনিজ ও পানি) সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

- বাংলাদেশের প্রাকৃতিক মানচিত্র

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- রাজনৈতিক মানচিত্র ও প্রাকৃতিক মানচিত্রের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা শিক্ষার্থীদের বলুন। রাজনৈতিক মানচিত্রে থাকে দেশের সীমারেখা, বিভাগ এবং বিভাগীয় শহর গুলো আর ভৌগোলিক মানচিত্রে নির্দেশিত থাকে পাহাড় ও নদ-নদী।

- ক্লাসে ৫২ নং পৃষ্ঠার প্রথম অংশটি পড়ুন। গাঢ় সবুজ রং দিয়ে সমতল এলাকা; হালকা সবুজ দিয়ে নিচু পাহাড়ি এলাকা এবং কমলা রং দিয়ে যে উঁচু পাহাড়ি এলাকা বোঝানো হয়েছে, তা শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করতে বলুন। শিক্ষার্থীদের মানচিত্র থেকে নিচু পাহাড়ি এলাকাগুলোর নাম পড়তে বলুন।

- ক্লাসে ৫২ নং পৃষ্ঠার শেষের অনুচ্ছেদটি পড়ুন। এখানে প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে বলা হয়েছে। এসকল সম্পদ মাটির নিচ থেকে পাওয়া যায়। শিক্ষার্থীরা কি কোনো খনিজ সম্পদ সম্পর্কে জানে?

ক| এসো বলি

এসো বলি অংশে, ৫০ নং ও ৫২ নং পৃষ্ঠার মানচিত্র তুলনা করুন। শিক্ষার্থীরা যদি ছাপ দিয়ে ভালোভাবে মানচিত্র আঁকতে পারে, তবে প্রাকৃতিক মানচিত্রের ওপরে তা বসিয়ে সহজেই উত্তরগুলো দেওয়া যায়।

উঁচু পাহাড়: চট্টগ্রাম ও সিলেট

নিচু পাহাড়: রাজশাহী, রংপুর ও ঢাকা

সমতল এলাকা: খুলনা ও বরিশাল

পরিশেষে আপনি বলতে পারেন, দক্ষিণে সমুদ্রের কাছে সমতলভূমি; উত্তরে নিচু পাহাড় এবং পূর্বে উঁচু পাহাড় দেখা যায়। এই সময়ে লক্ষ রাখবেন যেন সবাই অংশগ্রহণের সুযোগ পায়।

মূল্যায়ন :

বাংলাদেশের পাহাড় এবং খনিজ সম্পদ সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে তা সংক্ষেপে বলুন।

পাঠ ৪ : বাংলাদেশের প্রাকৃতিক মানচিত্র

পৃষ্ঠা ৫২-৫৩

শিখনফল :

১৫.৮.৪। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক অবস্থার বিবরণ দিতে পারবে।
১৫.৮.৫। বাংলাদেশের সম্পদ (কৃষিজ, বনজ, খনিজ ও পানি) সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

- বাংলাদেশের প্রাকৃতিক মানচিত্র

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- প্রাকৃতিক মানচিত্র বলতে কী বোঝায় তা আলোচনা করুন। যেমনঃ পাহাড়, নদ-নদী।

খ| এসো লিখি

এসো বলি কাজটির পুনরাবৃত্তি ঘটেছে এসো লিখি অংশে, তবে এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা পাহাড়ের বড় বড় নামগুলো লিখতে পারবে। উত্তর হলো, প্রথম - রাজশাহী ও রংপুর; দ্বিতীয় - ঢাকা; তৃতীয় - চট্টগ্রাম। শিক্ষার্থীদের কাজ ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং যদি না বুঝতে পারে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন।

গ| আরও কিছু করি

আরও কিছু করি অংশের কাজটি শহরের শিক্ষার্থীদের কাছে বেশি সহজ হবে, তবে এতে করে সব শিক্ষার্থীই সহজভাবে ছবি আঁকায় অভ্যস্ত হবে এবং যানবাহন সম্পর্কে তাদের নিজের অভিজ্ঞতা যোগ করার সুযোগ পাবে। তাদের কাজ ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহ দিন।

ঘ| যাচাই করি

যাচাই করি খুব সহজ যা হচ্ছে, প্রাকৃতিক গ্যাস। আপনি শিক্ষার্থীদের মনে করিয়ে দিতে পারেন, সব যানবাহন যদি ডিজেল বা পেট্রল দিয়ে চলে, তবে আমাদের শহর কতটা দূষিত হতে পারে।

মূল্যায়ন :

পাহাড় ও খনিজ সম্পদ সম্পর্কে দুটি পাঠে যা শেখানো হয়েছে তা সংক্ষেপে বলুন। পাঠ্যবইয়ের ৭৬ নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক মানচিত্র নিয়ে কিছু প্রশ্ন করা হয়েছে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন। যেমন–

- বাংলাদেশের আয়তন কত?
- বাংলাদেশের খনিজ সম্পদগুলো কী কী?

৩ বাংলাদেশের নদী

আমাদের দেশে অসংখ্য নদী আছে। কোনটি বড় নদী। আবার কোনটি ছোট নদী। এ নদীগুলো সারা দেশে জালের মতো ছড়িয়ে আছে। নদীগুলো বিভিন্ন পাহাড়-পর্বত থেকে সৃষ্টি হয়ে ঢালুর দিকে বয়ে গেছে। এই নদীগুলো একটি অন্যটির সাথে মিশে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। অসংখ্য নদী আছে বলেই এ দেশকে বলা হয় নদীমাতৃক দেশ।

পাশের মানচিত্র থেকে পাঁচটি বড় নদীর নাম পড়।

এই নদীগুলো বন্যার সময় পলিমাটি বহন করে নিয়ে আসে। পলিমাটি এক ধরনের কাদা। পলিমাটির কারণে আমাদের দেশের মাটি অনেক উর্বর।

পানি সম্পদ

বাংলাদেশে যেমন অনেক নদী আছে, তেমনি আছে অসংখ্য খাল, বিল, পুকুর, হাওর ইত্যাদি। এগুলোর মাধ্যমে প্রত্যেক ঋতুতে আমাদের জমিগুলো পানি পেয়ে থাকে। কৃষিকাজে জমিতে পানি দেওয়াকে **সেচ** বলে। আমাদের জলাভূমিতে প্রচুর মাছও পাওয়া যায়, যা আমাদের অন্যতম একটি প্রধান খাবার। দেশের দক্ষিণে সমুদ্র উপকূলে চিংড়ি চাষ হয়। চিংড়ি বিদেশে রপ্তানি করে দেশ অনেক বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে। আমরা নদীগুলোকে যাতায়াত ও যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবেও ব্যবহার করে থাকি।

ক| এসো বলি

৫০ নম্বর পৃষ্ঠার মানচিত্রটি আবার দেখ এবং উত্তর দাও।

১. মানচিত্রে বিভাগীয় শহরগুলোতে বিভিন্ন রং দেওয়া আছে। এই শহরগুলোর নাম কী?

২. বাংলাদেশের কোন তিনটি বিভাগ সমুদ্র সীমানার পাশ দিয়ে আছে?

৩. কোন বিভাগের সমুদ্র উপকূল দীর্ঘতম?

খ| এসো লিখি

অক্ষরের ক্রম অনুযায়ী প্রধান পাঁচটি নদীর নাম লেখ।

গ| আরও কিছু করি

বাংলাদেশের পানি সম্পদের তিনটি ব্যবহার দেখিয়ে একটি পোস্টার তৈরি কর। ছবি এঁকে উদাহরণ দাও।

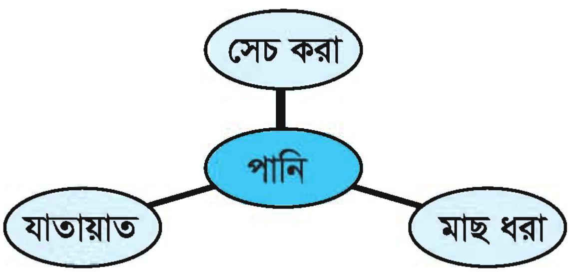

ঘ| যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দাও।

নিচের কোনটি পানির উৎস নয়?

ক) জলাভূমি খ) পুকুর গ) জাল ঘ) নদী

পাঠ ৫ : বাংলাদেশের নদী
পৃষ্ঠা ৫৪-৫৫

শিখনফল :

১৫.৮.৪। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থার বিবরণ দিতে পারবে।
১৫.৮.৩। মানচিত্রে প্রধান নদী, রাজধানী বিভাগীয় শহরগুলো দেখাতে পারবে।
১৫.৮.৫। বাংলাদেশের সম্পদ (কৃষিজ, বনজ, খনিজ ও পানি) সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

- বাংলাদেশের মানচিত্র

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- শিক্ষার্থীদের বলেন যে, বাংলাদেশে অসংখ্য নদী জালের মতো ছড়িয়ে আছে। শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করেন, দেশের পানি সম্পদ বিষয়ে তারা কী জানে?

- ক্লাসে ৫২ নং পৃষ্ঠার প্রথম অংশটি পড়ুন। নদীর নামগুলো শিক্ষার্থীদের পড়তে বলুন। জিজ্ঞাসা করুন, তাদের স্কুল থেকে সবচেয়ে কাছের নদী কোনটি?

- পানি সম্পদের ওপরে ৫৪ নং পৃষ্ঠার শেষের অনুচ্ছেদটি পড়ুন। শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন, তারা কী মাছ খেতে পছন্দ করে।

ক| এসো বলি

মূলত এসো বলি অংশে রয়েছে পাঠ ১-এর যা শেখানো হয়েছে, তার পুনরালোচনা।
উত্তরগুলো হলো:
১। ৭টি বিভাগকেই চিহ্নিত করা হয়েছে, তাই শিক্ষার্থীরা সবগুলোরই নাম বলবে; ঢাকাকে তারকা দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে।
২। খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম।
৩। চট্টগ্রাম।
এই কাজের সময় লক্ষ রাখবেন যেন সবাই সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে।

মূল্যায়ন :

বাংলাদেশের নদী সম্পর্কে যা শেখানো হয়েছে, তা সংক্ষেপে বলুন।

পাঠ ৬ : বাংলাদেশের নদী

পৃষ্ঠা ৫৪-৫৫

শিখনফল :

১৫.৮.৪। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থার বিবরণ দিতে পারবে।
১৫.৮.৩। মানচিত্রে প্রধান নদী, রাজধানী ও বিভাগীয় শহরগুলো দেখাতে পারবে।
১৫.৮.৫। বাংলাদেশের সম্পদ (কৃষিজ, বনজ, খনিজ ও পানি) সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

- বাংলাদেশের মানচিত্র

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- বাংলাদেশের নদী সম্পর্কে যা শেখানো হয়েছে তা পুনরালোচনা করুন।

খ| এসো লিখি

এসো লিখি কাজটি করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বানান চর্চা হবে। শিক্ষার্থীদের কাজ ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং যদি না বুঝতে পারে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন।

গ| আরও কিছু করি

আরও কিছু করি অংশে শিক্ষার্থীরা পানি সম্পদের বিভিন্ন ব্যবহার সম্পর্কে চিন্তা করবে; যেমন, পানি সেচ দিতে, মাছ ধরতে এবং যাতায়াত করতে। তারা যা চিন্তা করছে, তা ছবি এঁকে বা বিশদভাবে লিখেও ব্যাখ্যা করতে পারে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতাকে গুরুত্ব দিন। তাদের নতুন নতুন চিন্তাকে প্রাধান্য দিন।

ঘ| যাচাই করি

যাচাই করি এর উত্তর হলো জাল। তবে কিছু সময় পানির বিভিন্ন উৎস সম্পর্কেও বলুন এবং শিক্ষার্থীরা এ সম্পর্কে কী জানে তা জিজ্ঞাসা করুন।

মূল্যায়ন :

নদী সম্পর্কে দুইটি পাঠে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে, তা সংক্ষেপ করে বলুন। পাঠ্যবইয়ের ৭৬ নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নে বাংলাদেশের নদ-নদী সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন। যেমন–

- পানি সম্পদ বলতে কী বুঝো?
- বাংলাদেশের পাঁচটি বড় নদীর নাম লিখ।

৪ বাংলাদেশের কৃষি ও বন

বাংলাদেশের প্রধান কৃষিজ সম্পদ হলো ধান, পাট এবং চা। দেশের সব অঞ্চলেই ধান জন্মে। পাট ও চা **অর্থকরী ফসল**। এগুলো বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। এছাড়াও আমাদের দেশে গম, সরিষা এবং বিভিন্ন ধরনের ডাল, শাকসবজি, মসলা ইত্যাদি উৎপাদিত হয়।

কৃষিজ সম্পদ

বাংলাদেশে খুব বেশি বনজ সম্পদ নেই। তাই আমাদের যা আছে তা আরও ভালোভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। প্রচুর গাছ লাগাতে হবে। বাংলাদেশে মূলত তিন ধরনের এলাকায় বনভূমি আছে।

প্রথম এলাকাটি হলো পাহাড়ি বনভূমি। পাহাড়ি বনভূমি দেশের পাহাড়ি অঞ্চলে অবস্থিত। এখানে বিভিন্ন ধরনের গাছ, বাঁশ ও বেত জন্মে। পাহাড়ি বনে হাতি, বানর ও বন্য শুয়োর আছে।

দ্বিতীয় এলাকাটি হলো শালবন। শালবন দেশের মধুপুর, ভাওয়াল ও বরেন্দ্র অঞ্চলে অবস্থিত। শালকাঠ ঘর ও বৈদ্যুতিক তারের খুঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। শাল ছাড়াও এখানে অন্যান্য কাঠ ও ফলের গাছ আছে।

রয়েল বেঙ্গল টাইগার

তৃতীয় এলাকাটি হলো সুন্দরবন। সুন্দরবন খুলনা বিভাগের দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে সুন্দরি, গেওয়া, গোলপাতা, কেওড়া ইত্যাদি জন্মে। সুন্দরবনে পৃথিবী বিখ্যাত **রয়েল বেঙ্গল টাইগার** বাস করে।

ক| এসো বলি

১. ধান কেন সব জায়গায় জন্মে?
২. অর্থকরী ফসল বলতে কী বোঝায়?
৩. কয়েক ধরনের ডালের নাম বল।

খ| এসো লিখি

প্রথম সারিতে বনভূমিগুলোতে যে ধরনের গাছ পাওয়া যায় তার নাম ও দ্বিতীয় সারিতে যে ধরনের প্রাণী দেখা যায় তাদের নাম লেখ।
কাজটি জোড়ায় কর।

	পাহাড়ি বনভূমি	সুন্দরবন
উদ্ভিদ		
প্রাণী		

গ| আরও কিছু করি

গাছের তিনটি ব্যবহার লিখে একটি পোস্টার তৈরি কর। ছবিও আঁকতে পার।

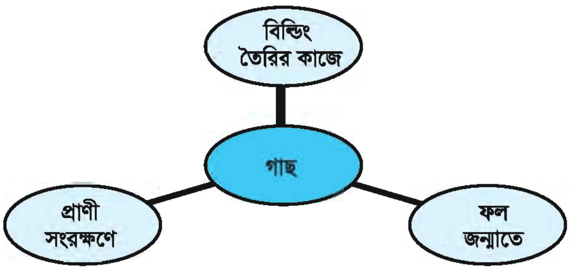

ঘ| যাচাই করি

উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

১. পাট ....কাজে ব্যবহৃত হয়।
২. মসলা .... কাজে ব্যবহৃত হয়।

পাঠ ৭ : বাংলাদেশের কৃষি ও বন
পৃষ্ঠা ৫৬-৫৭

শিখনফল :
১৫.৮.৪ । বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থার বিবরণ দিতে পারবে।
১৫.৮.৫ । বাংলাদেশের সম্পদ (কৃষিজ, বনজ, খনিজ ও পানি) সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :
- বাংলাদেশের মানচিত্র

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ হিসেবে খনিজ সম্পদ ও পানি সম্পদ সম্পর্কে যা শেখানো হয়েছে তা পুনরালোচনা করুন এবং আরও দুটি প্রাকৃতিক সম্পদ (কৃষিজ সম্পদ ও বনজ সম্পদ) সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পরিচিত করান।

- কৃষিজ ফসল সম্পর্কে ৫৬ নং পৃষ্ঠার প্রথম অনুচ্ছেদটি ক্লাসে পড়ুন। প্রতিটি ফসলের বিভিন্ন ব্যবহার সম্পর্কে বলুন। যেসব ফসল আমরা বিদেশে রপ্তানি করি (অর্থকরী ফসল) এবং যেসব ফসল দেশীয় চাহিদা মেটায় তাদের মধ্যে তুলনা করে শিক্ষার্থীদের বলুন।

- বাংলাদেশের বন সম্পর্কে ৫৬ নং পৃষ্ঠার শেষের অনুচ্ছেদটি পড়ুন। জিজ্ঞাসা করুন, শিক্ষার্থীরা কি কোনো বনভূমি দেখেছে? বইয়ে যেসব পশুর নাম আছে, তাদের কোনোটি কি শিক্ষার্থীরা দেখেছে?

ক | এসো বলি

এসো বলি অংশের উত্তর হলো:
১। বাংলাদেশের জমি ধান চাষের জন্য উপযোগী এবং এখানে পর্যাপ্ত পানি রয়েছে।
২। যেসব ফসল বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়, সেসব ফসলই অর্থকরী ফসল।
৩। মসুর, মটর, মুগ ইত্যাদি
এই কাজের সময় লক্ষ রাখবেন যেন সবাই সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে।

মূল্যায়ন :
বাংলাদেশের কৃষি এবং বন সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে তা সংক্ষেপে বলুন।

পাঠ ৮ : বাংলাদেশের কৃষি ও বন
পৃষ্ঠা ৫৬-৫৭

শিখনফল :
১৫.৮.৪ । বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থার বিবরণ দিতে পারবে।

১৫.৮.৫। বাংলাদেশের সম্পদ (কৃষিজ, বনজ, খনিজ ও পানি) সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

- বাংলাদেশের মানচিত্র

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- বাংলাদেশের কৃষিজ ও বনজ সম্পদ সম্পর্কে যা শেখানো হয়েছে তা পুনরালোচনা করুন।

খ| এসো লিখি

এসো লিখি অংশের উত্তর হবে:

	পাহাড়ি বনভূমি	সুন্দরবন
উদ্ভিদ	বাঁশ ও বেত	সুন্দরী, গেওয়া, গোলপাতা, কেওড়া
প্রাণী	হাতি, বানর, বন্য শুয়োর	রয়েল বেঙ্গল টাইগার

শিক্ষার্থীদের কাজ ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং যদি না বুঝতে পারে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন।

গ| আরও কিছু করি

এই পাঠের আরও কিছু করি অংশটি আগের পাঠের আরও কিছু করির মতোই।এখানে পোস্টারে কাজটি করতে হবে, তাই দেখার সুবিধার জন্য পোস্টার ডিজাইনে শিক্ষার্থীরা আরও বেশি পরিচ্ছন্ন ও মার্জিত হবে। এ ছাড়া পোস্টারে ছবিও আঁকা যেতে পারে। এই কাজের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।

ঘ| যাচাই করি

যাচাই করি অংশের কাজটি করতে একটু বেশি জানার প্রয়োজন। মসলা খাবারকে আরও সুস্বাদু ও মজাদার করতে রান্নার কাজে ব্যবহৃত হয়। পাট বস্তা, ব্যাগ এবং দড়ি তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। এটি করার মাধ্যমে এই বিষয়ের ওপরে শিক্ষার্থীরা কী বুঝেছে তার গাঠনিক মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে।

মূল্যায়ন :

সম্পূর্ণ অধ্যায় থেকে বাংলাদেশ সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে তা পুনরালোচনা করুন। পাঠ্যবইয়ের ৭৬ নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নে বাংলাদেশের কৃষি ও বন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন। যেমন-

- বাংলাদেশের কয়েকটি অর্থকরী ফসলের নাম লিখ।
- সুন্দরবন কোথায় অবস্থিত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে।

অধ্যায় ১০

আমাদের জাতির পিতা

১ বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা ও সংগ্রামী জীবন

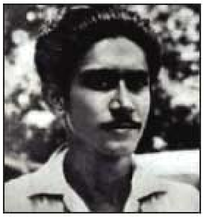

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের জাতির পিতা। তিনি ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ডাক নাম খোকা। তাঁর বাবার নাম শেখ লুৎফর রহমান ও মায়ের নাম সায়েরা বেগম।

তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয় ৭ বছর বয়সে গিমাডাঙ্গা প্রাইমারি স্কুলে। দুই বছর পর তিনি গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে ভর্তি হন। তিনি মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করেন গোপালগঞ্জ মিশন হাই স্কুল থেকে। এরপর তিনি কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ থেকে বিএ পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। তখন থেকেই বঙ্গবন্ধু বাঙ্গালির বিভিন্ন অধিকার আদায়ের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। এসব আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার কারণে তাঁকে বহুবার কারাবন্দি হতে হয়। কিন্তু আন্দোলন সংগ্রামে তিনি ছিলেন অবিচল।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

১৯৬৬ সালে তিনি পূর্ববাংলার জনগণের মুক্তির সনদ ছয় দফা পেশ করেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তাঁর দল আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয় লাভ করে। নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে পাকিস্তানের সরকার গঠন করার কথা ছিল। কিন্তু পাকিস্তানের শাসকরা নানা ষড়যন্ত্র শুরু করে। তাদের ষড়যন্ত্রের কারণে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সরকার গঠন করা সম্ভব হয়নি।

ক | এসো বলি

১. বঙ্গবন্ধু কবে জন্মগ্রহণ করেন?
২. কত বছর বয়সে তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয়?
৩. তিনি কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করেন?
৪. বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি কোন বিষয়ে ভর্তি হয়েছিলেন?
৫. কত সালে ৬ দফা পেশ করা হয়?

খ | এসো লিখি

সনের পাশে উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলো লেখ।

১৯২০	
১৯২৭	
১৯২৯	
১৯৬৬	
১৯৭০	

গ | আরও কিছু করি

বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাজীবন নিয়ে আরও তথ্য সংগ্রহ কর।

ঘ | যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দাও।

বঙ্গবন্ধু কোথায় মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করেন?

ক) গোপালগঞ্জ মিশন হাই স্কুলে　　খ) কলকাতা মিশন হাই স্কুলে
গ) ফরিদপুর মিশন হাই স্কুলে　　ঘ) ঢাকা মিশন হাই স্কুলে

অধ্যায় ১০: আমাদের জাতির পিতা

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা :

১৪.১। জাতির পিতার জীবনী ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে তাঁর অবদান সংক্ষেপে জানবে এবং তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হবে।

১৪.২। জাতির পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশকে ভালোবাসবে।

শিখনফল :

১৪.১.১। বাংলাদেশের জাতির পিতার নাম বলতে পারবে।

১৪.১.২। জাতির পিতার জীবনী সংক্ষেপে বলতে পারবে।

১৪.১.৩। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে জাতির পিতার অবদান উল্লেখ করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : এ অধ্যায়কে ৪টি পাঠে ভাগ করা হয়েছে।

পাঠ ১ : বঙ্গবন্ধুর প্রথম জীবন

পৃষ্ঠা ৫৮-৫৯

শিখনফল :

১৪.১.১। বাংলাদেশের জাতির পিতার নাম বলতে পারবে।

১৪.১.২। জাতির পিতার জীবনী সংক্ষেপে বলতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

বঙ্গাবন্ধু সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন বঙ্গাবন্ধু সম্পর্কে তারা কী জানে। বঙ্গাবন্ধুর নাম তারা প্রথম কোথায়, কীভাবে বা কার কাছ থেকে শুনেছে। তিনি কেন বঙ্গাবন্ধু উপাধি পেয়েছেন, তা বলতে পারেন। এতে করে শিক্ষার্থীদের মাঝে জাতির পিতা সম্পর্কে জানতে আগ্রহ সৃষ্টি হবে। বাঙালি জাতির ইতিহাসে তাঁর আরও যেসব অবদান আছে তা উপস্থাপন করুন।

- ক্লাসে বঙ্গাবন্ধুর প্রথম জীবন সম্পর্কে লেখা ৫৮ নং পৃষ্ঠার প্রথম দুইটি অনুচ্ছেদ পড়ুন। শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারছে কি না তা জানার জন্য প্রশ্ন করুন। এ ধরনের প্রশ্ন করতে পারেন- বঙ্গাবন্ধুর ডাকনাম কী ছিল? তিনি কত বছর বয়সে স্কুলে ভর্তি হন? পড়ার সাথে বাস্তবজীবনের মিল করতে দুই/ একজন শিক্ষার্থীর ডাকনাম বা স্কুলে ভর্তির বয়স জিজ্ঞাসা করতে পারেন। এ ছাড়া পড়ার সময় গুরুত্বপূর্ণ সাল বা তথ্য বোর্ডে লিখতে পারেন, এতে শিক্ষার্থীরা তথ্যগুলো যে গুরুত্বপূর্ণ তা বুঝতে পারবে।

- বঙ্গাবন্ধুর রাজনৈতিক কাজ সম্পর্কে লেখা ৫৮ নং পৃষ্ঠার শেষের অনুচ্ছেদটি পড়ুন। শিক্ষার্থীরা ঘটনার

ধারাবাহিকতা বুঝতে পারছে কি না তা জানার জন্য প্রশ্ন করুন। এ ধরনের প্রশ্ন করতে পারেন- ১৯৭০ সালের নির্বাচনে কোন দল জয়ী হয়? কাদের ষড়যন্ত্রে বঙ্গবন্ধু সরকার গঠন করতে পারেননি? এভাবে বিভিন্ন প্রশ্ন করে ঘটনার ধারাবাহিকতা শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিন।

ক| এসো বলি

এসো বলি অংশের প্রশ্নগুলো শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝেছে তা যাচাইয়ের জন্য।
প্রশ্ন ১- শিক্ষার্থীদের মনে রাখার বিষয় : ১৭ মার্চ, ১৯২০।
প্রশ্ন ২- শিক্ষার্থীদের মনে রাখার বিষয় : ৭ বছর।
প্রশ্ন ৩- শিক্ষার্থীদের মনে রাখার বিষয় : গিমাডাঙ্গা প্রাইমারি স্কুলে।
প্রশ্ন ৪- আইন বিভাগে; কিন্তু তিনি তাঁর ডিগ্রি শেষ করেননি।
প্রশ্ন ৫- আওয়ামী লীগ
সব শিক্ষার্থী প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছে কি না তা লক্ষ করুন, না পারলে তাদের সহায়তা করুন।

মূল্যায়ন :

বঙ্গবন্ধুর প্রথম জীবন ও রাজনৈতিক কাজ সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে তা সংক্ষেপে বলুন। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বলুন বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে দুই থেকে তিনটি তথ্য ক্লাসে বলতে। এইভাবে পুনরালোচনামূলক কাজটি শিক্ষার্থীদের মাধ্যমেও করাতে পারেন ।

পাঠ ২ : বঙ্গবন্ধুর প্রথম জীবন

পৃষ্ঠা ৫৮-৫৯

শিখনফল :

১৪.১.১। বাংলাদেশের জাতির পিতার নাম বলতে পারবে।
১৪.১.২। জাতির পিতার জীবনী সংক্ষেপে বলতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে এই পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা যা জেনেছে তা পুনরালোচনা করুন।

খ| এসো লিখি

এসো লিখি অংশের কাজটি ধারাবাহিকভাবে তথ্য মনে রাখার একটি ভালো উপায়।
১৯২০ : বঙ্গবন্ধু জন্মগ্রহণ করেন।
১৯২৭ : তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন।

১৯২৯ : গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে ভর্তি হন।
১৯৬৬ : পূর্ববাংলার মুক্তির সনদ ছয় দফা পেশ করেন।
প্রত্যেক শিক্ষার্থী লেখার কাজ শেষ করে, এই লিখিত বিষয়টি দলগতভাবে উপস্থাপনাও করতে পারে। এত করে তারা আরও ভালোভাবে ঘটনার ধারাবাহিকতা এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মনে রাখতে পারবে।

গ | আরও কিছু করি

আরও কিছু করি অংশের কাজে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করুন তারা বঙ্গবন্ধুর প্রথম জীবন সম্পর্কে কী ধরনের এবং কী পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করবে। এ ছাড়া শিক্ষার্থীরা কোথা থেকে তথ্য সংগ্রহ করবে তা বলে দিন। শিক্ষার্থীরা না পারলে তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা করুন।

ঘ | যাচাই করি

যাচাই করি এর উত্তর হবে (ক)। এটি একটি জ্ঞানমূলক প্রশ্ন এবং শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবইয়ের লিখিত অংশ পড়েই এর উত্তর করতে পারবে। তবে পর্যবেক্ষণ করুন সব শিক্ষার্থীই উত্তর দিতে পারছে কি না, না পারলে তাদের সহায়তা করুন।

মূল্যায়ন :

'এসো লিখি', 'আরও কিছু করি' ও 'যাচাই করি'র মাধ্যমে এই পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর জীবন সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে তার সারসংক্ষেপ করুন। পাঠ্যবইয়ের ৭৭ নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নে বঙ্গবন্ধুর জীবন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন। যেমন-

- বঙ্গাবন্ধু কেন এবং কাদের জন্য আন্দোলন করেছেন।
- তাঁর জীবনের কোন দিকটি তোমার ভালো লেগেছে?

২ বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে জনসভায় বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দেন। এরপর ২৫ এ মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনী নিরস্ত্র বাঙ্গালিদের উপর হামলা করে। ২৬ এ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এর পরপরই পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী করে রাখে। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানেই জাতি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। নয় মাস ধরে এ যুদ্ধ চলে। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর আমরা বিজয় লাভ করি। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। তিনি আমাদের জাতির পিতা।

বাংলাদেশ (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) ও পাকিস্তান (তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান)

যুদ্ধ শেষে পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে বঙ্গবন্ধু নতুন বাংলাদেশ গড়ে তুলতে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট তিনি একদল ষড়যন্ত্রকারী ও দেশের শত্রুদের হাতে সপরিবারে শহিদ হন। তাঁর মৃত্যু দেশের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। আমরা সবাই বঙ্গবন্ধুর মতো দেশকে ভালোবাসব, দেশের জন্য কাজ করব।

ক | এসো বলি

১. বাংলাদেশ কখন স্বাধীনতা অর্জন করে?
২. মুক্তিযুদ্ধ কত মাস ধরে স্থায়ী হয়েছিল?
৩. মুক্তিযুদ্ধের সময় বঙ্গবন্ধু কোথায় ছিলেন?
৪. বঙ্গবন্ধু কোন তারিখে দেশে ফিরে আসেন?
৫. ১৯৭৫ সালে কী হয়েছিল?

খ | এসো লিখি

১৯৭১ সালের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলো তারিখের পাশে লেখ।

৭ই মার্চ	
২৫এ মার্চ	
২৬এ মার্চ	
১৬ই ডিসেম্বর	

গ | আরও কিছু করি

বঙ্গবন্ধুর ছবি সংগ্রহ করে একটি অ্যালবাম তৈরি কর।

ঘ | যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দাও।
কখন বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা হয়?
ক) ৭ই মার্চ খ) ২৫এ মার্চ গ) ২৬এ মার্চ ঘ) ১৬ই ডিসেম্বর

পাঠ ৩ : মুক্তিযুদ্ধ
পৃষ্ঠা ৬০-৬১

শিখনফল :
১৪.১.২। জাতির পিতার জীবনী সংক্ষেপে বলতে পারবে।
১৪.১.৩। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে জাতির পিতার অবদান উল্লেখ করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :
মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- এই পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর জীবন সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যা জেনেছে তা পুনরালোচনা করুন।

- ক্লাসে ৬০ নং পৃষ্ঠার প্রথম অনুচ্ছেদটি পড়ুন। শিক্ষার্থীরা ঘটনার ধারাবাহিকতা বুঝতে পারছে কি না তা জানার জন্য প্রশ্ন করুন। এ ধরনের প্রশ্ন করতে পারেন- বঙ্গবন্ধু কখন ও কোথায় স্বাধীনতার ডাক দেন? কারা বঙ্গবন্ধুকে কারাগারে বন্দী করে? এ ছাড়া পড়ার সময় গুরুত্বপূর্ণ সাল বা তথ্য বোর্ডে লিখতে পারেন, এতে শিক্ষার্থীরা তথ্যগুলো যে গুরুত্বপূর্ণ তা বুঝতে পারবে।

- ক্লাসে ৬০ নং পৃষ্ঠার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদটি পড়ুন। শিক্ষার্থীরা ঘটনার ধারাবাহিকতা বুঝতে পারছে কি না তা জানার জন্য প্রশ্ন করুন। এ ধরনের প্রশ্ন করতে পারেন- বঙ্গবন্ধু কোন মাসে দেশে ফিরে আসেন? কার নেতৃত্বে নতুন বাংলাদেশ গড়ার কাজ শুরু হয়? এভাবে বিভিন্ন প্রশ্ন করে ঘটনার ধারাবাহিকতা শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিন।

ক| এসো বলি

এসো বলি অংশের প্রশ্নগুলো শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ঘটনা কতটা মনে রাখতে পারছে তা যাচাইয়ের জন্য।
প্রশ্ন ১- ১৯৭১।
প্রশ্ন ২- ৯ মাস।
প্রশ্ন ৩- পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী ছিলেন।
প্রশ্ন ৪- ১০ জানুয়ারি ১৯৭২।
প্রশ্ন ৫- একদল ষড়যন্ত্রকারীর হাতে সপরিবারে শহিদ হন। সব শিক্ষার্থী প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছে কি না তা লক্ষ করুন, না পারলে তাদের সহায়তা করুন।

মূল্যায়ন :
মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে তা সংক্ষেপে বলুন। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে দুই থেকে তিনটি তথ্য ক্লাসে বলতে বলুন। এইভাবে পুনরালোচনামূলক কাজটি শিক্ষার্থীদের মাধ্যমেও করাতে পারেন ।

পাঠ ৪ : মুক্তিযুদ্ধ

পৃষ্ঠা ৬০-৬১

শিখনফল :

১৪.১.২। জাতির পিতার জীবনী সংক্ষেপে বলতে পারবে।

১৪.১.৩। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে জাতির পিতার অবদান উল্লেখ করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে এই পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে তা পুনরালোচনা করুন। শিক্ষার্থীরা মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে কিছু জানে কি না বা কী জানে তা জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

খ| এসো লিখি

এসো লিখির কাজটি শিক্ষার্থীদের ঘটনার ধারাবাহিকতা বুঝতে সাহায্য করবে।

৭ মার্চ : ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দেন।

২৫ মার্চ : পাকিস্তানি বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর হামলা করে।

২৬ মার্চ : বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন।

১৬ ডিসেম্বর: আমরা মুক্তিযুদ্ধে জয়লাভ করি।

এই প্রতিটি তারিখ আমাদের বাংলাদেশের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ। তাই প্রত্যেক শিক্ষার্থী লেখার কাজ শেষ করে, এই লিখিত বিষয়টি দলগতভাবে উপস্থাপনাও করতে পারে। এতে করে তারা আরও ভালোভাবে ঘটনার ধারাবাহিকতা এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মনে রাখতে পারবে।

গ| আরও কিছু করি

আরও কিছু করি কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কোনো ঘটনার ছবি দিয়ে কীভাবে ঘটনাকে উপস্থাপন করা যায় বা একটি বইয়ের প্রচ্ছদ তৈরি করা যায় তা শিখবে এবং এতে করে শিক্ষার্থীদের কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটবে। তাদের প্রতিটি কাজের প্রশংসা করুন এবং কীভাবে আরও ভালো করা যায় তার উৎসাহ দিন।

ঘ| যাচাই করি

যাচাই করি-এর উত্তর হলো (গ) ২৬ মার্চ। এটি একটি জ্ঞানমূলক প্রশ্ন এবং শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবইয়ের লিখিত অংশ পড়েই এর উত্তর করতে পারবে। তবে পর্যবেক্ষণ করুন সব শিক্ষার্থীই উত্তর দিতে পারছে কি না, না পারলে তাদের সহায়তা করুন।

মূল্যায়ন :

'এসো লিখি', 'আরও কিছু করি' ও 'যাচাই করি'র মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু এবং মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে এই অধ্যায় থেকে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে তার সারসংক্ষেপ করুন। পাঠ্যবইয়ের ৭৭ নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্ন আছে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন। যেমন-

- মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর অবদান বর্ণনা কর। তাঁর জীবনের কোন দিকটি তুমি অনুসরণ করতে চাও?

অধ্যায় ১১

আমাদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

১ শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

২১এ ফেব্রুয়ারি আমাদের শহিদ দিবস। এই দিন মাতৃভাষা বাংলার দাবিতে ছাত্রসহ সাধারণ মানুষ শহিদ হয়েছেন।

ঘটনাটি ঘটে পাকিস্তান শাসন আমলে। জনসংখ্যার দিক থেকে পাকিস্তানে বাঙালিরাই বেশি ছিল। আর বাঙালিদের মাতৃভাষা বাংলা। কিন্তু পাকিস্তানের শাসকরা চেয়েছিল উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে। বাংলার জনগণ তা মেনে নেয়নি। তারা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি তোলেন। এই দাবিতে ১৯৫২ সালের ২১এ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি মিছিল বের হয়। এই মিছিলে পুলিশ গুলি চালায়। গুলিতে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার ও শফিউরসহ আরও অনেকে ভাষার দাবিতে শহিদ হন। এদের আমরা ভাষা শহিদ বলি। মনে রাখতে হবে ভাষার দাবিতে এমন আত্মদান পৃথিবীতে একটি বিরল ঘটনা। ভাষা শহিদদের স্মরণে ঢাকায় তৈরি হয়েছে কেন্দ্রীয় শহিদমিনার। দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও ছোট বড় শহিদমিনার রয়েছে। প্রতিবছর ২১এ ফেব্রুয়ারিতে খুব ভোরে আমরা খালি পায়ে ফুল হাতে শহিদমিনারে যাই। শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।

আমাদের শহিদ দিবস আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃত। সারা বিশ্বে এ দিবসটি পালিত হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় শহিদমিনার

ক | এসো বলি

১. ২১এ ফেব্রুয়ারি কী দিবস?

২. এই দিবসটি কাদের স্মৃতিতে পালন করা হয়?

৩. বাংলাভাষার জন্য কখন আন্দোলন হয়েছিল?

৪. তোমরা কী কয়েকজন ভাষা শহিদের নাম বলতে পার?

৫. শহিদদের স্মরণে কোন স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়েছে?

খ | এসো লিখি

২১এ ফেব্রুয়ারিতে আমরা একটি বিখ্যাত গান গাই। গানটি হলো, "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি।" গানটি লিখেছেন আব্দুল গাফফার চৌধুরী ও সুর করেছেন '৭১ এর শহিদ আলতাফ মাহমুদ। এই গানটি তোমরা খাতায় লেখ ও সবাই মিলে গাও।

গ | আরও কিছু করি

- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য খুঁজে বের কর।
- আমাদের দেশে বাংলা ছাড়া আরও অনেক ভাষা আছে। সেই ভাষাগুলো কী কী খুঁজে বের কর।

ঘ | যাচাই করি

অল্প কথায় উত্তর দাও।

রাষ্ট্রভাষার দাবিতে বাঙালিরা কেন আন্দোলন করেছেন?

অধ্যায় ১১: আমাদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা :

১৫.৩ বাংলাদেশের জাতীয় ছুটির দিনগুলো সম্পর্কে জানবে।
১৫.৪ বাংলাদেশের সামাজিক উৎসব সম্পর্কে জানবে।

শিখনফল :

১৫.৩.১ জাতীয় ছুটির দিনগুলোর তারিখ এবং ঘটনা বলতে পারবে।
১৫.৩.২ জাতীয় ছুটির দিনগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে বলতে পারবে।
১৫.৩.৩ জাতীয় দিবসগুলোর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবে ও দিবসের নানা আয়োজনে অংশ নিতে পারবে।
১৫.৪.১ দেশের সামাজিক উৎসবগুলো বলতে পারবে (বাংলা নববর্ষ, পৌষ মেলা, নবান্ন উৎসব ইত্যাদি)
১৫.৪.২ বিভিন্ন সামাজিক উৎসবে অংশগ্রহণ করবে।

পাঠ বিভাজন : এ অধ্যায়কে ৬টি পাঠে ভাগ করা হয়েছে।

পাঠ ১ : শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

পৃষ্ঠা ৬২-৬৩

শিখনফল :

১৫.৩.১ জাতীয় ছুটির দিনগুলোর তারিখ এবং ঘটনা বলতে পারবে।
১৫.৩.২ জাতীয় ছুটির দিনগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে বলতে পারবে।
১৫.৩.৩ জাতীয় দিবসগুলোর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবে ও দিবসের নানা আয়োজনে অংশ নিতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

জাতীয় দিবস সম্পর্কিত নানা তথ্য।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- শহিদ দিবস সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করুন। শ্রেণিতে জিজ্ঞেস করুন, এই দিবসটি সম্পর্কে তারা কী জানে, ঘটনাটি কবে ঘটেছিল, কেন ঘটেছিল ইত্যাদি। শিক্ষার্থীদের সবাইকে উত্তর দিতে উৎসাহিত করুন।

- ১৯৫২ সালে কী ঘটেছিল শ্রেণিতে বর্ণনা করুন এবং প্রথম দুইটি পরিচ্ছেদ পড়ুন। ২১শে ফেব্রুয়ারি সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা কী জানে বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে যাচাই করুন। এরপর বর্তমানে এই দিবসটি কীভাবে পালন করা হয় তা বর্ণনার মাধ্যমে বইয়ের একদম শেষের পরিচ্ছেদটি পড়ুন। এ দিবসটিতে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা কেমন জিজ্ঞেস করুন।

ক| এসো বলি

এই অংশে দেওয়া প্রশ্নগুলো শ্রেণিতে করুন। প্রশ্নের উত্তরগুলো হলোঃ

১। ২১ ফেব্রুয়ারি

২। মাতৃভাষার জন্য যারা জীবন দিয়েছেন

৩। সালাম, রফিক, বরকত, জব্ব র, শফিউর

৪। শহিদমিনার

প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় যেন সবাই অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায় সেদিকে লক্ষ রাখবেন।

মূল্যায়ন :

এ পাঠে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে তার সারসংক্ষেপ বলুন। বলার কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ধারণা মূল্যায়ন করার সুযোগ পাবেন।

পাঠ ২ : শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

পৃষ্ঠা ৬২-৬৩

শিখনফল :

১৫.৩.১ জাতীয় ছুটির দিনগুলোর তারিখ এবং ঘটনা বলতে পারবে।

১৫.৩.২ জাতীয় ছুটির দিনগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে বলতে পারবে।

১৫.৩.৩ জাতীয় দিবসগুলোর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবে ও দিবসের নানা আয়োজনে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

জাতীয় উৎসব সম্পর্কিত নানা তথ্য

জাতীয় দিবসগুলোর উল্লেখযোগ্য গান

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- আগের পাঠ পুনরালোচনা করুন।

খ| এসো লিখি

শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন ২১শে ফেব্রুয়ারিতে কোন বিশেষ গানটি আমরা গাই। তারা উত্তর দিতে না পারলে সহযোগিতা করুন। 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' অতি পরিচিত একটি গান এবং শিক্ষার্থীদের জানা থাকার কথা। এই গানটির গীতিকার ও সুরকার কে উল্লেখ করুন। এরপর শিক্ষার্থীদের গানটি খাতায় লিখতে বলুন। প্রয়োজনে আপনি বোর্ডে লিখে দিন এবং শিক্ষার্থীরা খাতায় দেখে তুলবে। এরপর সবাই মিলে গানটি গাইবে।

গ | আরও কিছু করি

শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন মাতৃভাষা দিবস সম্পর্কে তারা আর কী কী জানে। নিজেদের তথ্য সংগ্রহ করতে বলুন। যেমন- শহিদমিনার কোথায় অবস্থিত, কে এই মিনারটির নকশা করেছেন, শহিদ দিবস নিয়ে আরও কোনো লেখা তারা পড়েছে কি না ইত্যাদি। কিংবা এই বছরের শহিদ দিবসে পত্রিকা বা খবরের মাধ্যমে তারা বিশেষ কিছু জেনেছে কি না।এরপর বাংলাদেশে অন্যান্য ভাষাভাষি জনগোষ্ঠী সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞেস করুন। অন্যান্য জনগোষ্ঠী সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা ২য় অধ্যায়ে পড়েছে। শিক্ষার্থীদের তা মনে করিয়ে দিন এবং বলুন বাংলা ভাষার মতো তাদেরও নিজেদের মাতৃভাষা আছে। শ্রেণিতে অন্যান্য জনগোষ্ঠীর কেউ থাকলে তাদের নিজেদের ভাষা সম্পর্কে কিছু বলতে বলুন। এই কাজটি গবেষণা-নির্ভর, কাজেই শিক্ষার্থীদের এই বিষয়গুলো নিয়ে অনুসন্ধান করার সুযোগ করে দিন।

ঘ | যাচাই করি

শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করুন এবং তারা নিজেরাই নিজেদের মাতৃভাষায় “মাতৃভাষার গুরুত্ব” বলবে।

মূল্যায়ন :

এ পাঠে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে তার সারসংক্ষেপ বলুন। লেখার কাজ, আরও কিছু করি ও যাচাই-এর প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শহিদ দিবস সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার হবে। পাঠ্যবইয়ের ৭৭ নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নে ভাষা আন্দোলনের দাবি নিয়ে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করা হয়েছে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন। যেমন–

- ১৯৫২ সালে বাঙালিরা সোচ্চার না হলে কী হতো?
- কেন এই আন্দোলন হয়েছিল?
- আমরা নিজেদের মাতৃভাষা নিয়ে গর্বিত হই কেন?

২ স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবস

অধ্যায় ১০ এ তোমরা জানতে পেরেছ বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ২৬এ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। প্রতি বছর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা **স্বাধীনতা দিবসটি** পালন করি। এটি আমাদের জাতীয় দিবস।

মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের স্মরণে সাভারে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়েছে।

এ দিনটিতে আমরা সেখানে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

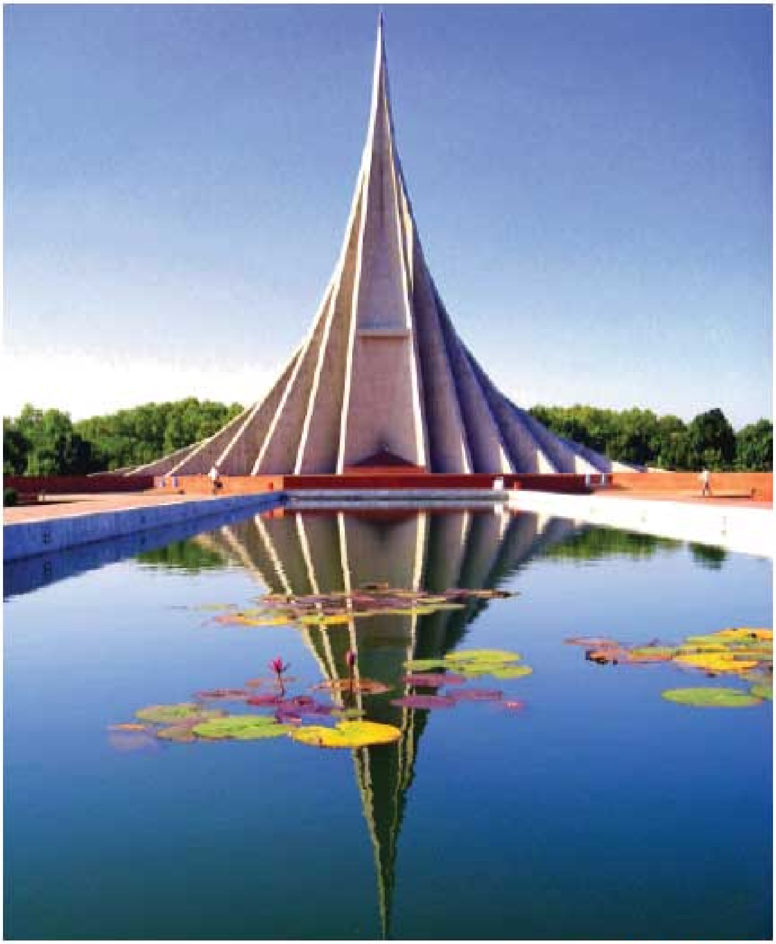

জাতীয় স্মৃতিসৌধ

তোমরা আরও জেনেছ ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার জন্য প্রায় ৯ মাস পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে আমাদের যুদ্ধ চলে। অবশেষে পাকিস্তানি বাহিনী পরাজিত হয়ে ১৬ই ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ করে। ১৬ই ডিসেম্বর আমাদের বিজয় দিবস। প্রতিবছর জাতীয় স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা এ দিনটি পালন করি। এ দিন বিভিন্ন জায়গায় বিজয় মেলা বসে।

ক| এসো বলি

১. বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবস কখন পালন করা হয়?
২. শহিদ দিবস কখন পালন করা হয়?
৩. ১৯৭১ সালে কারা পরাজিত হয়েছে?
৪. জাতীয় স্মৃতিসৌধ কোথায়?
৫. মানুষ স্মৃতিসৌধে কী দিয়ে শ্রদ্ধা জানান?

খ| এসো লিখি

নিচের স্মরণীয় সৌধ দুটির নাম আমাদের কী কী মনে করিয়ে দেয়?

শহিদমিনার	জাতীয় স্মৃতিসৌধ

গ| আরও কিছু করি

প্রতিবছর তোমার বিদ্যালয় কীভাবে এই তিনটি দিবস পালন করতে পারে তার একটি পরিকল্পনা কর।

ঘ| যাচাই করি

উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

পাকিস্তানি বাহিনী পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করে ১৯৭১ সালের ....।

পাঠ ৩ : স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবস
পৃষ্ঠা ৬৪-৬৫

শিখনফল :

১৫.৩.১ জাতীয় ছুটির দিনগুলোর তারিখ এবং ঘটনা বলতে পারবে।
১৫.৩.২ জাতীয় ছুটির দিনগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে বলতে পারবে।
১৫.৩.৩ জাতীয় দিবসগুলোর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবে ও দিবসের নানা আয়োজনে অংশ নিতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

জাতীয় উৎসব সম্পর্কিত নানা তথ্য

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- পাঠের শুরুতে পৃষ্ঠা ৬০ এর স্বাধীনতাযুদ্ধ সম্পর্কিত তথ্যগুলো শ্রেণিতে পুনরালোচনা করুন।
- এরপর শ্রেণিতে পৃষ্ঠা ৬৪ পড়ুন। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে কিছু প্রশ্ন করুন, যেমন ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর, এই নয় মাসে কী হয়েছিল? শিক্ষার্থীদের উত্তর শুনে বুঝতে পারবেন শ্রেণিতে সবাই মনোযোগী কি না।

ক| এসো বলি

পড়া শেষ হলে শিক্ষার্থীদের 'এসো বলি'র প্রশ্নগুলো করুন। প্রশ্নের উত্তরগুলো হলো ;

১। ১৯৭১
২। ১৯৫২
৩। পাকিস্তান
৪। সাভার

লক্ষ রাখবেন যেন সবাই অংশগ্রহণ করতে পারে এবং কেউ ভুল উত্তর দিলে সঠিক উত্তরের জন্য অন্য আরেকজন শিক্ষার্থীকে জিজ্ঞেস করুন।

মূল্যায়ন :

এ পাঠে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে তার সারসংক্ষেপ বলুন। বলার কাজের প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কতটুকু শিখেছে তা তাৎক্ষণিকভাবে বুঝতে পারবেন।

পাঠ ৪ : স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবস
পৃষ্ঠা ৬৪-৬৫

শিখনফল :

১৫.৩.১ জাতীয় ছুটির দিনগুলোর তারিখ এবং ঘটনা বলতে পারবে।
১৫.৩.২ জাতীয় ছুটির দিনগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে বলতে পারবে।

১৫.৩.৩ জাতীয় দিবসগুলোর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবে ও দিবসের নানা আয়োজনে অংশ নিতে পারবে।

শিখন উপকর :

জাতীয় উৎসব সম্পর্কিত নানা তথ্য

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- স্বাধীনতাযুদ্ধ সম্পর্কিত তথ্য পুনরালোচনা করুন।

খ | এসো লিখি

এই কাজটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শহিদমিনার ও জাতীয় স্মৃতিসৌধ সম্পর্কে ধারণা বোঝা যাবে। লেখার কাজটি খাতায় লিখতে বলুন। সম্ভাব্য উত্তর হতে পারে শহিদমিনার, ভাষা শহিদ, ১৯৫২, নিজের মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার, জাতীয় স্মৃতিসৌধ, স্বাধীনতা যুদ্ধ, ১৯৭১, স্বাধীনতার ঘোষণা ও বিজয়ের ঘোষণা। শিক্ষার্থীরা যখন কাজ করবে, তখন ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করুন এবং প্রয়োজনে সাহায্য করুন।

গ | আরও কিছু করি

শিক্ষার্থীদের তিনটি জাতীয় দিবস নিয়ে বলতে বলুন, এরপর তারা বিদ্যালয়ে এই তিনটি দিবস কীভাবে পালন করতে পারে তা আলোচনা করতে দিন। এই পরিকল্পনায় সঞ্চালকের দায়িত্ব নিন এবং বেশির ভাগ সিদ্ধান্ত যেন শিক্ষার্থীরা নেয় সেদিকে লক্ষ রাখবেন।

ঘ | যাচাই করি

যাচাই-এ শিক্ষার্থীরা শূন্যস্থান পূরণ করবে এবং এর উত্তর হলো, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১।

মূল্যায়ন :

এ পাঠে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে তার সারসংক্ষেপ বলুন। পাঠ্যবইয়ের ৭৭ নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবসে কী কী ঘটেছিল, কারা ১৬ই ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ করেছিল, কীভাবে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করা হয় ইত্যাদি নিয়ে কিছু সংক্ষিপ্ত ও বর্ণনামূলক প্রশ্ন করা হয়েছে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন। যেমন–

- আমাদের দেশ কারা শাসন করছিল?
- কত মাস ধরে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ চলে?
- এই যুদ্ধে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের কী বলা হয়?

৩ নববর্ষ ও অন্যান্য উৎসব

পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন

বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন **পহেলা বৈশাখ**, ১৪ই এপ্রিল। এটি বাঙালিদের প্রধান সামাজিক উৎসব। এ দিনটি সবাই উদ্‌যাপন করেন। এ উপলক্ষে বিভিন্ন গান-বাজনা ও বৈশাখী মেলার আয়োজন করা হয়। বৈশাখী মেলায় মাটির খেলনা, হাঁড়ি, পুতুল, বিভিন্ন রকমের মিষ্টি, কাঠের তৈরি জিনিস ইত্যাদি পাওয়া যায়। এসব মেলা ছোটদের জন্য খুবই মজার।

পহেলা বৈশাখে ব্যব ায়ীরা নতুন খাতায় নতুন বছরের হিসাব লিখতে শুরু করেন। একে হালখাতা বলা হয়। এ উপলক্ষে বিভিন্ন দোকানে ক্রেতাদের মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়।

নবান্ন গ্রাম বাংলার একটি উৎসব। এটি ফসল কাটার উৎসব। বাংলা অগ্রহায়ণ মাসে আমন ধান কেটে ঘরে তোলা হয়। এ সময় নতুন ধান ঘরে তোলার আনন্দে কৃষকরা মেতে ওঠেন। ঘরে ঘরে নতুন ধানের চাল দিয়ে নানা রকম পিঠা ও খাবার তৈরি করা হয়। আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-পড়শিদের মাঝে তা বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি আয়োজন করা হয় নানা রকম নাচ-গানের।

পৌষমেলা গ্রাম বাংলার আরও একটি সামাজিক উৎসব। বাংলা পৌষ মাসে এ উৎসবের আয়োজন করা হয়। গ্রামের ঘরে ঘরে বানানো হয় নানা রকম শীতের পিঠা ও মিষ্টান্ন। কয়েক দিন ধরে চলে পিঠা বানানোর উৎসব। সেই সাথে আয়োজন করা হয় মেলার। মেলায় নানা রকম পিঠা ও খাবার পাওয়া যায়। পাশাপাশি বসে গান, নাচ, যাত্রা ইত্যাদির আসর।

শীতের পিঠা

ক | এসো বলি

তিনটি দলে ভাগ হয়ে যাও।
প্রত্যেক দল এক এক করে বল সামাজিক এই উৎসবগুলো কীভাবে উদ্‌যাপন করা হয়।

খ | এসো লিখি

তোমার নিজের এলাকায় উদ্‌যাপিত এই সামাজিক উৎসবগুলো সম্পর্কে লেখ।

....

....

....

গ | আরও কিছু করি

কীভাবে তোমার বিদ্যালয়ে পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন করা যায়?
এ বিষয়ে একটি পরিকল্পনা তৈরি কর।

ঘ | যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন ($\surd$) দাও।

নবান্ন কিসের উৎসব?

ক) স্বাধীনতার উৎসব
খ) পৌষের উৎসব
গ) ফসল কাটার উৎসব
ঘ) নববর্ষের উৎসব

পাঠ ৫ : নববর্ষ ও অন্যান্য উৎসব

পৃষ্ঠা ৬৬-৬৭

শিখনফল :

১৫.৪.১ দেশের সামাজিক উৎসবগুলো বলতে পারবে (বাংলা নববর্ষ, পৌষ মেলা, নবান্ন উৎসব ইত্যাদি)।
১৫.৪.২ বিভিন্ন সামাজিক উৎসবে অংশগ্রহণ করবে।

শিখন উপকরণ :

জাতীয় উৎসব সম্পর্কিত নানা তথ্য

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- শিক্ষার্থীরা কোন কোন সামাজিক উৎসব পালন করে তা জিজ্ঞেস করুন। তারা কীভাবে সেগুলো উদ্‌যাপন করে? শিক্ষার্থীরা যদি বুঝতে না পারে সামাজিক উৎসব কী তাহলে উদাহরণসহ বুঝিয়ে দিন।
- শ্রেণিতে সবার সাথে পৃষ্ঠা ৬৬ পড়ুন, এখানে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন উৎসব সম্পর্কে নিজেদের অভিজ্ঞতা জিজ্ঞেস করুন।

ক| এসো বলি

অংশে, শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন উৎসব ও তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করার সুযোগ পাবে। শিক্ষার্থীদের তিনটি দলে ভাগ করে দিন এবং প্রতিটি দলকে একটি করে উৎসব নিয়ে আলোচনা করতে বলুন। কোনো কোনো উৎসব সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের কিছু কম ধারণা থাকতে পারে, সে ক্ষেত্রে দলে গিয়ে তাদের আলোচনায় সহযোগিতা করুন। আলোচনা শেষে প্রতিটি দল থেকে শ্রেণিতে উপস্থাপন করতে বলুন।

মূল্যায়ন :

শিক্ষার্থীরা যেসব সামাজিক উৎসবের কথা বর্ণনা করেছে সেগুলোর সারসংক্ষেপ বলুন।

পাঠ ৬ : নববর্ষ ও অন্যান্য উৎসব

পৃষ্ঠা ৬৬-৬৭

শিখনফল :

১৫.৪.১ দেশের সামাজিক উৎসবগুলো বলতে পারবে (বাংলা নববর্ষ, পৌষ মেলা, নবান্ন উৎসব ইত্যাদি)।
১৫.৪.২ বিভিন্ন সামাজিক উৎসবে অংশগ্রহণ করবে।

শিখন উপকরণ :

জাতীয় উৎসব সম্পর্কিত নানা তথ্য

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- আগের পাঠ পুনরালোচনা করুন।

খ| এসো লিখি

অংশে শিক্ষার্থীরা নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা লিখবে। শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন তাদের এলাকায় কোন কোন সামাজিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়, কীভাবে হয়, কখন হয় ইত্যাদি। এরপর তাদের এই উৎসবগুলো নিয়ে খাতায় লিখতে বলুন।

গ| আরও কিছু করি

শিক্ষার্থীরা নিজেরা পরিকল্পনা করবে কীভাবে তারা বিদ্যালয়ে পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন করতে পারে। আলোচনায় সহযোগিতা করুন।

ঘ| যাচাই করি

এখানে কিছু সহজ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর দেওয়া আছে, যার উত্তর হবে গ) ফসল কাটার উৎসব। এর মাধ্যমে সহজেই শিক্ষার্থীদের গাঠনিক মূল্যায়ন করতে পারবেন।

মূল্যায়ন :

পুরো অধ্যায়ে জাতীয় ও সামাজিক উৎসব সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যা যা জেনেছে তার সারসংক্ষেপ করুন। পাঠ্যবইয়ের ৭৭ নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নে গ্রাম বাংলার সামাজিক উৎসব ি য়ে সংক্ষিপ্ত ও বর্ণনামূলক প্রশ্ন করা হয়েছে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন। যেমন–

- তোমার প্রিয় সামাজিক উৎসব কোনটি ও কেন?
- শীতের কোন পিঠা খেতে পছন্দ কর?
- পহেলা বৈশাখে মেলায় কখনো গিয়েছ? সেখানে কী কী হয়?

অধ্যায় ১২

বাংলাদেশের জনসংখ্যা

১ জনসংখ্যা

আয়তনের দিক থেকে বাংলাদেশ পৃথিবীর নব্বইতম দেশ।

২০১১ সালের আদমশুমারির হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা : ১৪,৯৭,৭২,৩৬৪।

জনসংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীতে বাংলাদেশের অবস্থান অষ্টম।

মোট জনসংখ্যার নারী-পুরুষের শতকরা অনুপাত : ৫০.০১ ভাগ পুরুষ ও ৪৯.৯৯ ভাগ নারী।

দেশের মোট আয়তন : ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার। এখানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে মোট ১০১৫ জন মানুষ বসবাস করেন। একে বলা হয় **জনসংখ্যার ঘনত্ব**।

ক| এসো বলি

আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার যদি অর্ধেক নারী ও অর্ধেক পুরুষ হয় তবে বাংলাদেশে নারী ও পুরুষের সংখ্যা কত?

শিক্ষকের সহায়তায় কাজটি কর।

খ| এসো লিখি

নিচের কথাগুলো বলতে কী বোঝায়?

আদমশুমারি ....

জনসংখ্যার ঘনত্ব ....

নারী-পুরুষের অনুপাত ....

গ| আরও কিছু করি

অনেক ভিড়ে গাড়ি অথবা রিকশায় বসে থাকতে কেমন লাগে তা নিয়ে একটি বাক্য লেখ।

ঘ| যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দাও।

জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ পৃথিবীতে কততম?

ক) সপ্তম খ) অষ্টম গ) নবম ঘ) দশম

অধ্যায় ১২: বাংলাদেশের জনসংখ্যা

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা :

১২.১.১ বাংলাদেশে জনসংখ্যা সমস্যা সংক্ষেপে বর্ণনা করতে পারবে।

শিখনফল :

১২.১.১ বাংলাদেশের জনসংখ্যার বর্তমান অবস্থা বর্ণনা করতে পারবে।
১২.১.২ জনসংখ্যায় নারী-পুরুষ অনুপাত কত তা বলতে পারবে।
১২.১.৩ গোটা পৃথিবীতে বাংলাদেশের জনসংখ্যার অবস্থান কততম তা বলতে পারবে।
১২.১.৪ পরিবারের লোকসংখ্যার সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সম্পর্ক বলতে পারবে।
১২.১.৫ পরিবেশে (পরিবার, শিক্ষা, বাসস্থান, যাতায়াত) জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব বলতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : এ অধ্যায়কে ৬টি পাঠে ভাগ করা হয়েছে।

পাঠ ১ : জনসংখ্যার আকার

পৃষ্ঠা ৬৮-৬৯

শিখনফল :

১২.১.১ বাংলাদেশের জনসংখ্যার বর্তমান অবস্থা বর্ণনা করতে পারবে।
১২.১.২ জনসংখ্যায় নারী-পুরুষ অনুপাত কত তা বলতে পারবে।
১২.১.৩ গোটা পৃথিবীতে বাংলাদেশের জনসংখ্যার অবস্থান কততম তা বলতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

- পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা ৬৮-৬৯

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- আজকের পাঠ্য বিষয়টি শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক পাঠের পরিবর্তে টেবিল ও ডায়াগ্রাম থেকে তথ্য বুঝে নিতে সাহায্য করবে। অনেক শিক্ষার্থীর কাছে এ ধরনের তথ্য আরও সহজ মনে হতে পারে। কিন্তু নোট করে রাখা প্রয়োজন যে শিক্ষার্থীদের খুব বড় সংখ্যার তথ্যগুলো মুখস্থ করার কোনোই প্রয়োজন নেই, তারা যেন সংখ্যাগুলো থেকে সঠিক ধারণা নিতে পারে এবং তা ব্যাখ্যা করতে পারে সেই ব্যাপারটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। নারী-পুরুষের অনুপাত দেওয়া আছে যে বক্সে, সেটা দিয়ে শুরু করতে পারেন, যেখানে শিক্ষার্থীরা জানবে যে বাংলাদেশে জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক পুরুষ ও অর্ধেক নারী। শিক্ষার্থীদের কাছে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করুন।

- এরপর ডান পাশের দুটি বক্স থেকে দেখান যে জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান অষ্টম হলেও আয়তনের দিক থেকে এটি পৃথিবীর নব্বইতম দেশ। অর্থাৎ, বাংলাদেশের মোট ভূমির তুলনায় এর জনসংখ্যা অনেক বেশি। এ ক্ষেত্রে আমরা বলি যে জনসংখ্যার "ঘনত্ব" বেশি। আবার, শিক্ষার্থীদের এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করুন।

- সবশেষে, একদম নিচের দুটি বক্স দেখুন, এখানে শিক্ষার্থীরা একটি গাণিতিক সমাধানের সাথে পরিচিত হবে যেখানে জনসংখ্যাকে দেশের মোট আয়তন দিয়ে ভাগ করলে জনসংখ্যার ঘনত্ব পাওয়া যাবে। ১,৪৯,৭৭২,৩৬৪/১৪৭,৫৭০= ১,০১৫ জন প্রতি বর্গ কিলোমিটারে শিক্ষার্থীরা বুঝবে যে, এই ঘনত্ব ১০০০ থেকে কিছুটা বেশি। ১ বর্গ কিলোমিটারের কোনো এলাকার লোকসংখ্যা ১,০০০ হলে সে এলাকার জনসংখ্যার ঘনত্ব কত হতে পারে তা শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করতে পারেন।

ক| এসো বলি

“এসো বলি” অংশে যে গাণিতিক সমস্যাটি আছে সেখানে ১৪৯,৭৭২,৩৬৪ কে ২ দিয়ে ভাগ করতে বলুন এবং উত্তরটি হবে প্রায় ৭৪,৮৮৬,১৮২ জন পুরুষ ও প্রায় ৭৪,৮৮৬,১৮২ জন নারী। এভাবে শিক্ষার্থীদের গাণিতিক প্রমাণ দ্বারা স্পষ্ট ধারণা হবে যে বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী আর অর্ধেক পুরুষ। সব শিক্ষার্থী গাণিতিক সমস্যাটি সমাধান করতে পারছে কি না তা লক্ষ করুন, না পারলে তাদের সহায়তা করুন।

মূল্যায়ন :

সবগুলো গাণিতিক সমস্যার সারসংক্ষেপ করুন। গাণিতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উপলব্ধি করতে সাহায্য করুন যে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা এর ভূমির তুলনায় অনেক বেশি। অর্থাৎ বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব যে অনেক বেশি তা শিক্ষার্থীদের বুঝতে সাহায্য করা।

পাঠ ২ : জনসংখ্যার আকার

পৃষ্ঠা ৬৮-৬৯

শিখনফল :

১২.১.১ বাংলাদেশের জনসংখ্যার বর্তমান অবস্থা বর্ণনা করতে পারবে।
১২.১.২ জনসংখ্যায় নারী-পুরুষ অনুপাত কত তা বলতে পারবে।
১২.১.৩ গোটা পৃথিবীতে বাংলাদেশের জনসংখ্যার অবস্থান কততম তা বলতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

- পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা ৬৮-৬৯

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- এর আগের পাঠে যে তথ্যগুলো আছে সেগুলো পুনরালোচনা করুন; নারী-পুরুষের অনুপাত, আদমশুমারির তথ্য ও জনসংখ্যার ঘনত্ব। শিক্ষার্থীদের সহজ কিছু প্রশ্ন করার মাধ্যমেও পুনরালোচনা করতে পারেন। যেমন: বাংলাদেশের নারী ও পুরুষের অনুপাত কত? বাংলাদেশের জনসংখ্যা কত কোটি?

খ| এসো লিখি

“এসো লিখি” অংশে শিক্ষার্থীদের কিছু সংজ্ঞা দিয়ে সাহায্য করতে পারেন। আদমশুমারি হলো সরকারি বা দাপ্তরিকভাবে জনসংখ্যা গণনা যা প্রতি ১০ বছর পর পর হয়। তাহলে পরবর্তী আদমশুমারি হবে ২০২১ সালে। বাংলাদেশে এটি কীভাবে হয়? এখানে সাধারণ জনগণ ও সরকারের যৌথ প্রচেষ্টাই কীভাবে কাজটি হয় তা বলতে পারেন। এর আগের পাঠে, জনসংখ্যার ঘনত্ব বের করার জন্য গাণিতিক সমস্যা সমাধান করা হয়েছিল, এটি করাতে পারেন। আমাদের দেশের জনসংখ্যায় নারী ও পুরুষের অনুপাত প্রায় অর্ধেক অর্ধেক।

গ| আরও কিছু করি

“আরও কিছু করি” অংশে শিক্ষার্থীরা আরও অনেক বেশি চিন্তা করার সুযোগ পাবে এবং বর্ণনা করবে যে খুব বেশি জনবহুল এলাকায় বসবাস করতে কেমন লাগতে পারে। শহরের শিক্ষার্থীরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারবে যে ভিড়ে বসে থাকা কষ্টকর।এ ক্ষেত্রে শিক্ষক বা শিক্ষার্থীরা তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতাও বর্ণনা করতে পারেন।

ঘ| যাচাই করি

“যাচাই” অংশে শিক্ষার্থীরা পরিসংখ্যানকে ভাষা বা শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করবে এবং জনসংখ্যার আকৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে। এবং উত্তরটা হলো, খ) আট। এটি একটি জ্ঞানমূলক প্রশ্ন এবং শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবইয়ের লিখিত অংশ পড়েই এর উত্তর করতে পারবে। তবে পর্যবেক্ষণ করুন সব শিক্ষার্থীই উত্তর দিতে পারছে কি না, না পারলে তাদের সহায়তা করুন।

মূল্যায়ন :

'এসো লিখি', 'আরও কিছু করি' ও 'যাচাই করি'র মাধ্যমে বাংলাদেশের জনসংখ্যার আকার সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে তার সারসংক্ষেপ করুন। পাঠ্যবইয়ের ৭৭ নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নে বাংলাদেশের জনসংখ্যার আকার সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন।

২ জনসংখ্যা ও পরিবার

নিচের ছবি দুটি তুলনা কর। পরিবার বড় হলে অনেক ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। পরিবারের লোকসংখ্যা বেশি হলে সবার প্রয়োজন মেটে না। যেমন- সবাই পুষ্টিকর খাবার পায় না। প্রয়োজনীয় পোশাকের অভাব হয়। বাড়িতে থাকার জন্য যথেষ্ট স্থান পাওয়া যায় না। ঘুমানো বা বিশ্রামের জায়গার অভাব দেখা দেয়। বিদ্যালয়ে ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে বই-খাতা পায় না। বড় পরিবারে ময়লা-আবর্জনা বেশি হয় এবং বিভিন্নভাবে পরিবেশ দূষিত হয়।

ছোট পরিবার

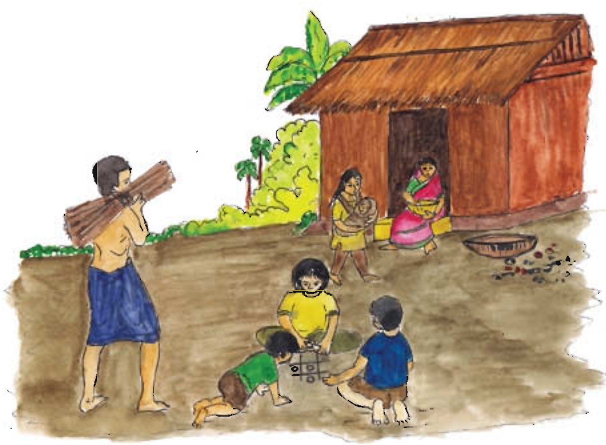

বড় পরিবার

বড় পরিবারে এই ধরনের অনেক সমস্যা দেখা দেয়। ছোট ভাই-বোনদের দেখাশোনা করতে হয় বলে অনেক মেয়ে শিশু পড়ালেখা করতে পারে না। যেসব পরিবারে লোকসংখ্যা বেশি সেখানে ছোট শিশুরা অনেক সময় মা-বাবার সাথে কাজে যায়। ফলে তারা ঠিকমতো বিদ্যালয়ে আসতে পারে না। অসুখ হলে সঠিক চিকিৎসা পায় না। ছোট পরিবারে সবার প্রয়োজন মেটানো সম্ভব।

ক | এসো বলি

নিচের বিষয়গুলোতে বড় পরিবার কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়?

- খাদ্য
- বস্ত্র
- বাসস্থান
- স্বাস্থ্য
- শিক্ষা

খ | এসো লিখি

বড় পরিবারের ভালো ও মন্দ দিকগুলো নিচে লেখ। বইয়ে যে মন্দ প্রভাবগুলো দেওয়া আছে সেগুলো উল্লেখ কর।

ভালো দিক	মন্দ দিক

গ | আরও কিছু করি

বড় পরিবারের সমস্যাগুলো নিয়ে একটি পোস্টার তৈরি কর।

ঘ | যাচাই করি

অল্প কথায় উত্তর দাও।

পরিবারের লোকসংখ্যা বেশি হলে কোন কোন প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হয় না?

পাঠ ৩ : জনসংখ্যা ও পরিবার
পৃষ্ঠা ৭০-৭১

শিখনফল :
১২.১.৪ পরিবারের লোকসংখ্যার সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সম্পর্ক বলতে পারবে।

শিখন উপকরণ :
- পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা ৭০-৭১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- পাঠ ১-এর পরিসংখ্যানের ধারাবাহিকতা রক্ষায় এই পাঠটি সাজানো হয়েছে। পরিবারের লোকসংখ্যা ধীরে ধীরে বেড়ে যাওয়ার মাধ্যমেই একটি দেশের জনসংখ্যা অনেক বেশি বেড়ে যাচ্ছে। আপনি খুব কৌশলে শিক্ষার্থীদের তাদের নিজ নিজ পরিবারের লোকসংখ্যা জিজ্ঞেস করার মাধ্যমে পাঠটি শুরু করতে পারেন। তবে খেয়াল রাখবেন ব্যক্তিগতভাবে কেউ যেন মনে আঘাত না পায়।

- ক্লাসে প্রথম পরিচ্ছেদটি পড়ুন। এখানে পরিবার বড় হয়ে গেলে খাবার, পোশাক, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদিতে যে সমস্যা হতে পারে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

- ক্লাসে প্রথম পরিচ্ছেদটি পড়ুন। এখানে পরিবার বড় হয়ে যাওয়ার ফলে শিক্ষা, কাজ ও স্বাস্থ্যে কী ধরনের সমস্যা হতে পারে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

ক| এসো বলি

"এসো বলি" অংশে, শিক্ষার্থীরা পুরো ক্লাসের সবাই মিলে অথবা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে প্রথম পরিচ্ছেদ থেকে পরিবার বড় হওয়ার আরও কিছু সমস্যা খুঁজে বের করবে। এ ক্ষেত্রে এসো বলিতে যেসব বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে সমস্যাগুলো খুঁজে বের করতে বলুন।

মূল্যায়ন :
পরিবারে শিশুর সংখ্যা অনেক বেশি হলে কী কী সমস্যা হতে পারে তার সারসংক্ষেপ আলোচনা করুন। শিক্ষার্থীদের দুই থেকে একটি সমস্যা ক্লাসে বলতে উৎসাহিত করুন। এইভাবে পুনরালোচনামূলক কাজটি শিক্ষার্থীদের মাধ্যমেও করাতে পারেন ।

পাঠ ৪ : জনসংখ্যা ও পরিবার
পৃষ্ঠা ৭০-৭১

শিখনফল :
১২.১.৪ পরিবারের লোকসংখ্যার সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সম্পর্ক বলতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

- পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা ৭০-৭১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- পরিবারে শিশুর সংখ্যা অনেক বেশি হলে কী কী সমস্যা হতে পারে তা পুনরালোচনা করুন। শিক্ষার্থীদের সহজ কিছু প্রশ্ন করার মাধ্যমেও পুনরালোচনা করতে পারেন। যেমন: তোমাদের কী মনে হয় অধিক পরিবারে অধিক শিশু থাকলে কোনো সমস্যা হয়? কী কী ধরনের সমস্যা হয় বলে তোমাদের মনে হয়।

খ| এসো লিখি

"এসো লিখি" অংশে শিক্ষার্থীরা বড় পরিবারের ভালো দিকগুলো লেখার সুযোগ পাবে, যেমন- কৃষিকাজ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় সাহায্য করা, একসাথে কাজের আনন্দ ইত্যাদি। আবার, বড় পরিবারের মন্দ দিকগুলো, যেগুলো বইতে উল্লেখ করা হয়েছে তাও লিখবে। এভাবে শিক্ষার্থীদের বড় পরিবারের নানা দিক সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা তৈরি হবে।

গ| আরও কিছু করি

"আরও কিছু করি" অংশে শিক্ষার্থীরা বড় পরিবারের মন্দ দিকগুলো বের করার জন্য নিজেদের কল্পনাশক্তি ব্যবহার করবে। পাশাপাশি কীভাবে পোস্টার ডিজাইন করতে হয়, তাও শিক্ষার্থীরা জানবে। এতে করে শিক্ষার্থীদের কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটবে। তাদের প্রতিটি কাজের প্রশংসা করুন এবং কীভাবে আরও ভালো করা যায় তার উৎসাহ দিন।

ঘ| যাচাই করি

"যাচাই" অংশে পরিবারের লোকসংখ্যা বেশি হলে কোন কোন প্রয়োজনগুলো মেটানো সম্ভব হয় না তা শিক্ষার্থীরা পুনরালোচনা করবে। সব শিক্ষার্থী প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছে কি না তা লক্ষ করুন, না পারলে তাদের সহায়তা করুন।

মূল্যায়ন :

'এসো লিখি', 'আরও কিছু করি' ও 'যাচাই করি' র মাধ্যমে আয়ের উৎস কম হলে একটি বড় পরিবারে কী কী সমস্যা হতে পারে সে সম্পর্কে এই অধ্যায় থেকে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে তার সারসংক্ষেপ করুন। পাঠ্যবইয়ের ৭৭ নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্ন আছে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন। যেমন-

- একটি বড় পরিবারের ছবি এঁকে এই পরিবারের বিভিন্ন সমস্যাগুলো চিহ্নিত কর।
- একটি ছোট পরিবারে এ ধরনের সমস্যা কেন হয় না বলে তুমি মনে করছ?

৩ যানবাহন ও পরিবেশের উপর অধিক জনসংখ্যার প্রভাব

যাতায়াত ব্যবস্থায় অধিক জনসংখ্যার প্রভাব

পরিবারের লোকসংখ্যা বেশি হলে যেমন পরিবারে বিভিন্ন সমস্যা হয় তেমনি কোনো দেশে বেশি জনসংখ্যা থাকলে বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হয়। দেশে অনেক বেশি মানুষ থাকলে তাকে **জনসংখ্যার বিস্ফোরণ** বলে। জনসংখ্যা বেশি থাকলে সর্বত্র অনেক লোকের ভিড় থাকে, যেমন- বিদ্যালয়, হাট-বাজার, রাস্তাঘাট, যানবাহন। অধিক জনসংখ্যার ফলে সীমিত যানবাহনের উপর চাপ পড়ে। মানুষের যাতায়াত কঠিন হয়। রাস্তা-ঘাটে মানুষের ভিড় বাড়ে। বাস, ট্রেন, লঞ্চে অতিরিক্ত যাত্রী বহন করতে হয়। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ঘটে।

অধিক জনসংখ্যা থাকলে ময়লা ও আবর্জনা বেশি হয়

অধিক জনসংখ্যার ফলে প্রধান দুই ধরনের সমস্যা দেখা দেয়।

১. ময়লা ও আবর্জনা বেশি হয়। এর ফলে পরিবেশ দূষিত হয়। দূষিত পরিবেশের কারণে নানা ধরনের রোগ ও অসুখ দেখা দেয়।

২. বাসস্থানের সমস্যা হয়। বাসস্থানের জন্য অধিক ঘর-বাড়ি তৈরি করতে হয়। ঘর বানানোর জন্য গাছ কেটে ও চাষের জমিতে জায়গা তৈরি করতে হয়। রাস্তার পাশে বা খোলা জায়গায় বস্তি গড়ে ওঠে। তাই আমরা বুঝতে পারছি বেশি জনসংখ্যা আমাদের দেশের একটি প্রধান সমস্যা।

ক| এসো বলি

১. বাসে অতিরিক্ত মানুষ উঠলে কী হয়?
২. রাস্তায় বেশি যানবাহন থাকলে কী অসুবিধা হয়?

খ| এসো লিখি

নিচের বাক্যগুলো সম্পূর্ণ কর।

অধিক জনসংখ্যার ফলে ময়লা-আবর্জনা .... ।

অধিক জনসংখ্যার ফলে বাসস্থানের .... ।

গ| আরও কিছু করি

তোমার এলাকার রাস্তায় ভিড় কেমন হয়? তোমাদের বিদ্যালয়ের বাইরে ৫ মিনিট দাঁড়াও। লক্ষ কর কতজন মানুষ রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে? কতগুলো গাড়ি, বাস, সাইকেল ইত্যাদি যাচ্ছে? গণনা করে নিচের বার চার্টের মতো একটি চার্ট তৈরি কর।

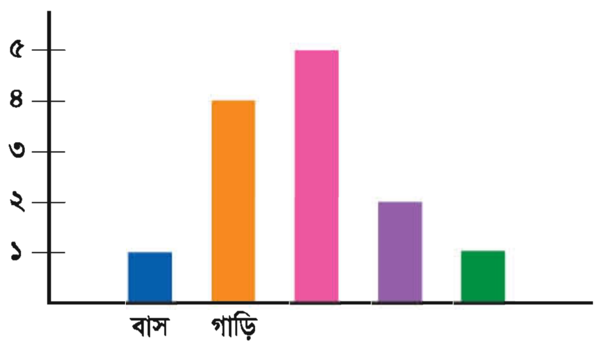

ঘ| যাচাই করি

অল্প কথায় উত্তর দাও।

বেশি বেশি জনসংখ্যা হলে যানবাহনের ওপর কী প্রভাব পড়ে?

পাঠ ৫ : যানবাহন ও পরিবেশের উপর অধিক জনসংখ্যার প্রভাব
পৃষ্ঠা ৭২-৭৩

শিখনফল :
১২.১.৫ পরিবেশে (পরিবার, শিক্ষা, বাসস্থান, যাতায়াত) জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব বলতে পারবে।

শিখন উপকরণ :
- পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা ৭০-৭১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- এই পাঠটি সবচেয়ে শেষের শিখনফলটি অর্জনের উদ্দেশ্যে রচনা করা হয়েছে যেখানে সমাজ ও পরিবেশের ওপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব শিক্ষার্থীরা বলতে পারবে। প্রথমেই অতিরিক্ত শব্দের ফলে আমাদের কী ধরনের সমস্যা হচ্ছে তা জিজ্ঞেস করতে পারেন। কেউ ভিড়ে বাসে বা ট্রেনে উঠেছে কি না তা জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

- ক্লাসে প্রথম দুটি পরিচ্ছেদ পড়ুন, যা যাতায়াতের ওপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব তুলে ধরেছে। সামাজিক পরিবেশে শিক্ষার্থীরা কী ধরনের যানবাহন দেখে থাকে? কেউ ভিড়ে বাসে বা ট্রেনে উঠেছে কি না তা জিজ্ঞাসা করতে পারেন। তখন তোমাদের কেমন লেগেছিল?

- সবশেষের পরিচ্ছেদটি ক্লাসে পড়ুন যা পরিবেশে অধিক জনসংখ্যার দুইটি প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছে, একটি হলো আবর্জনা ও অপরটি বাসস্থান। মূলত এখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কুফলই আলোচিত হয়েছে।

ক| এসো বলি

"এসো বলি" অংশে শিক্ষার্থীদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা না থাকলেও তারা যানবাহনে অতিরিক্ত ভিড় হলে কী ধরনের সমস্যা হতে পারে তা বলতে পারবে। যানবাহনে লোকসংখ্যা বেশি হলে নানা ধরনের দুর্ঘটনা হয়ে থাকে, এ ধরনের খবর থেকেও শিক্ষার্থীরা দুর্ঘটনা কল্পনা করতে পারবে। পর্যবেক্ষণ করুন সব শিক্ষার্থীই উত্তর দিতে পারছে কি না, না পারলে তাদের সহায়তা করুন।

মূল্যায়ন :

দূষণ, যানবাহন ও বাসস্থানের ওপর অরিতিক্ত জনসংখ্যার প্রভাব কী হতে পারে তার সারসংক্ষেপ আলোচনা করুন। পর্যবেক্ষণ করুন সব শিক্ষার্থীই উত্তর দিতে পারছে কি না, না পারলে তাদের সহায়তা করুন।

পাঠ ৬ : যানবাহন ও পরিবেশের উপর অধিক জনসংখ্যার প্রভাব
পৃষ্ঠা ৭২-৭৩

শিখনফল :

১২.১.৫ পরিবেশে (পরিবার, শিক্ষা, বাসস্থান, যাতায়াত) জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব বলতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

- পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা ৭০-৭১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- অতিরিক্ত জনসংখ্যা সম্পর্কে এর আগের পাঠে কী পড়া হয়েছিল তা পুনরালোচনা করুন। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে অতিরিক্ত জনসংখ্যা সম্পর্কে দুই থেকে তিনটি তথ্য ক্লাসে বলতে বলুন। এইভাবে পুনরালোচনামূলক কাজটি শিক্ষার্থীদের মাধ্যমেও করাতে পারেন।

খ| এসো লিখি

"এসো লিখি" বিভিন্নভাবে শিক্ষার্থীদের লেখার জন্য অনুপ্রাণিত করুন, অধিক জনসংখ্যার ফলে ময়লা আবর্জনা----------- অথবা, অধিক জনসংখ্যার ফলে বাসস্থান--------------। মূলত এখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষতিকর দিকগুলোই আলোচিত হবে।

গ| আরও কিছু করি

"আরও কিছু করি" অংশে সচেতনভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে, এটি খুবই সাধারণ অভিজ্ঞতা। শিক্ষার্থী-রা প্রথমেই ট্যালি লিস্ট তৈরি করবে, যেমন- ২টি গাড়ি, ৩টি রিকশা,১টি সাইকেল ইত্যাদি। এরপর তারা বইয়ের মতো একটি বার চার্ট তৈরি করবে। এ কাজটির উদ্দেশ্য হচ্ছে যেন শিক্ষার্থীরা রাস্তাঘাটে অতিরিক্ত যানবাহনের তথ্য সম্পর্কে জানতে পারে।

ঘ| যাচাই করি

"যাচাই করি" অংশে শিক্ষার্থীরা যানবাহনের ওপর অতিরিক্ত জনসংখ্যার প্রভাব নিয়ে কথা বলবে। এটি অনেকটা "এসো বলি" অংশের মতোই। এখানে শিক্ষার্থীরা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে বা পড়ে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তা থেকে উত্তর দেবে।

মূল্যায়ন :

'এসো লিখি', 'আরও কিছু করি' ও 'যাচাই করি'র মাধ্যমে অতিরিক্ত জনসংখ্যার প্রভাব সম্পর্কে এই অধ্যায় থেকে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে তার সারসংক্ষেপ করুন। পাঠ্যবইয়ের ৭৭ নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্ন আছে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন। যেমন-

- জনসংখ্যা কীভাবে পরিমাপ করা হয়?
- পরিবার বড় হলে কী হয় এবং সমাজ ও পরিবেশে এর কী প্রভাব পড়ে?

নমুনা প্রশ্ন

অধ্যায় ১ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ

অল্প কথায় উত্তর দাও :

১। কোথায় **প্রাকৃতিক পরিবেশ** দেখা যায়?

২। **সমাজ** বলতে কী বোঝায়?

৩। **সামাজিক পরিবেশের** একটি উদাহরণ দাও।

৪। আমরা কেন যানবাহন ব্যবহার করি?

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। আমরা কেন আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ করব?

২। আমাদের সামাজিক পরিবেশে বিদ্যালয়ের গুরুত্ব কী?

অধ্যায় ২ মিলেমিশে থাকা

অল্প কথায় উত্তর দাও :

১। বাংলাদেশের কয়েকটি জাতিগোষ্ঠীর নাম লেখ।

২। মুসলমানদের দুইটি প্রধান ধর্মীয় উৎসব কী?

৩। হিন্দুধর্মের দুইটি প্রধান পূজার নাম লেখ।

৪। বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব কোনটি?

৫। কত তারিখে খ্রিষ্টানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব পালিত হয়?

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। শ্রেণিকক্ষে একে অপরকে সহায়তা করা প্রয়োজন কেন?

২। বাংলাদেশে আমরা কীভাবে আমাদের ধর্মীয় উৎসব পালন করি?

অধ্যায় ৩ আমাদের অধিকার ও দায়িত্ব

অল্প কথায় উত্তর দাও :

১। বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক অধিকারগুলো কী?

২। স্বাস্থ্যসেবায় তোমার অধিকারের একটি উদাহরণ দাও ।

৩। কখন বিশ্ব শিশু দিবস পালিত হয়?

৪। কাদের প্রতি তোমরা তোমাদের দায়িত্ব পালন করবে?

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। ছেলে ও মেয়ের সমান অধিকার- একটি উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও।

২। অধিকার ও দায়িত্বের মধ্যে পার্থক্য কী?

অধ্যায় ৪ সমাজের বিভিন্ন পেশা

অল্প কথায় উত্তর দাও :

১। **পেশা** কী?

২। যারা উৎপাদন করেন তাদের পেশার কয়েকটি উদাহরণ দাও ।

৩। যারা তৈরি করেন তাদের পেশার কয়েকটি উদাহরণ দাও।

৪। কোন পেশার মানুষেরা সেবা দান করেন?

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। মানুষ কীভাবে উৎপাদনের মাধ্যমে অর্থ আয় করেন তা একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

২। ডাক্তার ও নার্স কীভাবে মানুষকে সাহায্য করেন?

অধ্যায় ৫ মানুষের গুণ

অল্প কথায় উত্তর দাও :

১। ভালো শিক্ষকের কিছু গুণ উল্লেখ কর।

২। একটি ভালো কাজের উদাহরণ দাও।

৩। একটি খারাপ কাজের নাম লেখ, যা কারো করা উচিত নয়।

৪। যদি রাস্তায় তুমি কিছু টাকা পাও, তবে কী করবে?

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। মানুষের কোন গুণগুলো তাকে ভালো কাজ করতে সাহায্য করে?

২। তোমার কোন ভালো কাজের জন্য তুমি পরিচিত হতে চাও?

অধ্যায় ৬ সামাজিক পরিবেশের উন্নয়ন

অল্প কথায় উত্তর দাও :

১। বাড়ির কাজ করতে কেন তুমি তোমার পরিবারকে সাহায্য কর?

২। তুমি বাড়িতে কর এমন একটি কাজের নাম লেখ।

৩। বাড়ির বাইরে সাহায্য কর এমন একটি কাজের উদাহরণ দাও।

৪। বিদ্যালয়ের কাজে কীভাবে তুমি সাহায্য করতে পার?

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। আমাদের বাড়ি-ঘর কেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা প্রয়োজন?

২। বিদ্যালয় কেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়?

অধ্যায় ৭ পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ ও সংরক্ষণ

অল্প কথায় উত্তর দাও :

১। বায়ুদূষণের দুটি কারণ লেখ।
২। পানিদূষণের দুটি কারণ লেখ।
৩। অতিরিক্ত শব্দের ফলে কী হয়?
৪। কোথায় ময়লা-আবর্জনা ফেলা উচিত?

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। আমাদের কেন পরিবেশ সংরক্ষণ করা উচিত?
২। আমাদের পরিবেশ কীভাবে দূষিত হয়?

অধ্যায় ৮ মহাদেশ ও মহাসাগর

অল্প কথায় উত্তর দাও :

১। পৃথিবীতে কয়টি মহাদেশ আছে?
২। পৃথিবীতে কয়টি মহাসাগর আছে?
৩। সবচেয়ে ছোট মহাসাগর কোনটি?
৪। দক্ষিণ মেরুতে কোন মহাদেশ অবস্থিত?

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। বিভিন্ন মহাদেশে বাস করে এমন কিছু প্রাণীর নাম লেখ।
২। আমাদের জাতীয় পতাকার বর্ণনা দাও।

অধ্যায় ৯ আমাদের বাংলাদেশ

অল্প কথায় উত্তর দাও :

১। বাংলাদেশের আয়তন কত?
২। ভারত ছাড়া আর কোন দেশ বাংলাদেশের সীমানায় অবস্থিত?
৩। বাংলাদেশের নদীগুলো কোন সমুদ্রে পড়েছে?
৪। রয়েল বেঙ্গল টাইগার কোথায় পাওয়া যায়?
৫। কোন কোন ফসল উৎপাদন করে আমরা বৈদেশিক মুদ্রা আয় করি?

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। আমাদের প্রধান প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ কী?
২। গাছ আমাদের প্রয়োজন কেন?

অধ্যায় ১০ আমাদের জাতির পিতা

অল্প কথায় উত্তর দাও :

১। বঙ্গবন্ধু কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

২। কোথায় ও কখন বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ দেন?

৩। মুক্তিযুদ্ধে আমরা কাদের পরাজিত করি?

৪। কীভাবে বঙ্গবন্ধু শহিদ হন?

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। আমরা বঙ্গবন্ধুর জীবন থেকে কী শিখতে পারি?

২। বঙ্গবন্ধুকে কেন আমাদের জাতির পিতা বলা হয়?

অধ্যায় ১১ আমাদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

অল্প কথায় উত্তর দাও :

১। ভাষা আন্দোলনের দাবি কী ছিল?

২। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবসের মধ্যকার সময়ে কী ঘটে?

৩। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে কারা আত্মসমর্পণ করে?

৪। গ্রাম বাংলার দুটি উৎসবের নাম লেখ।

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। স্বাধীনতা দিবস কীভাবে উদযাপন করা হয় লেখ।

২। বাংলাদেশের যেকোনো একটি সামাজিক উৎসব সম্পর্কে লেখ।

অধ্যায় ১২ বাংলাদেশের জনসংখ্যা

অল্প কথায় উত্তর দাও :

১। বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব কত?

২। বাংলাদেশের তুলনায় কয়টি দেশের জনসংখ্যা বেশি?

৩। বাংলাদেশে নারী অথবা পুরুষ, কাদের সংখ্যা বেশি?

৪। ছোট পরিবারের একটি সুবিধার কথা লেখ।

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। যানবাহন ব্যবস্থার ওপর অধিক জনসংখ্যার প্রভাব কী?

২। পরিবেশের ওপর অধিক জনসংখ্যার ক্ষতিকর প্রভাব কীভাবে রোধ করা যায়?

শব্দভান্ডার

অর্থকরী ফসল- যেসব ফসল বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করা হয়।

অধিকার- কোনো কিছুর প্রতি দাবি।

অধিক জনসংখ্যা- কোনো দেশের আয়তনের তুলনায় ওই দেশের জনসংখ্যার আধিক্য।

আদমশুমারি- লোক গণনা। কোনো দেশে কত লোক বসবাস করে তা গণনা করাকে আদমশুমারি বলে।

উৎসব- কোনো অনুষ্ঠান উপলক্ষে আনন্দ করা। সামাজিক বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান, যেমন- ঈদ বা পহেলা বৈশাখ।

কাজ- কোনো কিছু করা।

কাদামাটি- নরম মাটি।

কৃষিকাজ- জমিতে ফসল ফলানোর কাজ করা।

গুণ- মানুষের চরিত্রের ভালো দিক।

জনসংখ্যার ঘনত্ব- প্রতি বর্গকিলোমিটারে লোকসংখ্যা।

তাঁত- কাপড় বুনন করার যন্ত্র।

দায়িত্ব- যে কাজগুলো আমাদের অবশ্যই করা উচিত।

দূষণ- দোষযুক্ত। কোনোভাবে যা দূষিত হয়েছে। যেমন-পানিদূষণ, বায়ুদূষণ ইত্যাদি।

পরিবেশ- আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তা নিয়ে তৈরি হয় পরিবেশ।

পেশা- যে কাজ করে মানুষ অর্থ উপার্জন করে।

প্রাকৃতিক পরিবেশ- আমাদের চারপাশের প্রকৃতি, যেমন গাছ, পাখি ও নদ-নদী ইত্যাদি।

ভৌগোলিক মানচিত্র- যে মানচিত্রে পাহাড়, নদী ইত্যাদি দেখানো হয়।

মহাদেশ- দেশের চেয়ে বড় স্থলভাগ, যেমন এশিয়া।

মহাসাগর- সাগরের চেয়ে বড় জলরাশি, যেমন প্রশান্ত মহাসাগর।

যানবাহন- যার মাধ্যমে আমরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাই।

রাজনৈতিক মানচিত্র- যে মানচিত্রে দেশের বিভাগ ও সীমারেখা দেখানো হয়।

নারী-পুরুষের অনুপাত- মেয়ে ও ছেলে এবং নারী ও পুরুষের সংখ্যার তুলনা।

সমাজ- নানা রকম সম্পর্ক নিয়ে এক সঙ্গে বসবাসকারী মানুষ।

সংস্কৃতি- একটি দেশের সামাজিক জীবনধারা।

সামাজিক পরিবেশ- আমাদের চারপাশের মানুষ এবং তাদের তৈরি জিনিস।

স্বাধীনতা- অন্যের অধীন নয় এমন। যখন একটি দেশ আরেকটি দেশের অধীন থেকে মুক্ত হয় এবং নিজেরাই নিজেদের দেশ পরিচালনা করে।

সেচ- ফসল উৎপাদনে পানি সরবরাহ করা।

নমুনা প্রশ্ন

অধ্যায় ১ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ

অল্প কথায় উত্তর দাও :

১। কোথায় **প্রাকৃতিক পরিবেশ** দেখা যায়?
২। **সমাজ** বলতে কী বোঝায়?
৩। **সামাজিক পরিবেশের** একটি উদাহরণ দাও।
৪। আমরা কেন যানবাহন ব্যবহার করি?

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। আমরা কেন আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ করব?
২। আমাদের সামাজিক পরিবেশে বিদ্যালয়ের গুরুত্ব কী?

অধ্যায় ২ মিলেমিশে থাকা

অল্প কথায় উত্তর দাও :

১। বাংলাদেশের কয়েকটি জাতিগোষ্ঠীর নাম লেখ।
২। মুসলমানদের দুইটি প্রধান ধর্মীয় উৎসব কী?
৩। হিন্দুধর্মের দুইটি প্রধান পূজার নাম লেখ।
৪। বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব কোনটি?
৫। কত তারিখে খ্রিষ্টানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব পালিত হয়?

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। শ্রেণিকক্ষে একে অপরকে সহায়তা করা প্রয়োজন কেন?
২। বাংলাদেশে আমরা কীভাবে আমাদের ধর্মীয় উৎসব পালন করি?

অধ্যায় ৩ আমাদের অধিকার ও দায়িত্ব

অল্প কথায় উত্তর দাও :

১। বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক অধিকারগুলো কী?
২। স্বাস্থ্যসেবায় তোমার অধিকারের একটি উদাহরণ দাও ।
৩। কখন বিশ্ব শিশু দিবস পালিত হয়?
৪। কাদের প্রতি তোমরা তোমাদের দায়িত্ব পালন করবে?

প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। ছেলে ও মেয়ের সমান অধিকার- একটি উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও।
২। অধিকার ও দায়িত্বের মধ্যে পার্থক্য কী?